Contents

ত্রৈমাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

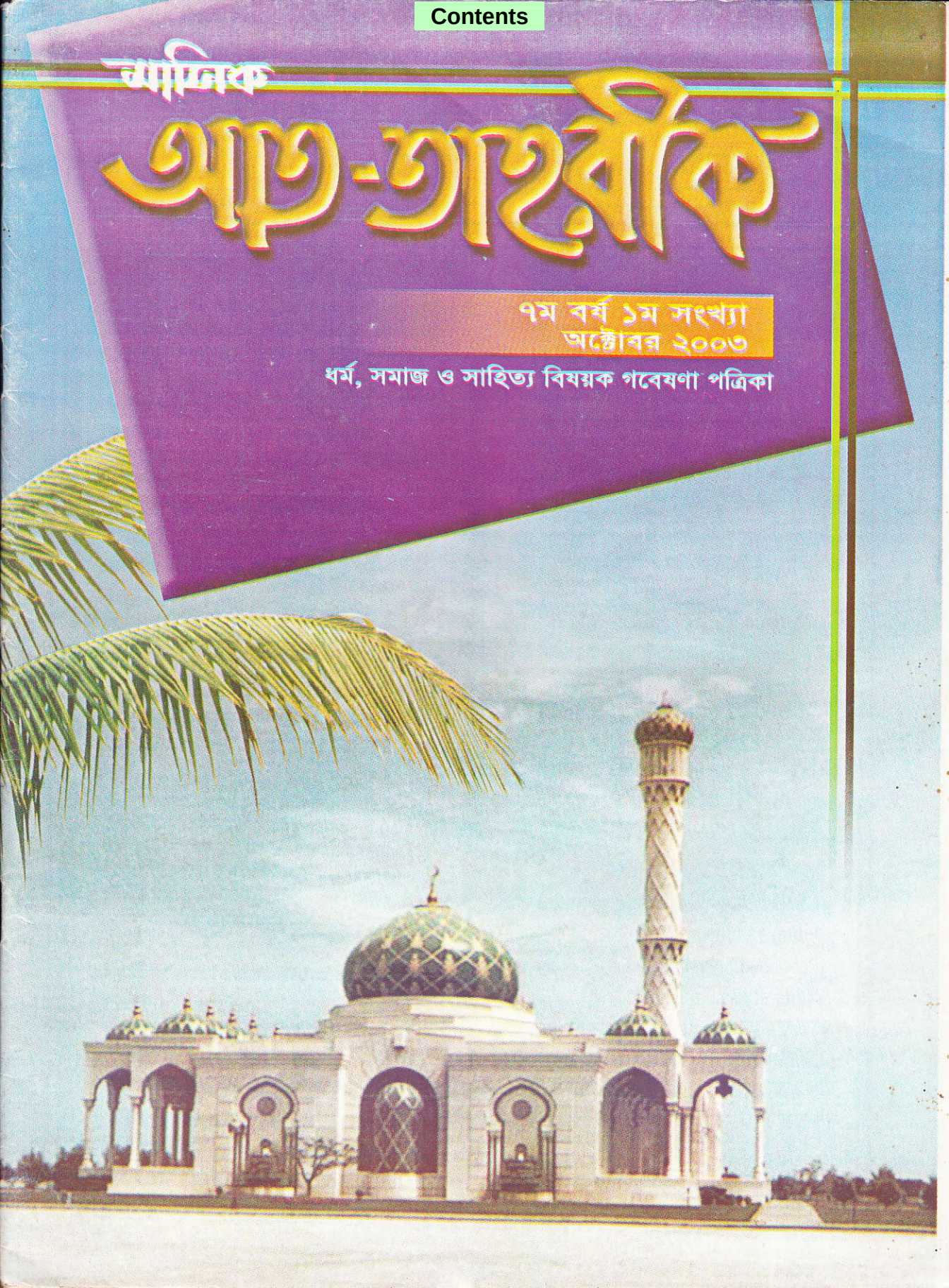

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٧ عدد:١، شعبان و رمضان ١٤٢٤هـ/أكتوبر ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنی علما

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ ওমানের সুলতানের মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান ১৪২৪ হিঃ
আশ্বিন -কার্তিক ১৪১০ বাং
অক্টোবর ২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৩য় কিস্তি) ০৩
    - মূলঃ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
  - ছালাতুত তারাবীহঃ রাক'আত সংখ্যা ০৮
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৮
  - ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ২১
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
  - ভারতের পানি আগ্রাসন রুখতে হবে ২২
    - মেজর (অবঃ) আছাদুজ্জামান
  - পবিত্র কুরআনের অলৌকিক শৈল্পিক সঙ্গতি ২৪
    - মুহাম্মাদ হামীদুল ইসলাম
  - পারভারসন বা বিকৃত গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা ২৬
    - আবদুর রহমান
  - ভারতীয় জবরদখল ও 'শান্তিবাহিনী'র অশুভ তৎপরতা *-উমর ফারুক আল-হাদী* ২৮
- নবীনদের পাতাঃ ৩০
  - দরিদ্রতা প্রতিকারে ইসলাম *-সুমন শামস*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩৪
  - বাতাবী লেবু ☐ লিভার বা যকৃতের দেশীয় চিকিৎসা ☐ জণ্ডিসের পরীক্ষিত ঔষধ
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩৫
  - প্রতারণা *-আব্দুহু ছামাদ সালাফী*
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৯
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৪
- পাঠকের মতামত ৪৫
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

হে কল্যাণের অভিসারীগণ! এগিয়ে চল

রহমত ও বরকতের পশরা নিয়ে, মাগফেরাত ও নাজাতের সুসংবাদ নিয়ে বছর ঘুরে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। আখেরাতে মুক্তিকামী সত্যিকারের কল্যাণের অভিসারীগণ এ মাসকে তাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে স্বাগত জানায়। তাই রামাযানের এক মাস পূর্বে শা'বান মাস থেকেই তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। শা'বানের প্রথমার্ধেই তারা নফল ছিয়ামের অভ্যাস শুরু করে দেয়। অতঃপর রামাযানের আগমনে বিপুল উৎসাহে ও গভীর ভালবাসা নিয়ে ফরয ছিয়াম শুরু করে। সারা দিন সে কেবল খানাপিনা ও যৌন সম্ভোগ থেকেই বিরত থাকে না, বরং ছিয়ামকে ত্রুটিপূর্ণ করতে পারে এমন কাজ থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখে। নিজের জিহ্বাকে যাবতীয় মিথ্যা ও গীবত-তোহমত থেকে, নিজের হস্ত-পদকে যাবতীয় অন্যায় কর্ম থেকে ও নিজের অন্তরকে যাবতীয় অসৎ চিন্তা থেকে দূরে রাখে। সে বিশ্বাস করে যে, যে হাত-পা ও চক্ষু-কর্ণ এখন তার অনুগত রয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন এরা স্বাধীন হয়ে যাবে। যদি এদেরকে আমি আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যবহার না করে শয়তানের আনুগত্যে ব্যবহার করি, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন এরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে *(ইয়াসীন ৬৭)*। অন্যদের চোখে ধূলা দেওয়া যাবে, কিন্তু এই সাক্ষীরা অবিচ্ছেদ্য। শয়নে-স্বপনে, চলনে-বলনে দিবারাত্রি এরা আমার একান্ত সাথী। এদের মাধ্যমেই আমি সবকিছু করি। এদেরকে লুকিয়ে কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই গোয়েন্দা পুলিশের চাইতে আমি এদেরকে বেশী ভয় করি। দুনিয়াবী আদালতের বিচারকদের চাইতে আমি মহা বিচারক আল্লাহ্র আদালতকে বেশী ভয় পাই। সেদিন যদি আমার জিহ্বা, আমার চক্ষু-কর্ণ, আমার যৌনাঙ্গ, আমার হৃদয়, আমার হস্ত-পদ, আমার সমস্ত দেহযন্ত্র একযোগে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়, সেদিন আর কে আছে, যে আমার পক্ষে সাফাই সাক্ষী হবে।

হে যুবক! বার্ধক্য আসার আগে তোমার যৌবনকে, রোগ আসার আগে তোমার সুস্থতাকে, অস্বচ্ছলতা আসার আগে তোমার স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরকে, মৃত্যু আসার আগে তোমার জীবনকে তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে লাগাও *(মুসলিম)*। তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দা ব্যতীত কারু আমল কবুল করেন না *(মায়েদাহ ২৭)*। রামাযান তোমাকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। অতএব এসো! আমরা জান্নাতের পথে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এসো! আমাদের জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহ্র যিকরে ব্যস্ত রাখি। দেহমন ঢেলে দিয়ে তাঁর ইবাদতে রত হই। রামাযানের রাত্রিগুলিকে আমরা ইবাদতের মাধ্যমে জীবন্ত রাখি। হে মুমিন পুরুষ ও নারী! একবার পিছন ফিরে দেখ, জীবনের ক'টি বসন্ত তুমি পার করে এসেছ? তোমার কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র বাণী আল-কুরআনুল হাকীম তোমার ঘরের তাকে রক্ষিত আছে। ঐ মূল্যবান সম্পদ কি তুমি কখনো পড়ে দেখেছ? কখনো কি তা শেষপর্যন্ত অর্থসহ পাঠ করেছ? হয়তবা করোনি। অতএব আর দেরী নয়। সিদ্ধান্ত নাও আগামী রামাযানেই তুমি কুরআন খতম করবে এবং সারা বছর সাধ্যমত দৈনিক কিছু অংশ অর্থসহ তেলাওয়াত করবে। আখেরাতের অমূল্য পাথেয় ছহীহ হাদীছের সংকলনগুলি খরিদ করো ও তা থেকে মুক্তা আহরণ করে পরকালের পাথেয় হাছিল কর। মনে রেখ, কুরআন তার পাঠক ও আমলকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশকারী হবে *(মুসলিম)*।

হে মুমিন! সর্বদা হালাল রূযি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাও। আর তোমার আয়ের একটি অংশ আল্লাহ্র দ্বীনের প্রচারে-প্রসারে ব্যয় করো। শয়তানের তাবেদারদের পয়সা শয়তানী কাজের প্রচার-প্রসারে দেদারসে ব্যয় হচ্ছে। দ্বীনদার মুমিনদের পয়সা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল দ্বীনী আন্দোলনে অবশ্যই ব্যয়িত হ'তে হবে। নইলে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ্র কাছে তুমি ক্বিয়ামতের দিন কিভাবে জবাবদিহী করবে? তোমার সম্পদের একটি অংশ দুস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করো। বহু অসহায় নারী-পুরুষ আজ মানবেতর জীবন যাপন করছে। তুমি তোমার দরদী হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দাও। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে দিবেন। হে শক্তিমান! তুমি শক্তিহীনের উপরে যুলুম করো না। যুলুম ক্বিয়ামতের দিন তোমার জন্য অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে *(বুখারী, মুসলিম)*।

হে ব্যবসায়ী! রামাযানকে তুমি তোমার ব্যবসায়ের হাতিয়ারে পরিণত করো না। বরং রামাযানের বরকত হাছিলের স্বার্থে অন্য সময়ের চাইতে কিছু কম লাভ কর। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতার উপরে যুলুম করে যে কয়টা পয়সা তুমি বেশী উপার্জন করবে, ঐ হারাম পয়সা ক্বিয়ামতের দিন বিষধর সর্পের আকারে তোমার গলায় বেড়ী দিয়ে দু'চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সম্পদ' *(বুখারী)*।

হে সুউচ্চ প্রাসাদের অধিবাসী! অহংকার করো না। অতি সত্বর তোমাকে ভূগর্ভের অন্ধকার কবরে স্থান নিতে হবে। হে বিচারক! অবিচার করো না। তোমাকে বিচার করবেন যিনি, তিনি তোমার মাথার উপরে আছেন।

হে আলেম! তাক্বওয়া অর্জন করুন। তাক্বওয়াহীন আলেম মূর্খের চেয়েও ক্ষতিকর। হে নেতা! লাখো কোটি মানুষের ভাল-মন্দের দায়িত্ব আপনার উপরে। যদি আপনি দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেন, তাহ'লে আপনার জন্য জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে *(মুসলিম)*।

হে মসজিদের খাদেম ও ইমাম! সাহারী ও ইফতারের পূর্বে ও পরে মাইকবাজি করে গুনাহ কামাই করো না। তোমার ঐ সোচ্চার তেলাওয়াত ও ইসলামী সঙ্গীত তোমার জন্য নেকীর বদলে গোনাহ বয়ে আনে। এর মাধ্যমে তুমি ইবাদতকারীর ইবাদত নষ্ট করছ, রোগীর, তেলাওয়াতকারীর ও নিদ্রিত ব্যক্তির প্রশান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছ এবং তুমি 'রিয়া'-র অপরাধে অপরাধী হচ্ছ। 'রিয়া' হল ছোট শিরক *(আহমাদ)*। শিরকের গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না। অতএব প্রদর্শনী ও লোক শুনানী বাদ দিয়ে আল্লাহভীরু হও।

হে প্রিয় বোনেরা! আল্লাহ তোমাদেরকে 'শ্রেষ্ঠ সম্পদ' রূপে *(মুসলিম)* পরীক্ষা হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই সর্বদা নিজেকে সংযত রাখো। পর্দাহীন অবস্থায় কখনোই বের হবে না। গৃহকোণ তোমার জন্য সর্বাধিক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। শুধু রান্না-বান্না ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত থেকো না। ইবাদত ও তেলাওয়াতের জন্য একটা সময় তোমাকে বের করতেই হবে। তোমার অতলান্তিক প্রেম ও স্নেহ দিয়ে তোমার স্বামী ও সন্তানদেরকে আল্লাহ্র পথে ধরে রাখো। তোমার গৃহকে জান্নাতী গৃহে পরিণত করো। আধুনিক শয়তানী মিডিয়াসমূহের হিংস্র ছোবল থেকে তোমার পবিত্র গৃহকে হেফাযত কর। ধর্মের নামে চালু হওয়া অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে তোমার গৃহকে মুক্ত রাখো। মনে রেখ এগুলি তোমার জান্নাতের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। হে বোন! নিত্য নতুন পোষাক কেনার আগে নিজের কাফনের কথা চিন্তা কর। আখেরাতে হিসাব দেওয়ার আগে দুনিয়ায় নিজের হিসাব নাও।

হে মুমিন পুরুষ ও নারী! ঐ শোন রামাযানের প্রতিরাত্রির আহ্বান... 'হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা এগিয়ে এসো! হে অকল্যাণের অভিসারীরা বিরত হও! আল্লাহ্র হুকুমে রামাযানের প্রতি রাত্রিতে বহু ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবে' (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)। অতএব এসো যাবতীয় অন্যায় থেকে তওবা করি। এসো আমরা সেই মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স. স.)।

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৩য় কিস্তি)

খাতির জমানোর জন্য মুনাফিক ও ফাসিকদের সঙ্গে উঠাবসা করাঃ

দুর্বল ঈমানের অনেক মানুষই পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় উঠাবসা করে। এমনকি আল্লাহ্র দ্বীন ও তার অনুসারীদের প্রতি যারা অহরহ বিদ্রূপ করে, তাদের সঙ্গেও তারা দহরম-মহরম সম্পর্ক রেখে চলে, তাদের মুছাহেবী করে। অথচ এ কাজ যে হারাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ-

'যখন আপনি তাদেরকে আমার কোন আয়াত বা বিধান সম্পর্কে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন দেখতে পান তখন আপনি তাদের থেকে সরে থাকুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণে আসার পর যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনি আর বসবেন না' *(আন'আম ৬৮)*।.

সুতরাং ফাসিক-মুনাফিকদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক যত গভীরই হৌক কিংবা তাদের সাথে সমাজ করায় যতই মজা লাগুক এবং তাদের কণ্ঠ যতই মধুর হৌক তাদের সঙ্গে উঠাবসা করা বৈধ নয়।

হাঁ, যে ব্যক্তি তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করে, তাদের বাতিল আক্বীদার প্রতিবাদ করে কিংবা তাদেরকে অন্যায় থেকে নিষেধ করার জন্য তাদের নিকট গমনাগমন করে সে উক্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত হবে না। স্বেচ্ছায়, খুশীমনে ও কোন কিছু না বলে নীরবে তাদের সাথে মিলতাল রাখাতেই সব গোল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَيَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ-

'যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ ফাসিক বা দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট নন' *(তওবাহ ৯৬)*।

ছালাতে ধীরস্থিরতা পরিহারঃ

সবচেয়ে' বড় চুরি হচ্ছে ছালাতে চুরি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّهِ وَ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا-

'সবচেয়ে' নিকৃষ্ট চোর সেই ব্যক্তি যে ছালাতে চুরি করে। ছাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কিভাবে ছালাতে চুরি করে? তিনি বললেন, সে রুকূ-সিজদা পরিপূর্ণভাবে করে না'।[২২]

আজকাল অধিকাংশ মুছল্লীকে দেখা যায় কে তারা ছালাতে ধীরস্থির ভাব বজায় রাখে না। ধীরে-সুস্থে রুকূ-সিজদা করে না। রুকূ থেকে যখন মাথা তোলে তখন পিঠ সোজা করে দাঁড়ায় না এবং দু'সিজদার মাঝে পিঠ টান করে বসে না। খুব কম মসজিদই এমন পাওয়া যাবে যেখানে এ জাতীয় দু'চারজন পাওয়া যাবে না। অথচ ছালাতে ধীরস্থিরতা বজায় রাখা ফরয। স্বেচ্ছায় তা পরিহার করলে কোন মতেই ছালাত শুদ্ধ হবে না। সুতরাং বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تَجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ-

'কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত না রুকূ-সিজদায় তার পৃষ্ঠদেশ সোজা করবে, সে পর্যন্ত তার ছালাত যথার্থ হবে না'।[২৩]

কাজটি যে অবৈধ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে মুছল্লী এরূপ করে সে ভর্ৎসনার যোগ্য। আবু আব্দুল্লাহ আশ'আরী বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ছাহাবীদের সাথে ছালাত আদায়ের পর তাদের একটি দলের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ছালাতে দাঁড়াল। সে রুকূ করছিল আর সিজদায় গিয়ে ঠোকর মারছিল। তা দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা কি এই লোকটিকে লক্ষ্য করেছ? এভাবে ছালাত আদায় করে কেউ যদি মারা যায়, তবে সে মুহাম্মাদের মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে মারা যাবে। কাক যেমন রক্তে ঠোকর মারে সে তেমনি করে তার ছালাতে ঠোকর মারছে। যে ব্যক্তি রুকূ করে আর সিজদায় গিয়ে ঠোকর মারে তার দৃষ্টান্ত সেই ক্ষুধার্ত লোকের ন্যায়, যে একটি দু'টির বেশী খেজুর খেতে পায় না। দু'টি খেজুরে তার কতটুকু ক্ষুন্নিবৃত্তি

* প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।
** সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

২২. আহমাদ ৫/৩১০; ছহীহুল জামে' হা/৯৯৭।
২৩. আবূদাঊদ ১/৫৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৭২২৪।

হতে পারে?'।[২৪]

যায়েদ বিন ওয়াহ্হাব হ'তে বর্ণিত আছে, একবার হুযায়ফা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে রুকূ-সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ছালাত আদায় করনি। আর এ অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর, তাহ'লে যে দ্বীন সহ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন তুমি তার বাইরে মৃত্যুবরণ করবে'।[২৫]

যে ব্যক্তি ছালাতে ধীরস্থিরতা বজায় রাখে না, সে যখন উহার বিধান জানতে পারবে তখনকার ওয়াক্তের ফরয ছালাত তাকে আবার পড়তে হবে। আর অতীতে যা ভুল হয়ে গেছে সে জন্য তওবা করবে, সেগুলি আর পুনরায় পড়তে হবে না। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন জনৈক দ্রুত ছালাত আদায়কারীকে লক্ষ্য করে বললেন, اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ– 'যাও, ছালাত আদায় কর, কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'।[২৬] এখানে অতীত ছালাত কাযা করার কথা বলা হয়নি।

ছালাতে অনর্থক কাজ ও বেশী বেশী নড়াচড়া করাঃ

ছালাতে অনর্থক কাজ ও বেশী বেশী নড়াচড়া করা এমন এক আপদ, যা থেকে অনেক মুছল্লীই বাঁচতে পারে না। কারণ তারা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত আদেশ প্রতিপালন করে না। قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ– 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়াও' *(বাক্বারাহ ২৩৮)*।

মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ–

'নিশ্চয়ই সেই সকল মুমিন সফলকাম, যারা নিজেদের ছালাতে বিনীত থাকে' *(আল-মুমিনূন ১-২)*।

কিন্তু উক্ত লোকেরা আল্লাহ্র এ বাণীর গূঢ়ার্থ বুঝে না। তাই ছালাতে আদবের পরিপন্থী অনেক কিছুই তারা করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সিজদার মধ্যে মাটি সমান করা যাবে কি-না জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেছিলেন,

لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّىْ فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةُ الْحَصَى–

'ছালাত অবস্থায় তুমি কিছু মুছতে পারবে না। একান্তই যদি করতে হয় তাহ'লে কংকরাদি একবার সমান করতে পারবে'।[২৭]

আলেমগণ বলেছেন, ছালাতে নিষ্প্রয়োজনে বেশী মাত্রায় লাগাতারভাবে নড়াচড়া করলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যারা ছালাতে নিরর্থক খেলায় লিপ্ত হয় তাদের অবস্থা কেমন হ'তে পারে? তাদের তো দেখা যায়, তারা আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়েছে। অথচ ঘড়ির সময় নিরীক্ষণ করছে, কিংবা কাপড় সোজা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথবা আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। অনেকে আবার ছালাতে দাঁড়িয়ে ডানে-বামে অথবা উপরের দিকে তাকাতে থাকে। অথচ তাদের চোখ যে উপড়ে ফেলা হ'তে পারে কিংবা শয়তান ছালাতে তাদের মনোযোগ নষ্ট করে দিতে পারে, সে সম্পর্কে তাদের মনে কোনই উদ্বেগ নেই।

ছালাতে ইচ্ছাপূর্বক ইমামের আগে মুক্তাদীর গমনঃ

যে কোন কাজে তাড়াহুড়া করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلاً–

'মানুষ খুব দ্রুততা প্রিয়' *(বণী ইসরাঈল ১১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلتَّأَنِّىْ مِنَ اللّٰهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ– 'ধীরস্থিরতা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হ'তে'।[২৮]

জামা'আতের মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ডানে-বামে অনেক মুছল্লী ইমামের রুকূ-সিজদায় যাওয়ার আগেই রুকূ-সিজদায় চলে যাচ্ছে। এমনকি লক্ষ্য করলে নিজের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উঠা-বসার তাকবীরগুলিতে তো এটা হরহামেশাই হ'তে দেখা যায়। এমনকি সালামেও অনেকে ইমামের আগে সালাম ফিরিয়ে ফেলে। বিষয়টি অনেকের নিকটই গুরুত্ব পায় না। অথচ নবী করীম (ছাঃ) এজন্য কঠোর শাস্তির হুমকি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন,

أَمَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ–

'সাবধান! যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা তোলে তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তার মাথাটা গাধার মাথায় রূপান্তরিত করতে পারেন?'।[২৯]

একজন মুছল্লীকে যখন ধীরে-সুস্থে ছালাতে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি বা দ্রুত পায়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন স্বীয় ছালাত যে ধীরে-সুস্থে আদায় করতে হবে তাতে আর সন্দেহ কি? আবার কিছু লোকের নিকট ইমামের আগে গমন ও পিছনে পড়ে থাকার বিষয়টি তালগোল পাকিয়ে যায়। তাই মুজতাহিদগণ এ

---

২৪. ছহীহ ইবনে খুযায়মা ১/৩৩২ পৃঃ; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১৩১।
২৫. বুখারী, ফাতহুল বারী ২/২৭৪ পৃঃ।
২৬. মুসলিম, 'ছালাত' অধ্যায়।
২৭. মুসলিম, আবূদাঊদ ১/৫৮১ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৫২।
২৮. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/১০৪ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৯৫।
২৯. মুসলিম ১/৩২০-২১ পৃঃ।

জন্য একটি সুন্দর নিয়ম উল্লেখ করেছেন। তা হ'ল, ইমাম যখন তাকবীর শেষ করবেন মুক্তাদী তখন নড়াচড়া শুরু করবে। ইমাম 'আল্লাহু আকবার' এর 'ব' বর্ণ উচ্চারণ করা মাত্রই মুক্তাদী রুকূ-সিজদায় যাওয়ার জন্য মাথা নীচু করা শুরু করবে। অনুরূপভাবে রুকূ হ'তে মাথা তোলার সময় ইমামের 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'-এর 'হ' বর্ণ উচ্চারণ শেষ হ'লে মুক্তাদী মাথা তুলবে।

ছাহাবীগণ যাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগে চলে না যান সে বিষয়ে খুব সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতেন। বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতেন। যখন তিনি রুকূ হ'তে মাথা তুলতেন তখন আমি এমন একজনকেও দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কপাল মাটিতে রাখার আগে তার পিঠ বাঁকা করেছে। তিনি সিজদায় গিয়ে সারলে তারা তখন সিজদায় পতিত হ'তেন।[৩০]

নবী করীম (ছাঃ) যখন একটু বুড়িয়ে যান এবং তাঁর নড়াচড়ার মন্থরতা দেখা দেয় তখন তিনি তাঁর পিছনের মুক্তাদীদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ بَدَّنْتُ فَلاَ تَسْبِقُوْنِى بِالرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ- 'হে লোকেরা! আমার দেহ ভারী হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা রুকূ-সিজদায় আমার আগে চলে যেও না'।[৩১]

অপরদিকে ইমামকেও ছালাতের তাকবীরে সুন্নাত মুতাবেক আমল করা যরূরী। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ.... ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِى ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيْهَا وَ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতে দাঁড়াতেন তখন শুরুতে তাকবীর বলতেন। তারপর যখন রুকূতে যেতেন তখন তাকবীর বলতেন। যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন, সিজদা থেকে মাথা তুলতে তাকবীর বলতেন। এভাবে ছালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক শেষে দাঁড়ানোর সময়ও তাকবীর বলতেন'।[৩২]

সুতরাং এভাবে ইমাম যখন ছালাতে উঠা-বসার সঙ্গে তার তাকবীরকে সমন্বিত করে একই সাথে আদায় করবেন এবং মুক্তাদীগণও উল্লিখিত নিয়ম মেনে চলবে তখন সবারই জামা'আতের বিধান ঠিক হয়ে যাবে।

পেঁয়াজ-রসুন কিংবা দুর্গন্ধ জিনিস খেয়ে মসজিদে গমনঃ

কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রসুন, সিগারেট ও বিড়ি খেলে মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে তার নিকটে অবস্থান করা দায় হয়ে পড়ে। মসজিদের পূত-পবিত্র পরিবেশ কলুষিত হয়, সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِىْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ-

'হে বনু আদম! তোমরা প্রতি ছালাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্যকে ধারণ কর' *(আ'রাফ ৩১)*। অর্থাৎ তোমরা পোশাক পরিধান কর ও শালীন পরিবেশ বজায় রাখ। কিন্তু দুর্গন্ধ পরিবেশকে অশালীন করে তোলে।

হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْ لَنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَ لْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ-

'যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে। অথবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং নিজ বাড়ীতে বসে থাকে'।[৩৩]

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَ الثُّوْمَ وَ الْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ-

'যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন ও কুর্রাছ* খাবে সে যেন কখনই আমাদের মসজিদ পানে না আসে। কেননা বনী আদম যাতে কষ্ট পায় ফিরিশতারাও তাতে কষ্ট পায়'।[৩৪]

হযরত ওমর (রাঃ) একদা জুম'আর খুৎবায় বলেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'টি গাছ খেয়ে থাক। আমি ঐ দু'টিকে কদর্য বা হারাম ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। সে দু'টি হচ্ছে পেঁয়াজ ও রসুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, কারো মুখ থেকে তিনি এ দু'টির গন্ধ পেলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। ফলে

---

৩০. ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৪।
৩১. বায়হাক্বী ২/৯৩ পৃঃ; হাদীছ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ২/২১০ পৃঃ।
৩২. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬।
৩৩. বুখারী, ফাতহুল বারী ২/৩৩৯ পৃঃ।
** কার্রাছ বা কুর্রাছ এক প্রকার গন্ধযুক্ত সব্জী। এর কতক পেঁয়াজ ও কতক রসুনের মত দেখায়। উর্দুতে একে 'গন্দনা' বলে -অনুবাদক।*
৩৪. ছহীহ মুসলিম ১/৩৯৬।

তাকে বের করে দেওয়া হ'ত। সুতরাং কাউকে উহা খেতে হলে সে যেন পাকিয়ে খায়'।[৩৫]

অনেকেই কাজ-কর্ম শেষে হাত-মুখ ধোয়ে তা ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই মসজিদে ঢুকে পড়ে। এদিকে ঘামের জন্য তার বগল ও মোযা দিয়ে বিশ্রী রকমের গন্ধ বের হ'তে থাকে। এ ধরনের লোকও উক্ত বিধানের আওতায় পড়বে। আর সবচেয়ে' নিকৃষ্ট হ'ল ধূমপায়ীরা। তারা হারাম ধূমপান করতে করতে মুখে চরম দুর্গন্ধ জন্মিয়ে নেয়। এ অবস্থায় মসজিদে ঢুকে তারা আল্লাহ্র মুছল্লী বান্দা ও ফেরেশতাদের কষ্ট দেয়।

ব্যভিচারঃ

বংশ, ইযযত ও সম্ভ্রম রক্ষা করা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلاً-

'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই উহা একটি অশ্লীল কাজ ও খারাপ পন্থা' *(বনী ইসরাঈল ৩২)*।

শরী'আত পর্দা ফরয করেছে, নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে এবং অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এভাবে ব্যভিচারের সকল উপায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেউ ব্যভিচার করে বসলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে।

বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে না মরা পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। এভাবে সে তার কাজের উপযুক্ত পরিণাম ভোগ করবে এবং হারাম কাজে তার প্রতিটি অঙ্গ যেমন করে মজা উপভোগ করেছিল এখন তেমনি করে যন্ত্রণা উপভোগ করবে। আর অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদেরকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে এটাই শরী'আতের সর্বোচ্চ শাস্তি। একদল মুমিনের সামনে অর্থাৎ জনতার সামনে খোলা ময়দানে এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে, যাতে সে অপমান চূড়ান্ত হয়। একই সঙ্গে তাকে এক বৎসরের জন্য অপরাধ সংঘটিত এলাকা থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এরূপ ব্যবস্থা চালু হ'লে ব্যভিচারের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

ব্যভিচারী নর-নারী বারযাখ* জগতেও কঠিন শাস্তি পোহাবে। তারা এমন একটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকবে যার উর্ধাংশ হবে সংকীর্ণ কিন্তু নিম্নাংশ হবে প্রশস্ত। তার নীচ থেকে আগুন জ্বালান হবে। সেই আগুনের মধ্যে তারা উলঙ্গ, বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। ঐ আগুন এতই উত্তপ্ত হবে যে তার তোড়ে তারা উপরের দিকে উঠে আসবে। এমনকি তারা প্রায় বেরিয়ে আসার উপক্রম করবে। যখনই এমন হবে তখনই আগুন নিভিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা আবার অগ্নিকুণ্ডের তলদেশে ফিরে যাবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের জন্য এ ব্যবস্থা চলতে থাকবে।

ব্যভিচারের বিষয়টি আরও কদর্য ও ঘৃণিত হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন কোন ব্যক্তি বয়সে ভারী ও এক পা কবরে চলে যাওয়ার পরও বরাবর ব্যভিচার করে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلاَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ-

'ক্বিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না; বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হ'ল বয়োবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রনায়ক ও অহংকারী দরিদ্র'।[৩৬]

অনেকে ব্যভিচার বা পতিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। অথচ পতিতাবৃত্তি থেকে অর্জিত আয় নিকৃষ্ট উপার্জনাদিরই একটি। যে পতিতা তার ইয্যত বেচে খায় সে মধ্যরাতে যখন দো'আ কবুলের জন্য আকাশের দরজা উন্মোচিত হয় তখন দো'আ কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।[৩৭] অভাব ও দারিদ্র্য আল্লাহ্র বিধান লংঘন করার জন্য কোন শারঈ ওযর হ'তে পারে না।

আমাদের যুগে তো অশ্লীলতার সকল দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছে। শয়তান ও তার দোসরদের চক্রান্তে অশ্লীলতার পথ ও পন্থাগুলি সহজলভ্য হয়ে গেছে। পাপী-দুষ্কৃতিকারীরা এখন খোলাখুলি শয়তানের অনুসরণ করছে। মেয়েরা দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যাপকভাবে বাইরে যাতায়াত করছে। তারা দেশ-বিদেশ সফর করছে। মোড়ে মোড়ে বখাটে ছেলেদের বক্র চাহনি ও হা করে মেয়েদের পানে তাকিয়ে থাকা তো নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাধ মেলা-মেশা, পর্ণ-পত্রিকা ও ব্লু ফ্লিমে দেশ ভরে গেছে। ফ্রি সেক্সের দেশগুলিতে মানুষের ভ্রমণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। কে কত বেশী খোলামেলা হ'তে পারে যেন তার প্রতিযোগিতা চলছে। ধর্ষণ ও বলাৎকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। হারাম সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ক্লিনিকে বিভিন্ন পদ্ধতির (এম,আর) নামে অবৈধ গর্ভপাতের মাধ্যমে মানব সন্তানদের হত্যা করা হচ্ছে।

---

৩৫. মুসলিম ১/৩৯৬।

** মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ যে জগতে অবস্থান করবে তাকে বারযাখ বলে- অনুবাদক।*

৩৬. মুসলিম ১/১০২-১০৩ পৃঃ।

৩৭. ছহীহুল জামে' হা/২৯৭১।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট দয়া, অনুগ্রহ ও গোপনীয়তা প্রার্থনা করছি এবং এমন সম্ভ্রম কামনা করছি যার বদৌলতে তুমি আমাদেরকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করবে। আমরা তোমার নিকট আমাদের মনের পবিত্রতা ও ইযযতের হেফাযত প্রার্থনা করছি। দয়া করে তুমি আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে একটি অন্তরাল তৈরী করে দাও। আমীন!

পুংমৈথুন বা সমকামিতা

অতীতে হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি পুংমৈথুনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ-

'লূতের কথা স্মরণ করুন! যখন তিনি তাঁর কওমকে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ করেনি, তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করছ, তোমরাই তো ভরা মজলিসে অন্যায় কাজ করছ' *(আনকাবূত ২৯)*।

যেহেতু এই অপরাধ ছিল জঘন্য, অত্যন্ত মারাত্মক ও কদর্যময় তাই আল্লাহ তা'আলা লূত (আঃ)-এর জাতিকে একবারেই চার প্রকার শাস্তি দিয়েছিলেন। এ জাতীয় এতগুলি শাস্তি একবারে অন্য কোন জাতিকে ভোগ করতে হয়নি। ঐ শাস্তিগুলি ছিলঃ তাদের চক্ষু উৎপাটন, উঁচু লোকদের নীচু করে দেয়া, অবিরাম কঙ্কর পাত ও হঠাৎ ধ্বংসের আগমন।

পুংমৈথুনের শাস্তি হিসাবে ইসলামী শরী'আতের পণ্ডিতগণের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হ'ল, স্বেচ্ছায় মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত ব্যক্তি উভয়কেই তরবারীর আঘাতে শিরশ্ছেদ করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) মারফূ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ-

'তোমরা লূতের সম্প্রদায়ের ন্যায় পুংমৈথুনের কাজ কাউকে করতে দেখলে মৈথুনকারী ও মৈথুনকৃত উভয়কেই হত্যা করবে'।[৩৮]

মৈথুন বা সমকামিতার প্রাকৃতিক কুফলও কম নয়। এসব নির্লজ্জ বেহায়াপনার কারণেই আমাদের কালে এমন কিছু রোগ-ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে যা পূর্বকালে ছিল না। বর্তমান পৃথিবীর মহাত্রাস এইডস তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এইডসই প্রমাণ করে যে, সমকামিতা রোধে ইসলামের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ যথার্থ হয়েছে।

শারঈ ওযর ছাড়া স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর শয্যা গ্রহণ অস্বীকার করা

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

'যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে স্বীয় শয্যা গ্রহণ বা দৈহিক মিলনের জন্য আহ্বান জানায়, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করায় স্বামী তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত কাটায়, তখন ফেরেশতাগণ প্রভাত অবধি ঐ স্ত্রীর উপর অভিশাপ দিতে থাকে'।[৩৯]

অনেক মহিলাকেই দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীতে একটু খুনসুটি হ'লেই স্বামীকে শাস্তি দেয়ার মানসে তার সঙ্গে দৈহিক মেলামেশা বন্ধ করে বসে। এতে অনেক রকম ক্ষতি দেখা দেয়। পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। স্বামী দৈহিক তৃপ্তির জন্য অবৈধ পথও বেছে নেয়। অন্য স্ত্রী গ্রহণের চিন্তাও তার মধ্যে পেয়ে বসে। এভাবে বিষয়টি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামী ডাকামাত্রই তার ডাকে সাড়া দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ-

'যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে দৈহিক মিলনের জন্য ডাকবে, তখনই যেন সে তার ডাকে সাড়া দেয়। এমনকি সে জ্বলন্ত উনুনের পাশে থাকলেও'।[৪০]

স্বামীরও কর্তব্য হবে, স্ত্রী রোগাক্রান্ত, গর্ভবতী কিংবা অন্য কোন অসুবিধায় পতিত হ'লে তার অবস্থা বিবেচনা করা। এতে করে তাদের মধ্যে সৌহার্দ বজায় থাকবে এবং মনমালিন্য সৃষ্টি হবে না।

শারঈ কারণ ছাড়া স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করা

এমন অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর সঙ্গে সম্প্রীতির একটু অভাব ঘটলে কিংবা তার চাওয়া-পাওয়ার একটু ব্যত্যয় ঘটলেই তার নিকট তালাক দাবী করে। অনেক সময় স্ত্রী তার কোন নিকট আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী কর্তৃক এরূপ অনিষ্টকর কাজে প্ররোচিত হয়। কখনো সে স্বামীকে লক্ষ্য করে তার জাত্যাভিমান উস্কে দেওয়ার মত শব্দ উচ্চারণ করে। যেমন সে বলে, 'যদি তুমি পুরুষ লোক হও

৩৮. আহমাদ ১/৩০০ পৃঃ; ছহীহুল জামে হা/৬৫৬৫।

৩৯. বুখারী, ফাৎহুল বারী ৬/৩১৪ পৃঃ।
৪০. যাওয়াইদুল বাযযার ২/১৮১ পৃঃ; ছহীহুল জামে হা/৫৪৭।

তাহ'লে আমাকে তালাক দাও'। কিন্তু তালাকের যে কি বিষময় ফল তা সবার জানা আছে। তালাকের কারণে একটি পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। সন্তানরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এজন্য অনেক সময় স্ত্রীর মনে অনুশোচনা জাগতে পারে। কিন্তু তখন তো আর করার কিছুই থাকে না। এসব কারণে শরী'আত কথায় কথায় তালাক প্রার্থনাকে হারাম করে সমাজের যে উপকার করেছে তা সহজেই অনুমেয়। হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ-

'কোন মহিলা যদি বিনা দোষে স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তাহ'লে জান্নাতের সুগন্ধি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে'।[৪১]

হযরত উক্ববা বিন আমের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ-

'খোলা'কারিণী ও সম্পর্ক ছিন্নকারিণী রমণীগণ মুনাফিক'।[৪২]

হাঁ যদি কোন শারঈ ওযর থাকে যেমন- স্বামী ছালাত আদায় করে না, অনবরত নিশা করে কিংবা স্ত্রীকে হারাম বা ফাহেশ কাজের আদেশ দেয়, অন্যায়ভাবে মারধোর করে, স্ত্রীর শারঈ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু স্বামীকে নছীহত করেও ফেরান যাচ্ছে না এবং সংশোধনেরও কোন উপায় নেই সেক্ষেত্রে তালাক দাবী করায় কোন দোষ হবে না। বরং দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে সে তালাক প্রার্থনা করতে পারে। *[চলবে]*

৪১. আহমাদ ৫/২৭৭ পৃঃ; ছহীহুল জামে হা/২৭০৩।
৪২. তাবরানী, কবীর ১৭/৩৩৯ পৃঃ; ছহীহুল জামে হা/১৯৩৪।

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬; বাসাঃ ৭৭৩০৪২

ছালাতুত তারাবীহ আট রাক'আত না বিশ রাক'আতঃ একটি বিশ্লেষণ

মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন

উপস্থাপনাঃ

'ছালাতুত তারাবীহ' একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল ছালাত। এটি 'ছালাতুল লাইল' বা রাত্রিকালীন ইবাদত। যা রামাযান মাসে রাতের প্রথমভাগে পড়তে হয়।[১] এ ছালাতই অন্য মাসে রাতের শেষাংশে পড়াকে 'তাহাজ্জুদ' বলে।[২] এজন্য রামাযান মাসে রাতের প্রথমাংশে তারাবীহ পড়লে শেষাংশে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।[৩] রাসূল (ছাঃ) ফরয হওয়ার আশংকায় ছাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে জামা'আত সহকারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মাত্র তিনদিন এ ছালাত আদায় করেছিলেন।[৪] তাই তাঁর উম্মতের প্রতিও উক্ত ইবাদত গুরুত্বের সাথে নিয়মিত আদায় করা সুন্নাত। কারণ এখন তার ফরয হওয়ার আশংকা নেই। যেমনটি ওমর (রাঃ) চালু করেছিলেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় এটাও যেন আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হয়। কারণ যেকোন ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হওয়ার জন্য অন্যতম প্রধান দু'টি শর্ত রয়েছে। (১) একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হওয়া। (২) ঐ ইবাদত রাসূল (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে আদায় করেছেন সে পদ্ধতি মোতাবেক হওয়া।[৫] উক্ত শর্তদ্বয়ের কোন একটি ছাড়া পড়লে সে ইবাদত আর ইবাদত বলে গণ্য হবে না। প্রথমটি বাদ পড়লে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে না হয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে হ'লে তা শিরক হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠচিত্তে' *(যুমার ২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ আমল করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতের সাথে অন্য কাউকে যেন শরীক না করে' *(কাহ্‌ফ ১১০)*। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় শর্ত ছাড়া পড়লে অর্থাৎ রাসূলের পদ্ধতি মোতাবেক না হয়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে হ'লে তা বিদ'আত হবে। যা শরী'আতে প্রত্যাখ্যাত ও বর্জনীয়।

১. ছহীহ বুখারী (উপমহাদেশীয় ছাপা), ১/২৬৯ ও ১২৬পৃঃ, হা/২০১৬ ও ৯২৪; ছহীহ মুসলিম (ঐ), ১/২৫৯ পৃঃ হা/১৭৮১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৭৪; হাদীছে এসেছে, بعد أن صلى العشاء الآخرة। ফিরইয়াবী ২/৭৩ পৃঃ।
২. বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/১২২৩ ও ১২২৫; বঙ্গানুবাদ-মেশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১১৫৫ ও ১১৫৭ 'রাত্রির ছালাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।
৩. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮; বঙ্গানুবাদ ৩য় খণ্ড, হা/১২২৪ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ।
৪. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৬০৮, ১/৬০৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ; ইবনু নাছের আল-মারূযী, ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৮৯; টীকা নং ১ দ্রঃ।
৫. মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু, আল-আক্বীদাতুল ইসলামিয়াহ, পৃঃ ২৬।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬]

কোন কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে কার্য সম্পাদনের জন্য রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত পদ্ধতি কোথায় পাওয়া যাবে? নিশ্চয়ই তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যেই পাওয়া যাবে, অন্য কোথাও নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য এই দু'টি বস্তুই রেখে গেছেন, তৃতীয় কোন কিছু রেখে যাননি। তিনি এ দু'টিকেই অত্যন্ত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দান করেছেন।[৭] এখানে ছহীহ হাদীছ বলার কারণ হ'লঃ শুধুমাত্র ছহীহ হাদীছই শরী'আতের দলীল হওয়ার যোগ্য, যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা কখনো দলীল সাব্যস্ত হয় না। মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে যঈফ ও জাল হাদীছ সর্বদাই বর্জনীয়। যদিও কেউ কেউ শুধুমাত্র ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে যঈফ হাদীছ গ্রহণীয় বলে মন্তব্য করেছেন।[৮] তবে প্রথম সারির প্রায় সকল মুহাদ্দিছগণের মতে ফযীলতের ক্ষেত্রেও যঈফ ও জাল হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ এবং তাঁদের নিকটস্থ ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন, ইবনুল আরাবী, ইবনু হাযাম, ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ।[৯] এছাড়া তাঁদের পরে আজ পর্যন্ত সকল যুগে সকল মুহাদ্দিছই যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

অতএব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হ'ল যে, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কাজই শুধুমাত্র আমলযোগ্য এবং যেকোন ইবাদতের পদ্ধতি যা রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে তা ছহীহ হাদীছের মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং ছালাতেরও নিয়ম-পদ্ধতি তাতে পূর্ণাঙ্গরূপেই রয়েছে। তাছাড়া ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) খাছভাবে নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেছেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ 'তোমরা ঐরূপভাবেই ছালাত আদায় কর যেরূপভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ'।* অতএব, তারাবীহর ছালাতও সে পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে যেভাবে তিনি করেছেন, যা ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

৬. *মুসলিম হা/৪৪৬৮ 'মীমাংসা' অধ্যায়, ২/৭৭ পৃঃ।*
৭. *হাকেম হা/৩১৮, ১/১৭১ 'ইলম' অধ্যায়, সনদ হাসান; মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৮৬; বঙ্গানুবাদ ১ম খঃ হা/১৭৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
৮. *শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক্ব আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ (রিয়াযঃ দারুর রায়াহ, ১৪০৯ হিঃ), পৃঃ ৩৪-৩৮, 'ফাযায়েল সংক্রান্ত যঈফ হাদীছ বর্জনীয়' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ ঐ, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-এর ভূমিকা।*
৯. *আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (সিরিয়া), ক্বাওয়ায়েদুত তাহদীছ, পৃঃ ৯৪; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।*
* *ছহীহ বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ 'আযান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৮৩ 'আযান' অধ্যায়।*

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, মাযহাবী গোঁড়ামী এবং হাদীছের অপব্যাখ্যাকারী কথিত কিছু আলেমদের কারণে অধিকাংশ সরলপ্রাণ মুসলমান ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি মোতাবেক তারাবীহর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করতে পারে না। অন্যান্য ছালাত ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা যেমন অসংখ্য যঈফ ও জাল হাদীছ এবং স্বরচিত অপব্যাখ্যার মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের ডুবিয়ে রেখেছে, তেমনি তারাবীহর ক্ষেত্রেও কিছু যঈফ ও জাল বর্ণনা এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছে। 'ছহীহ হাদীছের আলোকে তারাবীহর ছালাত বিশ রাক'আত', 'তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ভিন্ন ছালাত', 'তারাবীহ ২০ রাক'আত আর তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত' ইত্যাদি মিথ্যা ও ভ্রান্ত বক্তব্য ছড়িয়ে তারা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করছে। এ সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদী, প্রতারক ও ফেরেববাজরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ তারা বুঝেও বুঝে না, দেখেও দেখে না এবং শুনেও শুনে না *(আ'রাফ ১৭৯)*। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল- সাধারণ মুসলমান। তারা যেন প্রবঞ্চনাপূর্ণ মাযহাবী ও তাক্বলীদী বেড়াজাল ছিন্ন করে, মানব রচিত ফেক্বহী অন্ধত্ব চিরতরে পরিহার করে, নামধারী ধোঁকাবাজ আলেমদের ধূর্তামি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ লিখনী এবং বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিরপেক্ষ ও নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল করতে পারে। বক্ষমাণ প্রবন্ধে এ সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা পেশ করা হ'ল। দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি যে, উক্ত নিবন্ধ সঠিক পথের অনুসন্ধানী ও নিরপেক্ষ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির জন্য দিশারী বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৮ রাক'আত তারাবীহর অকাট্য প্রমাণঃ

(١) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِاللَّيْلِ) فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عن حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا-

(১) আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) একদা মা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রামাযানের রাতের[১০] ছালাত কেমন ছিল জিজ্ঞেস করেন। মা আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে অন্য মাসে রাতের ছালাত এগার (১১) রাক'আতের বেশী আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে

১০. *ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৩, এ হাদীছে 'রাত' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।*

(২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি (আবু সালামাহ) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত (বিতর) পড়েন।

বর্ণিত হাদীছটি ১১-এর অধিক হাদীছগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১১] এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনার প্রশ্নই উঠে না। কারণ ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) كتاب صلاة التراويح 'তারাবীহ্র ছালাত'[১২] অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তিনি আরো দু'টি অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। ইমাম মুসলিম একই অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সনদে দু'টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাসে হোক আর অন্য মাসে হোক রাসূল (ছাঃ) রাত্রির ছালাত ১১ রাক'আতই পড়তেন এর বেশী নয়। যার আট রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ আর তিন রাক'আত বিতর। আরো প্রমাণিত হ'ল যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত, ভিন্ন কোন ছালাত নয়। তাই ইমাম বুখারী হাদীছটি 'তাহাজ্জুদ' ছালাতের অধ্যায়েও নিয়েছেন। আর উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রির ছালাত অর্থাৎ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের রাক'আত সংখ্যার ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা পৃথিবীতে আর নেই।

আরো উল্লেখ করা যায় যে, হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে মা আয়েশা (রাঃ)-এর মাধ্যমে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্যান্যদের চেয়ে মা আয়েশা (রাঃ)-ই যে সবচেয়ে বেশী জানবেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমনটি আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) উক্ত হাদীছের আলোচনায় বলেন'[১৩] كونها أعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) كتاب صلاة التراويح অধ্যায় রচনা করে ১১ রাক'আতের হাদীছটি বর্ণনা করায় তার কাছে যেমন স্পষ্ট হয়েছে তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা ৮, তেমনি বিশ্ববাসীকেও জানিয়েছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আদায়কৃত তারাবীহর ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ছিল ৮। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীদের জন্য এই একটি হাদীছই যথেষ্ট।

(٢) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرَ... رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما-

(২) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদের সাথে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেন এবং বিতর পড়েন...।[১৪] হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১৫]

আল্লামা যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) তার 'মীযানুল ই'তেদাল' গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, اسناده وسط 'হাদীছটির সনদ মধ্যম স্তরের' অর্থাৎ হাসান।[১৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, الذهبى من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال 'যাহাবী (রহঃ) রাবীদের জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করণের ক্ষেত্রে সম্পূরক অনুসন্ধানীগণের অন্যতম'।[১৭] এজন্য শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩হিঃ) বলেন, 'অতএব আল্লামা যাহাবী কোন

১১. *ছহীহ বুখারী হা/২০১৩, ১১৪৭ ও ৩৫৬৯, ১/২৬৯, ১২৬ ও ৫০৩-৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭২০ ও ১৭২৩, ১/২৫৯ পৃঃ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪১; ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪০; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৯৬; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৬৬; মুওয়াত্ত্বা মালেক (বৈরুত ছাপা), ১/১২০ পৃঃ; আহমাদ ৬/৩৬-৩৭ ও ১০৪ পৃঃ; বায়হাক্বী; সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৪, ২/৬৯৮ পৃঃ; ছহীহ আবু আওয়ানাহ ২/৩২৭ পৃঃ; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ২/৬০৯ পৃঃ; ঐ, আল-মুজতবা ২/৭২১ পৃঃ প্রমুখ।*

১২. *তিনি উক্ত শিরোনাম রচনা করলেও ভারত উপমহাদেশের ছাপা বুখারী শরীফ থেকে উক্ত শিরোনাম উৎখাত করা হয়েছে। কারণ একটিই, উপমহাদেশের ছহীহ বুখারীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-ছাত্র যদি দেখেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) 'তারাবীহ্র ছালাত' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে সেখানে ৮ রাক'আত তারাবীহ্র হাদীছকে স্থান দিয়েছেন, তাহ'লে তাদের মনে চিরতরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আত; এর অধিক ২০ বা ততোধিক নয়। কিন্তু তারা কি এটা মনে করেছে যে, বুখারী শরীফ শুধু উপহাদেশেই ছাপানো হয়? সিরিয়া, মিসর, কুয়েত, সঊদী আরবসহ অন্যান্য দেশে যত বার ছাপানো হয়েছে সেখানেই উক্ত শিরোনাম বহাল রয়েছে, তা পুরাতন হোক আর নতুন হোক। আফসোস! হক্ব গোপন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আর কত দিন চলবে!*

১৩. *হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুলবারী শরহে ছহীহুল বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল আল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৯ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), ৪/৩১৯ পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*

১৪. *ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/৩৪১ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান ইহসান সহ হা/২৪০৭, ৬/১৬৯-৭০ পৃঃ; তাবরানী, আল-মু'জামুছ ছাগীর, পৃঃ ১০৮; ক্বিয়ামুল লাইল হা/১১৪, পৃঃ ৯০; হায়ছুমী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭৫ পৃঃ; মুসনাদে আবু ইয়ালা প্রভৃতি।*

১৫. *শায়খ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে আবুদাউদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ৪/১৭৫ পৃঃ; হা/১৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ; ক্বিয়ামুল লাইল হা/১১৪, পৃঃ ৯০।*

১৬. *আল্লামা হাফেয যাহাবী, মীযানুল ই'তেদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ৩/৩১১-১২ পৃঃ।*

১৭. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, শারহু নুখবাতুল ফিকার (সিলেটঃ মুহাম্মাদী কুতুব খানা, ১৯৯৮ খৃঃ), পৃঃ ১৬২।*

হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করলে সে সম্পর্কে অন্য কে কি বলেছে সেদিকে ঘুরে তাকানোর প্রশ্নই উঠে না'।[১৮]

আল্লামা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, سنده حسن 'হাদীছটির সনদ হাসান'।[১৯] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উক্ত হাদীছটি স্বীয় ফাৎহুলবারীতে দলীল হিসাবে উদ্ধৃত করে ছহীহ বা হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[২০]

(٣) عن جابربن عبد الله قَالَ جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّى اللَّيْلَةَ شَيْئٌ فِيْ رَمَضَانَ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟ قَالَ نِسْوَةٌ فِيْ دَارِيْ قُلْنَ- إِنَّا لاَ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّيْ بِصَلاَتِكَ؟ قَالَ فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَ أَوْتَرْتُ فَكَانَتْ سُنَّةُ الرِّضَى فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا-

(৩) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! রামাযানের রাত্রিতে আমার পক্ষ থেকে একটি ঘটনা ঘটেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে উবাই সেটা কি? তখন উবাই ইবনে কা'ব বললেন, মহিলারা আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা কুরআন তেলাওয়াত করতে জানি না, তাই আপনার ছালাতের সাথে আমরা ছালাত আদায় করতে চাই। অতঃপর আমি তাদের সাথে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেছি এবং বিতর পড়েছি। এতে রাসূল (ছাঃ) কোন মন্তব্য করলেন না। তাই এটা মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাত।[২১]

হাদীছটি সম্পর্কে মুহাদ্দিছ হায়ছুমী (রহঃ) বলেন, إسناده حسن 'হাদীছটির সনদ হাসান'।[২২] শায়খ আলবানী বলেন, سنده يحتمل للتحسين عندى 'আমার নিকট হাদীছটির সনদ হাসান হওয়ারই প্রমাণ বহন করে'।[২৩]

সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে আমাদের নিকটে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, তারাবীহর ছালাত আট (৮) রাক'আত; এর বেশী নয়। যেমন শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী উক্ত দলীল সমূহ পেশ করার পর বলেন, تبين لنا مما سبق أن عدد ركعات قيام الليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 'যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তাতে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাত্রির ছালাতের রাক'আত সংখ্যা হ'ল ১১। যা রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম থেকে ছহীহ দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে'।[২৪]

সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর এ সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। কারণ রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে সে সম্পর্কে কোন মুসলমান পুরুষ বা নারীর কিছুই করার থাকে না। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের উপর মাতব্বরী করে তাহ'লে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে' *(আহযাব ৩৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

'তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করবে; অতঃপর তোমার দেয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়' *(নিসা ৬৫)*। এছাড়া আরো নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ-

---

১৮. আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বিশরহে জামেউত তিরমিযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), ৩/৪৪২ পৃঃ, হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

১৯. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ১৮।

২০. ফাৎহুলবারী ৩/১৬ পৃঃ, হা/১১২৯-এর আলোচনা দ্রঃ।

২১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৭৪ পৃঃ; ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৯০; তাবরানী, আওসাত্ব; আবু ইয়ালা; আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ, আল-মুসনাদ ৫/১১৫ পৃঃ।

২২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৭৪ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২ পৃঃ।

২৩. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৮।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

'তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতভেদ হ'লে সেটাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে থাক' *(নিসা ৫৯)*।

ছাহাবীদের যুগে তারাবীহ্র ছালাতঃ

মুসলিম সমাজে প্রচার করা হয় যে, ওমর ও আলী (রাঃ) উভয়েই বিশ (২০) রাক'আত তারাবীহ চালু করেছিলেন। ডাহা মিথ্যা কথা। এ সমস্ত মর্যাদাশীল জান্নাতী ছাহাবীগণের প্রতি এগুলি অপবাদ মাত্র। কারণ তাঁরা কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন রকমের ত্রুটি বা কম-বেশী করেননি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল-

বলিষ্ঠ দলীলের আলোকে ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত তারাবীহ্র ছালাত ৮ রাক'আতঃ

(٤) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَ تَمِيْمًا الدَّارِىَّ أَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً...

(৪) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন'।

উপরোক্ত হাদীছটি সাতের অধিক হাদীছ গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার সবগুলিই ছহীহ।[২৫] আল্লামা নায়মূবী হানাফী (রহঃ) তাঁর 'আছারুস সুনান' গ্রন্থে হাদীছটির সনদ সম্পর্কে বলেন, إسناده صحيح 'এ হাদীছের সনদ ছহীহ'।[২৬] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, هذا إسناد صحيح جدًا فإن السائب بن يزيد صحابى حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو صغير- 'এ হাদীছের সনদ অতীব বিশুদ্ধ। কারণ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ একজন (সুযোগ্য) ছাহাবী, তিনি অল্প বয়সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছেন'।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

قلت وهذا سند صحيح جدًا فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقًا واحتج به الشيخان 'আমি বলছি, এ হাদীছের সূত্র অত্যন্ত ছহীহ। কেননা এর রাবী মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উস্তাদ। সকলের ঐক্যমতে তিনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী রাবী। তাছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর থেকে দলীল (হাদীছ) গ্রহণ করেছেন'।[২৮]

শায়খ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২৭-) তাঁর মিশকাতুল মাছাবীহ-এর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে উক্ত হাদীছের ভাষ্যে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, هذا نص فى أن الذى جمع عليه الناس عمر فى قيام رمضان وأمرهم بإقامته هو إحدى عشرة ركعة مع الوتر وإن الصحابة والتابعين على عهده كانو يصلون التراويح إحدى عشرة ركعة موافقا لما تقدم من حديث عائشة... وموافقا لما تقدم من حديث جابر-

'ওমর (রাঃ) রামাযানের রাত্রিতে ছালাতের জন্য লোকদেরকে যে একত্রিত করেছিলেন এবং তিনি যে তাদেরকে বিতর সহ ১১ রাক'আত করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এ হাদীছটি তার (জাজ্বল্য) প্রমাণ। এছাড়া সকল ছাহাবী ও তাবেঈগণও যে তাঁর যুগে তারাবীহ্র ছালাত ১১ রাক'আতই পড়তেন তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ এ হাদীছটি পূর্বে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর (১ম) হাদীছের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল এবং জাবির (রাঃ) বর্ণিত (২য়) হাদীছের সাথেও সামঞ্জস্যশীল'।[২৯]

(٥) عن محمد بن يوسف أَنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَىٍّ وَ تَمِيْمٍ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً-

(৫) মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (রাঃ) বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) তাকে এ মর্মে জানিয়েছেন যে, ওমর (রাঃ) উবাই ও তামীম আদ-দারীর মাধ্যমে লোকদের একত্রিত করেন। অতঃপর তারা উভয়ে ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করান।[৩০]

---

২৫. *মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৬, ২/৬৯৮ পৃঃ; সাঈদ ইবনে মানছূর, আস-সুনান; কিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৯১; আবু বাকর আন-নীসাপূরী, আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৩৫ পৃঃ; বায়হাক্বী আল-মা'রেফাহ; ফিরইয়াবী ১/৭৬ পৃঃ ও ২/৭৫ পৃঃ; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫/১৪০৫), ১/৪০৭ পৃঃ, হা/১৩০২-এর টীকা সহ দ্রঃ; বঙ্গানুবাদ-মেশকাত, ৩য় খণ্ড, হা/১২২৮ 'রামাযানের রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।*

২৬. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২ পৃঃ।*

২৭. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশঃ ১৯৮৫/১৪০৫হিঃ), ২/১৯২-৯৩পৃঃ, হা/৪৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৬।*

২৮. *ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৪৫*

২৯. *শায়খ আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (বেনারসঃ ইদারাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ /১৩৯৪ হিঃ), ৪/৩২৯ পৃঃ, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ।*

৩০. *ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুতঃ ১৯৮৯/১৪০৯হিঃ), ২/২৮৪ পৃঃ, 'রামাযান মাসে ছালাত' অনুচ্ছেদ; আবদুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ (বৈরুতঃ ১৯৮৩/১৪০৩হিঃ), ৪/২৬০ পৃঃ, হা/৭৭২৭ 'রামাযান মাসে রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ।*

হাদীছটি সম্পর্কে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, إسناده صحيح 'হাদীছটির সনদ ছহীহ'।[৩১]

ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত এবং মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে ছহীহ বলে স্বীকৃত বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীছদ্বয়ের মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হ'ল যে, দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের ন্যায় ১১ বা ৮ রাক'আতের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এর বেশী নয়। এক্ষণে আমরা জানব, তাঁর যুগের ছাহাবীগণ কত রাক'আত তারাবীহ পড়তেন।

(٦) عن محمد بن يوسف قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ كُنَّا نَقُوْمُ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً...

(৬) মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (রাঃ) বলেন, আমি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'আমরা ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করতাম'।[৩২] হাদীছটির সনদ সম্পর্কে আলবানী ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হিঃ) বলেন, سنده غاية الصحة 'হাদীছটির সনদ ছহীহ্র পর্যায়ভুক্ত'।[৩৩]

(৭) উপরোক্ত হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনে নাছর তার 'ক্বিয়ামুল লাইল' গ্রন্থে অন্য সনদে নিয়ে এসেছেন। যেখানে كُنَّا نُصَلِّيْ 'আমরা ছালাত আদায় করতাম' রয়েছে।[৩৪] আল্লামা নায়মূবী হানাফী বলেন, هذا قريب مما رواه مالك عن محمد بن يوسف 'ইমাম মালেক মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ থেকে যা বর্ণনা করেছেন এ হাদীছটি তার অতীব নিকটবর্তী, অর্থাৎ ছহীহ'।[৩৫] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, هذا موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 'হাদীছটি রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রির ছালাতের ব্যাপারে বর্ণিত মা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ'।[৩৬]

৩১ *মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ।*
৩২. *সাঈদ ইবনে মানছূর, আস-সুনান, আওনুল মা'বূদ ৪/১৭৫, হা/১৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৩৩. *আল্লামা সুয়ূতী, আল-হাবী লিল ফাতাওয়া (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল আছরিয়াহ, ১৯৯৯/১৪২১ হিঃ), ১/৫৪২ পৃঃ 'আল-মাছাবীহ ফী ছালাতিত তারাবীহ' অনুচ্ছেদ; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩; ছালাতুত তাবাবীহ, পৃঃ ৪৭।*
৩৪. *ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৯১।*
৩৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৩পৃঃ, হা/৮০৩-এর আলোচনা।*
৩৬. *ফাৎহুলবারী ৪/৩১৭পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*

ইবনু ইসহাক্ব বলেন, و هذا أثبت ما سمعت في ذالك 'তারাবীহ্র ছালাত সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তার মধ্যে এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য'।[৩৭]

আমরা এতক্ষণ আট বা এগার রাক'আতের পক্ষে রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের যুগ পর্যন্ত যে হাদীছগুলি পেশ করলাম তার সবগুলিই ছহীহ। যা প্রত্যেকটি হাদীছের আলোচনায় রিজালশাস্ত্রবিদগণ এবং বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের বলিষ্ঠ উক্তির মাধ্যমে প্রমাণসহ উপস্থাপিত হয়েছে। শায়খ আলবানী (রহঃ) ১১ বা ৮ রাক'আত সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য ও আমল বিশ্লেষণ করার পর মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সার্বক্ষণিক পালনীয় রাসূল (ছাঃ)-এর অবিস্মরণীয় অছিয়তপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃতি সহ বলেন,

فهذا كله مما يمهد لنا السبيل لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم ... فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ-

'উপরোক্ত সমস্ত আলোচনায় আমাদের জন্য সঠিক পথ উন্মোচিত হয়েছে। তাই আমরা অবশ্যই বলব যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্যের আনুগত্য করণার্থে নির্দিষ্ট সংখ্যা (১১ রাক'আত)-কে আঁকড়ে ধরা এবং এর অতিরিক্ত সংখ্যা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য হ'লঃ '...নিশ্চয়ই আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অতিসত্তর অসংখ্য মতপার্থক্য অবলোকন করবে। সে সময় তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত এবং অভ্রান্ত পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা এবং দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরা। তবে (শরী'আতের মধ্যে) নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে তোমরা সাবধান থাকবে। কারণ প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্ট, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টই জাহান্নামী'।* আশা করি হাদীছটি শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ঐক্যের প্রতীক বিবেচিত হবে, হবে সঠিক পথের দিশারী। কারণ ছহীহ বর্ণনার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন আমল প্রমাণিত হ'লে এর বিপরীত যে আমলই সমাজে প্রচলিত থাক তা বাতিল বলে গণ্য

৩৭. *প্রাগুক্ত; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৭।*
* *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৫; আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ হা/১৫৭৯; সনদ হাসান, তাহক্বীক মিশকাত হা/১৪১ 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

হবে। চাই তা কোন ইমামের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হোক, চাই কোন মনীষী, আলেম, মুজতাহিদ, ফক্বীহর বক্তব্য কিংবা যঈফ ও জাল হাদীছ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক সর্বাবস্থায় তা বাতিল সাব্যস্ত হবে।[৩৮] এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষ মন নিয়ে ২০ রাক'আতের বর্ণনার অবস্থা আবলোকন করব।

মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ২০ রাক'আতের বর্ণনাঃ

বিশ (২০) রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলি বর্ণনা পাওয়া যায় তন্মধ্যে মাত্র একটি রাসূল (ছাঃ) থেকে পাওয়া যায়। যা রিজালশাস্ত্রবিদগণ ও মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে যঈফ এবং মওযূ অর্থাৎ জাল। আর ছাহাবীগণের মধ্যে মাত্র একজন ছাহাবী থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাও আবার প্রত্যেকটি পরস্পর বিরোধী। তাছাড়া কোনটা যঈফ কোনটা জাল। আর বাকী যা বর্ণিত হয়েছে সবই কিছু কিছু তাবেঈ থেকে, যার কোনটা মুনকার পর্যায়ের, কোনটা যঈফ আবার কোনটা জাল। নিম্নে যথাযথ প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা উত্থাপন করা হ'লঃ

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ الْوِتْرَ-

(১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বিতর পড়তেন।[৩৯]

হাদীছটির একটিই মাত্র সূত্র যা কয়েকটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৪০] এর সনদে 'আবী শায়বাহ ইবরাহীম ইবনে ওছমান' নামক রাবী রয়েছে, যে রিজালশাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিছগণের ঐক্যতে যঈফ। অনেকেই তাকে মিথ্যুকও বলেছেন। তাছাড়া এ হাদীছটি পূর্বে বর্ণিত সমস্ত ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। এজন্য হাদীছটি যঈফ এবং জাল। যেমন-

(ক) শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত যঈফ ও জাল হাদীছের সংকলন 'সিলসিলাহ আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ' গ্রন্থে হাদীছটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, إنه موضوع 'হাদীছটি জাল'।[৪১]

(খ) ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) তাঁর 'সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করে বলেন, تفرد به أبو شيبة وهو ضيف 'আবু শায়বাহ (ইবরাহীম বিন ওছমান) হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছে। সে যঈফ রাবী'।[৪২]

(গ) হানাফী মাযহাবের সর্বশেষ্ঠ কিতাব 'হেদায়া'র প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) হানাফী উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, ضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبى بكر بن أبى شيبة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح- 'সকলের (মুহাদ্দিছগণের) ঐক্যমতে যঈফ সাব্যস্ত রাবী আবু শায়বাহ ইবরাহীম ইবনে ওছমান উক্ত হাদীছে থাকায় হাদীছটি যঈফ। তা সত্ত্বেও ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[৪৩]

(ঘ) উক্ত হেদায়া কিতাবের হাদীছসমূহের যাচাইকারী প্রখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা যায়লাঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন,

وهو معلول بأبى شيبة إبراهيم ابن عثمان جد الإمام أبى بكر بن أبى شيبة وهو متفق على ضعفه ولينه ابن عدى فى الكامل ثم إنه مخالف للحديث الصحيح عن أبى سلمة عبد الرحمن أنه سأل عائشة...

'ইবরাহীম ইবনে ওছমানের কারণে হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ। সে সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ। ইবনু আদী তাঁর 'কামেল' গ্রন্থে এ হাদীছকে দুর্বল বলেছেন। এতদসত্ত্বেও আবু সালামাহ জিজ্ঞাসিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত (৮ রাক'আতের আলোচনায় পেশকৃত প্রথম হাদীছ) ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী'।[৪৪]

(ঙ) জগদ্বিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা যাহাবী (রহঃ) বলেন, من مناكير أبى شيبة 'আবু শায়বাহ ছহীহ রেওয়ায়াতের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে মুনকার

---

৩৮. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (ডকটরেট থিসিস) (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারীঃ ১৯৯৬), পৃঃ ১৪৩-৪৫। উল্লেখ, মাননীয় লেখক ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে তাবেঈ যুগ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বিশেষ করে উক্ত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়টি এজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পড়ে নেয়ার পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল।*

৩৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৮৬ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮ পৃঃ; তাবরানী, মু'জামুল কাবীর ৩/১৪৮ পৃঃ।*

৪০. *দেখুন! ইরওয়াউল গালীল ২/১৯১ পৃঃ, হা/৪৪৫-এর আলোচনা।*

৪১. *আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৮ হিঃ), হা/৫৫৯, ২/৩৫-৩৭ পৃঃ।*

৪২. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮ পৃঃ দ্রঃ।*

৪৩. *ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর শারহে হেদায়াহ (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়াহ, তাবি), ১/৪০৭ পৃঃ।*

৪৪. *আল্লামা হাফেয যায়লাঈ, নাছবুর রায়ইয়াহ (রিয়াযঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ/১৩৯৩ হিঃ), ২/১৫৩ পৃঃ।*

'রাবী'। সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য হ'ল, তিনি এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে আমাদের আলোচিত ২০ রাক'আতের হাদীছটি সেখানে উদ্ধৃত করেছেন।[৪৫] ফালিল্লাহিল হাম্দ। এর চেয়ে কি আরো স্পষ্ট কিছু হ'তে পারে!

(চ) ছহীহ বুখারীর বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ) হানাফী উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন,

جد أبى بكر ابن أبى شيبة كذبه شعبة وضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى وغيرهم-

'ইবনু আবী শায়বাহকে ইমাম শু'বাহ (রহঃ) মিথ্যুক বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ, ইবনে মুঈন, ইমাম বুখারী, নাসাঈ (রহঃ) সহ অন্যান্যরাও তাকে যঈফ বলেছেন'।[৪৬]

(ছ) আল্লামা মুযূযী (রহঃ) আবু শায়বাহ ইবরাহীম ইবনে ওছমানকে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী আখ্যায়িত করার পর তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২০ রাক'আতের হাদীছটিই পেশ করেছেন। অতঃপর বলেন, قد ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى وأبوحاتم الرازى وابن عدى وأبو داود والترمذى وقال فيه منكر الحديث-

'ইমাম আহমাদ, ইবনু মুঈন, বুখারী, নাসাঈ, আবু হাতিম রাযী, ইবনু আদী, আবুদাঊদ এবং তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটিকে যঈফ বরেছেন। ইমাম তিরমিযী কখনো তাকে মুনকারও বলেছেন'।[৪৭] ইমাম নাসাঈ অন্যত্র متروك الحديث 'হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী' বলেছেন।[৪৮]

(জ) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, إسناده ضعيف 'এই হাদীছের সনদ যঈফ'।[৪৯] অন্যত্র উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, متروك الحديث 'হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী'।[৫০]

(ঝ) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী বলেন, هذا الحديث ضعيف جداً لاتقوم به حجة 'আমি ঘোষণা করছি যে, হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ; এর দ্বারা কখনো দলীল সাব্যস্ত হবে না'।[৫১]

(ঞ) আহমাদ ইবনে হাজার আল-হায়ছুমী (রহঃ) বলেন, إنه شديد الضعف 'হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ'।[৫২]

সম্মানিত পাঠক! রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ্র হাদীছ সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিছ ও জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের বলিষ্ঠ উক্তি সমূহ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হ'ল, যাদের অধিকাংশই হানাফী আলেম। তবে যৎসামান্যই পেশ করা হ'ল। এরূপ উক্তি অনেক আছে যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[৫৩] তাতে নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি একটি মিথ্যা, জাল ও বানাওয়াট হাদীছ। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূল (ছাঃ) থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পৃথিবীতে নেই। যেমন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) ২০ রাক'আতের হাদীছকে দলীলের অযোগ্য ঘোষণা করার পর বলেন, فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 'সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, বিশ (২০) রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি'। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কোন দিনই ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। কারণ তিনি কোন আমল করলে নিয়মিত করতেন। সুতরাং لو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبداً 'তিনি যদি জীবনে একবারও ২০ রাক'আত পড়তেন তাহ'লে কখনো তা বর্জন করতেন না'।[৫৪]

অতএব রাসূল (ছাঃ) তারাবীহ্র ছালাত যে আট বা এগার রাক'আতই পড়েছেন এতে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকল না। মুসলিম উম্মাহ প্রফুল্লচিত্তে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাত গ্রহণ করলে তো!

২০ রাক'আতের পক্ষে মাত্র একজন ছাহাবীর মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বর্ণনাঃ

বিশ রাক'আতের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে মাত্র একটি সূত্রে বর্ণিত শুধুমাত্র একটি হাদীছ যেমন মিথ্যা, বানাওয়াট, জাল, যঈফ ও মুনকার প্রমাণিত হ'ল, তেমনি মাত্র একজন ছাহাবী থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় 'মুযত্বারাব', ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ মুখালেফ হওয়ায় 'মুনকার'। সর্বোপরি সনদগত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় কোনটা যঈফ, কোনটা জাল।

---

৪৫. মীযানুল ই'তেদাল ১/৪৭-৪৮ পৃঃ, রাবী নং ১৪৫।
৪৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুলক্বারী শারহু ছহীহিল বুখারী (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়াহ, ১৪০৬ হিঃ), ১১/১২৮ পৃঃ।
৪৭. আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ১/৫৩৮ পৃঃ 'আল-মাছাবীহ ফী ছালাতিত তারাবীহ' অংশ।
৪৮. মীযানুল ই'তেদাল, ১/৪৭ পৃঃ।
৪৯. ফাৎহুলবারী ৪/৩১৯ পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৫০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (সিরিয়াঃ দারুর রশীদ, ১৯৮৮/১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৯২, রাবী নং-২১৫।
৫১. আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৫৩৭ পৃঃ।
৫২. ইবনু হাজার আল-হায়ছুমী, আল-ফাতাওয়াউল কুবরা, ১/১৯৫ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ২০।
৫৩. মীযানুল ই'তেদাল ১/৪৭ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৯-২১।
৫৪. আল-হাবী লিল ফাৎওয়া, ১/৫৩৬-৩৭ পৃঃ দ্রঃ।

উল্লেখ্য, ছহীহ ও শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীছের বিপরীত বর্ণনাকে 'মুনকার' বলে[৫৫] এবং কোন বিষয়ে একই রাবী কর্তৃক বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীছ পরস্পর বিরোধী হ'লে তাকে 'মুযত্বারাব' বলে।[৫৬] নিম্নে আমাদের আলোচিত বিষয় থেকেই এর উদাহরণ উপলব্ধি করব।

(٢) عن السائب بن يزيد قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً...

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় রামাযান মাসে লোকেরা (রাত্রিতে) ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করত। এটি শুধুমাত্র বায়হাক্বীতে বর্ণিত হয়েছে।[৫৭] এটি তিনটি দোষে দুষ্ট।

প্রথমতঃ এ বর্ণনা জাল বা মিথ্যা। এর সনদে আবু আবদুল্লাহ ইবনে ফানজূবী আদ-দায়নূরী নামক রাবী আছে। যার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। রিজালশাস্ত্রে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এজন্য শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, لم أقف على ترجمته 'আমি তার জীবনী সম্পর্কে অবগত হ'তে পারিনি'।[৫৮] সুতরাং যার কোন পরিচয়ই নেই তার বর্ণনা কিভাবে গ্রহণীয় হ'তে পারে? মুহাদ্দিছগণের নিকটে এরূপ বর্ণনা জাল বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়তঃ এটি কখনও 'মুযত্বারাব' পর্যায়ের। এই বর্ণনায় বিশ রাক'আতের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় আবার ২১ রাক'আতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই শায়খ আলবানী বলেন, এটি 'মুযত্বারাব' পর্যায়ের হওয়ায় পরিত্যাজ্য।[৫৯]

তৃতীয়তঃ উক্ত ইয়াযীদ ইবনে খুছায়ফাহ একজন মুনকার রাবী। সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) এজন্য একে মুনকার বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী তা সমর্থন করে স্ব স্ব কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন।[৬০] তাছাড়া সে যে মুনকার রাবী তার প্রমাণ হ'ল, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে সে এখানে ২০ রাক'আতের কথা বর্ণনা করছে অথচ আমরা ৮ রাক'আতের আলোচনায় সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি হাদীছ (৪-৭) উল্লেখ করেছি, যার সবগুলিই ছহীহ। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এ বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত।

উল্লেখ্য যে, 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা আইনী বায়হাক্বীর উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত জাল বর্ণনার শেষে সংযোজন করেছেন وعلى عهد عثمان وعلى مثله 'এবং ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সময়েও এরূপভাবে (২০ রাক'আত) পড়া হ'ত'।[৬১] অথচ বায়হাক্বীর কোন গ্রন্থেই উক্ত বাড়তি ইবারতটুকু নেই। যেমন আল্লামা নায়মূবী হানাফী (রহঃ) তাঁর 'তা'লীকু আছারিস সুনান' গ্রন্থে বলেন, قول مدرج لايوجد فى تصانيف البيهقى '(আইনীর) উক্ত বক্তব্য নিজের পক্ষ থেকে সন্নিবেশিত; বায়হাক্বীর গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না'।[৬২] অতএব এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করা প্রতারণার শামিল।

(٣) عن السائب بن يزيد قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِىْ زَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَ الْوِتْرَ-

(৩) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় আমরা ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতাম এবং বিতর পড়তাম। বর্ণনাটি শুধুমাত্র ইমাম বায়হাক্বীর 'আল-মা'রেফাহ' নামক গ্রন্থে এসেছে।[৬৩]

পূর্বের আছারটির ন্যায় এটিও ত্রুটিপূর্ণ এবং মুনকার। এর সনদে দু'জন অপরিচিত রাবী আছে। আবু ওছমান আল-বাছরী যার আসল নাম আমর ইবনে আবদুল্লাহ। অপরজন আবু তাহের। আবু ওছমান আল-বাছরী সম্পর্কে আল্লামা নায়মূবী হানাফী বলেন, لم أقف على من ترجم له 'কেউ তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছে মর্মে আমি অবগত নই'।[৬৪] আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, لم أقف أنا أيضا على ترجمته مع التفحص الكثير। 'আমিও তার জীবনী সম্পর্কে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়েও উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি'। দ্বিতীয় রাবী 'আবু তাহের' সম্পর্কেও তিনি একই মন্তব্য করেন।[৬৫] তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক একই বর্ণনা যা ছহীহ সনদে এসেছে (৬নং) তার সরাসরি বিরোধী। যেখানে ৮

---

৫৫. আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, আল-বায়েছুল হাছীছ, মূলঃ হাফেয ইবনে কাছীর, ইখতেছারু উলূমিল হাদীছ (বৈরুতঃ ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৪৮।
৫৬. তাক্বিউদ্দীন ইবনুছ ছালাহ, মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৭৮/১৩৯৮ হিঃ), পৃঃ ৪৪-৪৫; আল-বায়েছুল হাছীছ পৃঃ ৫৭।
৫৭. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৭, ২/৬৯৮ পৃঃ।
৫৮. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৭ পৃঃ।
৫৯. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫০-৫১।
৬০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, তাহক্বীক ও তা'লীক্বঃ মুস্তাফা আবদুল ক্বাদের আতা (দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫ হিঃ), ১১/২৯৬ পৃঃ; মীযানুল ই'তেদাল ৪/৪৩০ পৃঃ।

৬১. উমদাতুল ক্বারী ৭/১৭৮ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়।
৬২. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ।
৬৩. প্রাগুক্ত, ৪/৩৩১ পৃঃ।
৬৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৬ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৩৩১ পৃঃ।
৬৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৬ পৃঃ।

রাক'আত তারাবীহ্‌র কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ বর্ণনা মুনকার।

(٤) عَنِ السائب بن يزيد أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَ عَلَى تَمِيْمِ الدَّارِىْ صَلَّى إِحْدَى وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(৪) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম আদ-দারীর দায়িত্বে লোকদেরকে একত্রিত করেছিলেন রামাযান মাসে একুশ (২১) রাক'আত ছালাত আদায় করানোর জন্য। এ শুধু মুছান্নাফ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬]

এ বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে মুনকার। আবদুর রাযযাক এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, فإنه قد انفرد بإخراج هذا الأثر بهذا اللفظ ولم يخرجه به أحد غيره 'আছারটি তিনি এই শব্দে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আর কেউই এরূপভাবে বর্ণনা করেননি'।[৬৭] এর কারণ হ'ল তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ণনাগুলি এলোমেলো হয়ে গেছে। যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, عمى فى اخر عمره فتغير। 'তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ফলে বর্ণনাগুলি মিশ্রিত হয়ে গেছে'।[৬৮] এছাড়া এর সম্পূর্ণ সনদ নেই, মাঝে রাবী বাদ পড়ে গেছে। সর্বোপরি হুবহু এই শব্দে ছহীহ সনদে বর্ণিত (৫নং) হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেখানে ১১ বা ৮ রাক'আতের কথা বলা হয়েছে।[৬৯]

(٥) عَنِ السائب بن يزيد قَالَ كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَ قَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ وَ كَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً-

(৫) সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় রামাযানের রাত্রের ছালাত থেকে সাহারী খাওয়ার সময় বাড়ীতে ফিরে আসতাম। আর সে সময় এ ছালাত ছিল ২৩ রাক'আত। শুধু মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।[৭০]

আছারটি যঈফ ও মুনকার। উক্ত আছারে আবু যুবাব নামে একজন মুনকার রাবী আছে। আবু হাতেম তাঁর 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে আবু যুবাব সম্পর্কে বলেন, يروى عنه الدراوردى أحاديثا منكرة ليس بالقوى 'দারাওয়ারদী তার থেকে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছে; তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল'।[৭১] ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ/৯৯৪-১০৬৩ খৃঃ) বলেন, ضعيف 'সে যঈফ রাবী'।[৭২] ইমাম মালেক (রহঃ) তার থেকে কোন হাদীছ গ্রহণ করেননি।[৭৩] এজন্য শায়খ আলবানী বলেন, هذا سند ضعيف 'এর সনদ যঈফ'।[৭৪] তাছাড়া পূর্বে আলোচিত (৪নং) ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এ বিষয়ে আলোচিত সকল ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।

জ্ঞাতব্যঃ এতক্ষণ আমরা একই ছাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি বর্ণনা উপস্থাপন করলাম। যার সবগুলিই এককভাবে বর্ণিত, কোনটিরই ভিন্ন সূত্র নেই। এগুলি প্রত্যেকটিই পরস্পর বিরোধী। যেমন- কোনটা কোনটা ২০/২১ আবার কোনটায় ২৩ রাক'আত বর্ণিত হয়েছে। যা মুহাদ্দিছগণের নিকট 'মুযত্বারাব' সাব্যস্ত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্জনযোগ্য।

অনুধাবনযোগ্য হ'ল, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে ৮ বা ১১ রাক'আতের আলোচনায় আমরা যে চারটি হাদীছ উল্লেখ করেছি তার সবগুলিতেই ১১ রাক'আতের কথা বলা হয়েছে। অথচ বর্ণনাগুলি একাধিক সূত্রে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। মূলতঃ হক্ব সর্বদায় এরূপভাবেই বাতিল থেকে পৃথক থাকে। শুধু প্রয়োজন সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ হৃদয়।

[চলবে]

৬৬. *মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক হা/৭৭৩০, ৪/২৬০ পৃঃ।*
৬৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৩ পৃঃ, হা/৮০৪-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৬৮. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাদিউস সারী মুকাদ্দামাহ ফাৎহুলবারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৯/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৫৮৮; তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩৫৪-এর টীকাসহ দ্রঃ।*
৬৯. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৮।*
৭০. *আল-মুছান্নাফ হা/৭৭৩৩, ৪/২৬১ পৃঃ।*

৭১. *তাহযীবুত তাহযীব ১/১৩৬ পৃঃ।*
৭২. *মীযানুল ই'তেদাল ১/৪৩৭ পৃঃ।*
৭৩. *তাহযীবুত তাহযীব ১/১৩৬ পৃঃ।*
৭৪. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫২।*

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউন্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(ইষ্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথ মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধূপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তিঃ মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১- ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২- ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাজি হয়তো বা আত্মাগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) -এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়।

আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে....! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপঃ ১- সূরায়ে দুখান -এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ -

অর্থঃ (৩) আমরা তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ، অর্থঃ 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এক্ষণে ঐ রাত্রিকে মধ্য শা'বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ'তে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তা সঙ্গত কারণেই অগ্রহণযোগ্য। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে'।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ - وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ -

অর্থঃ 'উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلاَئِقِ قبلَ أن

يَخْلُقَ السماوات والارضَ بخمسين ألفِ سنةٍ ..

অর্থঃ 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এবিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবেনা)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে এবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এসম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপঃ

১- হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

إذا كانت ليلةُ النصفِ من شعبانَ فقوموا ليلَها وصوموا نهارَها الخ

অর্থঃ 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রুযী প্রার্থী আমি তাকে রুযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্‌রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্‌র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২- মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্‌ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যাঁর সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩- ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন 'না'। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বল্লেন।'

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাতঃ

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) اللآلي। কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পূর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে

জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমনঃ এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর -এর ৪ ও ৫ নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে-

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ، سَلَامٌ ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ –

অর্থঃ 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; উষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরনের এক ফিরিশতা। তবে এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই'।

শা'বান মাসের করণীয়ঃ রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

عن عائشة قالت .. و ما رأيتُ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم استكملَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضانَ و ما رأيتُه فى شهرٍ أكثرَ منه صياماً فى شعبانَ، و فى رواية عنها: وكان يصومُ شعبانَ إلا قليلاً، متفق عليه –

অর্থঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয' -এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেরবাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

ব্যবসার এক বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে .....

রাজশাহীর কেন্দ্রবিন্দু রেলগেট, গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গাস্থ বাণিজ্যিক এলাকায় ৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক টাওয়ার

- অতিসত্ত্বর নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে।
- গ্রাউন্ড ফ্লোর (প্রথম তলা) ৫৬০ বর্গফুট দোকান ঘর।
- গ্রাউন্ড ফ্লোরেই ১১০০ বর্গফুট গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা।
- ১ম (২য়), ২য় (৩য়), ৩য় (৪র্থ), ৪র্থ (৫ম) তলা ১৬৬০ বর্গফুট।
- লিফট্ প্রয়োজন সাপেক্ষে।
- সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

আপনার পছন্দের ফ্লোর (জায়গা) টি পেতে হলে আজই যোগাযোগ করুন।

খান হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট

প্রোঃ ইসরাত আযম খান

গৌরহাঙ্গা, রেলগেট, গ্রেটার রোড, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ০৭২১-৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৯৩৭৫

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্কে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ-মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[৪]

৪. তিনি এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৬]

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরণ বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো, মাইকে ডাকাডাকি করা, বাঁশি বাজানো, ঘন্টা পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

(ঘ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[৯] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৬. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১০]

৭. ফিৎরাঃ (ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১১]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নেছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নববী (রহঃ) একথা বলেন।[১২]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৫. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৭. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০।
৮. নায়ল ২/১১৯। ৯. মিশকাত হা/১৩০২।
১০. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১২. ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।

৮. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৩] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৪]

৯. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৫]

(খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৬]

(গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১৭] ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্ইয়া আদায় করতে বলতেন।[১৮]

(ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদ্ইয়া দিবেন।[১৯]

১০. ছালাতুত তারাবীহঃ

ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[২০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দুই ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন।[২১]

(৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[২২]

---

১৩. আহমদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৪. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
১৫. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪। ১৬. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
১৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
১৮. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ। ১৯. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।
২০. বুখারী ১/১৫৪, পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
২১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
২২. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।

ভারতের পানি আগ্রাসন রুখতে হবে

মেজর (অব.) আছাদুজ্জামান

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে যে নতুন রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় হয়েছিল একসাগর রক্তের বিনিময়ে, আজ ভারত তাকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। প্রথমে বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক চাপ, তারপর অর্থনৈতিক চাপ, এরপর পানি নামের জীবনীসুধা নিংড়িয়ে নিঃশেষ করে আমাদের তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চায়। ভারতের বাণিজ্যিক আগ্রাসনে আমরা এমনি বিধ্বস্ত যে, এতে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এরপর ফারাক্কার প্রভাবে বছরে কয়েক হাযার কোটি টাকার ফসল, মৎস্য, বনজ ও শিল্পে ক্ষতি হচ্ছে। এরপর ব্যথার ওপর বিষফোঁড়ার মত ব্রহ্মপুত্রসহ অন্যান্য নদীর পানি প্রত্যাহারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের ৩৮টি নদীর সাথে ৩০টি খালের মাধ্যমে ৭৪টি জলাশয় নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণ করে ও প্রবাহ ঘুরিয়ে উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে পানি টেনে নিয়ে যাওয়ার মহাপরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। প্রথমে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট পরে প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালাম স্বাধীনতা দিবসে এই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। ভারত আমাদের পানির উৎস একেবারেই নিঃশেষ করতে চলেছে। এটা একটি ভয়ঙ্কর খেলা। ১৩ কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর সরাসরি আগ্রাসন। যে কোন উপায়ে এটাকে রুখতে হবে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা আন্তর্জাতিক নদী। যেমন ব্রহ্মপুত্র-চীন, ভুটান, ভারত হয়ে বাংলাদেশে পড়েছে, তেমনি গঙ্গা নেপাল, ভারত হয়ে বাংলাদেশে পড়েছে। সুতরাং উক্ত নদী দু'টি কোনভাবেই একক কোন রাষ্ট্র নিজস্ব বলে দাবী করতে পারে না। অথবা প্রবাহ ঘুরিয়ে শুধু একটি রাষ্ট্র তা ব্যবহার করতে পারে না। এটা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

পৃথিবীতে মোট ২১৪টি বড় বড় নদী আছে এবং অধিকাংশ নদী একাধিক রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং ঐসব আন্তর্জাতিক নদীর পানি কোন একটি দেশ ব্যবহারের জন্য নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে না এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে তা আন্তর্জাতিক সালিশীর মাধ্যমে সমাধান করা হয়ে থাকে। যেমন- কলোরোডা নদী যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব হয়েছিল; কিন্তু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। ইউফ্রেটিস নদী সিরিয়া ও ইরাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত, জর্ডান নদী ইসরাঈল ও জর্ডানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। লা-প্লাটা নদী আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের ভিতর দিয়ে, মেকং নদী ৬টি দেশের ভিতর দিয়ে যথাক্রমে লাওস, থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও বার্মার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু কোথাও কোন বিরোধ নেই। বিরোধ একমাত্র ভারত ও বাংলাদেশের ভিতর। কারণ ভারত কোন আইন বা ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে সবকিছুই

জবরদখল করে রাখতে চায়। সেই কারণে এই বিরোধ।

আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী নদীর ওপর তীরবর্তী সকল রাষ্ট্রের সমঅধিকার ও সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পানিসম্পদ বন্টন করা হয়ে থাকে এবং কোন রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করে একক কোন রাষ্ট্র ভোগ করতে পারবে না। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের গৃহীত নীতিমালায় সুস্পষ্ট বলা আছে, আন্তর্জাতিক নদীর পানি তীরবর্তী প্রত্যেক রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত ও সুসম বন্টনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। দানিয়ুব নদী বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। সেখানেও আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে বন্টন ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বের কোন দেশই ছোট হোক বড় হোক আন্তর্জাতিক মতামত অগ্রাহ্য করে ন্যায়-নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এমন নির্লজ্জভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে শুধু নিজের স্বার্থ হাছিল করার নযীর ভারতই দেখাতে পারে। ভারত তার ছোট ছোট প্রতিবেশীর জন্য কখনোই বন্ধুসুলভ আচরণ করেনি। সর্বদা নেকড়ে ও হরিণ সাবকের মধ্যকার সম্পর্কের মত। সুতরাং এমন একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক ও সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রের নিকট থেকে প্রতিনিয়ত বিপদের সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য ভারত শক্তের ভক্ত আর নরমের যম- এই নীতিতে বিশ্বাসী। ১৯৬২ সালে তিব্বত নিয়ে চীনের নিকট সামরিক পরাজয়ের পর আর তিব্বতের ওপর দাবী রাখে না।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার সিন্ধু নদী ও তার শাখা নদীসমূহ যেমন ঝিলাম, চেনার, সুতলাজ, রাবি ও বিয়াস ভারতের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। ১৯৪৭ সালের পর ভারত সরকার এসব নদী ও শাখাসমূহের পানি প্রবাহ পাকিস্তানের দিক থেকে নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৯ সালের দিকে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স-এর নিকট পরিষ্কারভাবে এর গুরুত্ব তুলে ধরে যে, এটা পাকিস্তানের অস্তিত্বের সাথে জড়িত সুতরাং কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। এও বুঝিয়ে দেয় যে, পাকিস্তানের আর্মির জওয়ানরা ও সাধারণ মানুষ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অনাহারে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে। সুতরাং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও বিশ্বব্যাংক অবশ্যই এর শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চাপে ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর পাক-প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভিতর একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয় যাতে পাকিস্তানের ভাগে ৮০ ভাগ সিন্ধির পানি আর ভারতের ভাগে অবশিষ্ট ২০ ভাগ পানি বর্তায়।

ভারত পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ যেলার রাজমহল ও ভগবানগোলার মাঝে ফারাক্কায় এক মরণবাঁধ নির্মাণ করা আরম্ভ করে ১৯৫৬ সালে যা রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১১ মাইল উজানে গঙ্গা নদীর ওপর এই বাঁধ ১৯৬৯ সালে শেষ করে এবং ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় চালু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০,০০০ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে ৪০,০০০ কিউসেক বা ততোধিক পানি প্রত্যাহার করা আরম্ভ করে। এ বাঁধের ফলে গঙ্গা অথবা বাংলাদেশে পদ্মা নদীর পানি হুগলী ও ভাগিরথীতে স্থানান্তর করা হয় বাংলাদেশকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে। দেশের ১১.৪৩ মিলিয়ন একর আবাদী জমি পদ্মা ও শাখা নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল। মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক এই পানির ওপর নির্ভরশীল। ৮টি যেলা শুষ্ক মৌসুমে মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে ওঠে। প্রায় আড়াই লাখ মৎস্যজীবী মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো. তারা আজ বেকার হয়ে পড়েছে।

নদীতে স্রোত না থাকায় সাগর থেকে লোনা পানি প্রবেশ করে দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ আবাদী জমি লবণাক্ততায় ভরে ওঠে ফলে কয়েক লাখ একর জমি উর্বরতা হারায়। সুন্দরবনও হুমকির মুখে, কারণ বহু গাছ শুধু মিঠা পানিতে বাঁচে সেগুলি মরে যাচ্ছে। পাকসী পেপার মিল, খুলনা হার্ডবোর্ড মিল, নিউজপ্রিন্ট মিল প্রভৃতি চালু রাখতে মিঠা পানির প্রয়োজন। কিন্তু বন্ধ রাখতে হচ্ছে শুকনো মৌসুমে।

১৯৯৬ সালে ২০ ডিসেম্বর বিগত সরকার ৩০ বছরের জন্য ভারতের সাথে এক পানিচুক্তি করে কিন্তু সেখানে কোন গ্যারান্টি ক্লজ না থাকায় সমস্ত চুক্তিটাই একটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। ভারত যেমন খুশি পানি প্রত্যাহার করছে আর বাংলাদেশে হাহাকার উঠছে। এ পর্যন্ত ১১৬টি বৈঠক হয়েছে দুই দেশের ভিতর, কিন্তু ফলাফল শূন্য ভারতের অমনীয় মনোভাবের দরুন।

ভারতেব এই মহাপরিকল্পনার কথা বেশ কয়েক মাস পূর্বে জানতে পারলেও এ পর্যন্ত সরকার তেমন কোন জোরালো প্রতিবাদ জানায়নি। শুধু পানিসম্পদ মন্ত্রী নাম-কা-ওয়াস্তে একটি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বিষয়টা ভারতের নিকট উত্থাপন করা হয়নি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও কোন কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায়নি। মামুলি ব্যাপার নিয়ে হরতাল, মিছিল, মিটিং করা হ'লেও এত বড় সংকট নিয়ে তাদের কোন উৎকণ্ঠা হয়নি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল সমন্বয় করে কর্মসূচী দেয়া একান্ত দারকার। এখন কোন বিরোধের সময় নয় সমস্ত জাতি একত্রিত হয়ে একযোগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। একবার ফারাক্কার ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাবের দরুন জাতি তার মাশুল টানছে। এখনই সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হ'লে জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। আজ বড় বেশী প্রয়োজন আজীবন সংগ্রামী, সৎ, নিষ্ঠাবান, নিঃস্বার্থ পরায়ণ নিরহংকার দূর্দিনে জাতির কাণ্ডারী হিসাবে বার বার আবির্ভূত হয়েছেন সেই সাহসী নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর। যাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ফারাক্কা মিছিল ভারত সরকার তথা সমগ্র বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ভাসানী বেঁচে থাকলে আজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেন। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর মত একজন সাহসী বলিষ্ঠ সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রয়োজন এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে উক্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার। বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেনসহ সমস্ত পশ্চিমা দুনিয়াকে এটা বুঝিয়ে দেয়া, ভারত আমাদের অস্থিত্ব বিনাশ করতে চায়। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক আদালতে বিষয়টি অনতিবিলম্বে উত্থাপন করা হোক যেন ভারত তার দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করতে পারে।

॥ সংকলিত ॥

পবিত্র কুরআনের অলৌকিক শৈল্পিক সঙ্গতি

*মুহাম্মাদ হামীদুল ইসলাম**

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম। মানব জাতির হেদায়াত, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মুক্তির সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কালজয়ী জীবন বিধান। কাব্যশৈল্পিক গুণগত দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, এ এক অসাধারণ, অলৌকিক, বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ। চমৎকার শব্দ প্রয়োগে, বাক্য গঠনে, সুরে-ছন্দে, পংক্তির অন্তমিলে, উপমা ব্যবহারে, শব্দ বিন্যাসে লালিত্যময় গতিশীলতায়, আধা পদ্য আধা গদ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে বিশ্বসাহিত্যে আল-কুরআন এক অতুলনীয় মহাসম্পদ।

এ মহাগ্রন্থের আর একটা অপূর্ব গুণ হ'ল মানুষের স্মৃতিপটে স্থায়ী রেখাপাত। গোটা বিশ্বে মানব রচিত অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের পুস্তক রয়েছে কিন্তু এমন কোন অমর গ্রন্থ নেই, যা মানুষের স্মৃতিপটে আদ্যোপান্ত গাঁথা আছে। পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ হাফেযের সিনায় সংরক্ষিত আছে। দুনিয়ার সমস্ত কুরআন জ্বালিয়ে ভস্ম করলেও কুরআন পাক ধ্বংস হবে না। কয়েকজন হাফেযে কুরআন কয়েক ঘন্টার ভিতরে সমস্ত কুরআনকে আবার ক্যাসেট বন্দী বা লিপিবদ্ধ করে ফেলবে ইনশাআল্লাহ। এ মহাগ্রন্থের ভাব ও ভাষা ছন্দের মধুময় ঝংকার মানুষের প্রাণের তারে তারে, মনের পরতে পরতে, অনুভূতির গভীরে, মর্মমূলের কন্দরে কন্দরে এক অপার পুলক শিহরণ জাগায়।

পৃথিবীর কোন কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কোন সঙ্গীত যতই উন্নতমানের হোক বা মর্মস্পর্শী হোক না কেন, তা একবার পাঠ করলে বা শুনলে দ্বিতীয়বার যেন আর পড়তে বা শুনতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কুরআনের ভাব ও ভাষায় এমন যাদুকরী প্রভাব আছে, যা একবার নয়, দু'বার নয় হাযারবার পাঠেও মন ভরে না। এ মহাগ্রন্থ পাঠে যেন কোন ক্লান্তি নেই, নেই কোন একঘেয়েমি। যতবার তেলাওয়াত করা যায় ততবার যেন নতুন শিহরণ জাগে মনের আনাচে-কানাচে। আরবী ভাষা সাহিত্যে আল-কুরআন এক কালজয়ী অমর গ্রন্থ। এ গ্রন্থের পূর্বে আরবী ভাষায় প্রকৃতপক্ষে কোন সাহিত্য ছিল না। যে কয়েকখানি কবিতা ছিল, তা কেবল শরাব, নারী ও তলোয়ারের প্রশংসাকে কেন্দ্র করে, যাকে প্রকৃত সাহিত্য বলা চলে না। পবিত্র কুরআন আবির্ভাবের পর থেকেই সত্যিকার অর্থে আরবী একটি শক্তিশালী সাহিত্যের ভাষা বলে গৃহীত হয় ও বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হয় এবং বহু জাতির সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কুরআনকে এবং তার ভাব বিশ্লেষণকারী মহানবী (ছাঃ)-এর হাদীছকে বাদ দিলে পৃথিবীর কোথাও আর আরবী ভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, গভঃ এম,এম, কলেজ, যশোর।

সার্থক শিল্পকর্মে থাকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল-কুরআন এক অনন্য শিল্পকর্ম। এ মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু বিপুল, অজস্র ও বৈচিত্র্যময়। এখানে রয়েছে আল্লাহ্র পরিচয়, তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, সৎকর্ম ও দুষ্কর্মের প্রতিফল, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, মহাবিশ্বের সৃষ্টি কৌশল, মানুষ, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, বিভিন্ন নবী-রাসূলগণে জিহাদী ও দাওয়াতী জীবনের বর্ণনা। এতে রয়েছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের এক ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে আরো আলোচিত হয়েছে ধর্মের সমস্ত মূলনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ ও শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী, সত্যদর্শন, সম্পদ আহরণ, সুষম বন্টন, লেন-দেন, নর-নারীর সম্পর্ক, মর্যাদা, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয়বস্তুই অপূর্ব ললিত ছন্দায়িত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। বিশ্ব সাহিত্যে তাই এ এক বিরল অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাগ্রন্থ।

পবিত্র কুরআন যে যুগে নাযিল হয় সে যুগ ছিল আরবের কাব্যচর্চা ও প্রতিযোগিতার যুগ। একজন শক্তিশালী কবি কা'বা শরীফের দেওয়ালে লিখে আসতেন তার কবিতা, আর তার চেয়ে শক্তিশালী কবি যদি কেউ থাকতেন তাহ'লে তিনি প্রথম কবির কবিতার ছত্র মুছে ফেলে নিজ কবিতার ছত্র সেখানে লিখে আসতেন। একদিন জনৈক ছাহাবী আল-কুরআনের 'কাওছার' নামক ছোট্ট সূরাটি লিখে আসলেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে গেল- এ সূরার অপূর্ব অর্থময় ও ছন্দময় কালামের স্থলে উন্নত মানের কোন কবিতা কেউ রচনা করতে পারল না। শুধু লিখে ছিল 'লায়সা হাযা কালামুল বাশার' অর্থাৎ এটা কোন মানুষের রচনা নয় *(আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মনছুরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন (লাহোরঃ ১৯৬২), ৩/২৯৮-৯৯ পৃঃ)*। আরব জাহানের সমস্ত কবি সাহিত্যিকরা আল-কুরআনের অলৌকিকত্বের ও কাব্যকলার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে পরাজিত হ'ল এবং তারা সবাই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিল এটা কোনক্রমেই মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৪শ' বছর অতিক্রান্ত হ'ল এখন পর্যন্ত এর ভাব ও ভাষার মহিমামণ্ডিত একটা ছত্রও কেউ রচনা করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে ও পারবে না ইনশাআল্লাহ। ক্বিয়ামত পর্যন্ত কুরআন পাকের দ্ব্যর্থহীন চ্যালেঞ্জ- কেউ কোনদিন এর সমকক্ষ একটি সূরাও রচনা করতে পারবে না *(বাক্বারাহ ২৩ ও ২৪)*।

মানব রচিত কোন গ্রন্থ যত সারগর্ভ, যত সুন্দর ও রহস্যময়ই হোক না কেন কয়েক দিন বা কয়েক মাস অধ্যয়ন ও গবেষণার পর সব রহস্য উদঘাটিত হয়ে তা চার্ম (Charm) হারিয়ে ফেলে এবং তার সীমাবদ্ধতা, ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিশাল সৃষ্টি রহস্য ও সৃষ্টিকর্তার অসীম অনুগ্রহ ও গুণাবলী সম্পর্কে

এমন বক্তব্য এমন শৈল্পিক ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হয়েছে, যা যুগ যুগ ধরে অধ্যয়ন ও গবেষণা করলেও তার সব রহস্যময় দিগন্ত উৎঘাটিত হবে না এবং তা কোনদিন চার্মও হারিয়ে ফেলবে না এবং তার কোন সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ভ্রান্তিও কোনদিন আবিষ্কৃত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'এ কিতাব নির্ভুল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এবং এ কিতাব আল্লাহভীরু সত্যসন্ধানীদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২)*। 'আপনি বলুন আমার রবের মহিমা ও গুণাবলীর বাণীসমূহ লিখবার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়ে যায় তবে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও আমার রবের বাণী সমূহের অর্থ লেখা শেষ হবে না' *(কাহাফ ১০৯)*।

মানব রচিত ও প্রচলিত কোন সাহিত্য বা শিল্পকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া, অপ্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান দেওয়া। মানুষকে শিল্প সাহিত্য দিয়ে আনন্দ দিতে গিয়ে আনন্দের স্বার্থে অনেক সময় শিল্পীরা সত্যকে কল্পনার রং-এ রঞ্জিত করেন। তাতে সত্য ও বাস্তব অনেক সময় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য হেদায়াত অর্থাৎ সঠিক পথ প্রদর্শন। তা পাঠে অনাবিল আনন্দ আছে, অপরূপ মিষ্টি মধুর সুললিত ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শৈল্পিক আনন্দ দিতে গিয়ে সত্যের অপলাপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি কখনো। সেখানে আছে শুধু সত্য, সত্য, আর খাঁটি সত্য। বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলা কুরআনের মহাসাগরে একাকার হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা 'আলাক্ব'-এর ১ম আয়াত থেকে ৫ম আয়াত পর্যন্ত এর একটা স্পষ্ট উদাহরণ। এ আয়াতগুলির ভিতরে আছে অধ্যয়ন ও গবেষণার আহ্বান, মানব সৃষ্টির নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহের বর্ণনা এবং সেই ভাবগুলি অপূর্ব ছন্দময় ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। সূরা এখলাছ ভাব ও ভাষার দিক থেকে অনন্য। এখানে আছে বিন্দুর ভিতরে সিন্ধুর গভীরতা। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে অসীম ও মহান সত্ত্বা আল্লাহ্‌র ছিফাত বা গুণাবলীর অসাধারণ সুন্দর শৈল্পিক বর্ণনা।

কুরআন এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ, যা অসাধারণ শৈল্পিক ভাষায় নিরেট সত্য উচ্চারণ করে, নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করে। আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে মহাবিশ্বে নিষ্প্রাণ বলে কিছুই নেই। ১৪ শত বছর আগে কুরআনের স্পষ্ট উচ্চারণ- وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ 'আকাশ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তার নিজ ভাষা অনযায়ী মহান আল্লাহ্‌র যিকির করে' ......। অতএব কোন কিছুই নিষ্প্রাণ নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে- পানি, যা সকল প্রাণীজগতের সৃষ্টির মূল। অথচ ১৪শ' বছর আগে কুরআনের অমোঘ ঘোষণা-

وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ

সমস্ত প্রাণীকে আল্লাহ পানি থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন' *(নূর ৪৫)*। আধুনিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছে মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির ভিতরে আছে সূর্যের মত তারা, যারা আলো হারিয়ে বিশাল অন্ধকার গহ্বরে পরিণত হয়েছে যা কোটি কোটি তারা মুহূর্তে গিলে ফেলতে পারে। আল্লাহ্ বলেন,

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ ، وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ -

'শপথ সেই পতন স্থানের যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যদি তোমরা জানতে এটা অবশ্যই এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ' *(ওয়াক্বিয়াহ ৭৫-৭৬)*। ১৪শ' বছর আগে এভাবে ব্লাক হোলের কথা উচ্চারণ করেছে আল-কুরআন। বিজ্ঞানীরা তখন স্বপ্নেও এমন কথা ভাবেনি। পবিত্র কুরআনে এ রকম অগণিত আয়াত রয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে মহাসত্য ও অভ্রান্ত। একজন উম্মি বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখনিঃসৃত ছন্দময় উচ্চারণ কিভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে এতো সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে পারে এটা সত্যিই একটা বিস্ময়ের বিস্ময়।

পবিত্র কুরআনের ভাব ও ভাষার লালিত্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্যের বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র এবং যে সমস্ত (Figares of Apeech and prosodic devices) ভাষার অলংকার ও ছন্দপ্রকরণ এ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তার মত মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান বিশ্বের বহুল প্রচারিত ইংরেজী সাহিত্যে, যা পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য ভাণ্ডার (যেমন গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান ও ফরাসী সাহিত্য) থেকে ধার করে ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আর কুরআনের অনুকরণীয় অতুলনীয় সৌন্দর্য মাধুর্য এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে উচ্চারিত যিনি কোন কিছু লিখতে জানতেন না, কোন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখও কোনদিন দেখেননি। অথচ সেই মহানবী (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখে উচ্চারিত বাণী আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম, শ্রেষ্ঠ মুক্তির সনদ হয়ে জগৎবাসীর জীবন আলোকিত করছে, ভবিষ্যতেও করবে।

তাই যুগ যুগ ধরে শুধু অপরিবর্তিত অবস্থাতেই নয় বরং সত্য দিকদর্শনের মহিমায় এ মহাগ্রন্থ মানবজাতির কল্যাণ ও শান্তির দিশারী হিসাবে কালজয়ী ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ-

নিশ্চয়ই আমরা যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই একে আমরা হেফাযত বা সংরক্ষণ করব' (হিজর ৯)।

সহায়ক গ্রন্থঃ *১. Ahmad Aidaaf, Al-Quran, The Ultimate Miracle (Durban, South Africa, 1979); কাজী জাহান মিয়া আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ-১ (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স); ৩. ডঃ রশীদ খলীফা মিশরী, অনুবাদঃ মাওলানা মুহীউদ্দীন মাসউদ এবং ৪. Scientific Indications in the Holy Quran, Edited by Dr. Shamsher Ali and Others. (Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh).*

পারভারসন বা বিকৃত গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা

*আবদুর রহমান**

শিরোনামে ব্যবহৃত 'পারভারসন' শব্দের অর্থ বিকৃতি। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বিকৃতি দেখা যায়। যাকে আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি পাগল, ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। অসংলগ্ন কথাবার্তা ও চলাফেরায় তা প্রকাশ পায়।

তবে যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে এটা যথাযথ স্বার্থক প্রয়োগ। পশ্চিমা বিশ্বে মহামারী আকারে যৌন বিকৃতি (Sexual Perversion) দেখা যাচ্ছে। যার ফলে এইড্‌স নামক দুরারোগ্য ব্যাধি তার মরণ থাবা বিস্তার করে এগিয়ে চলেছে। যৌন বিকৃতির লোকেরা যৌন সঙ্গমে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ বেছে নেয় এবং বাঁকা পথকে সুখকর বলে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে সেদিকেই এগিয়ে চলে। এরূপ বাঁকা পথে চলতে গিয়ে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় এবং নিঃশেষ হয়ে যায়। তিলে তিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। এইসব যৌন বিকৃতির লোকেরা সমকামিতার জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। যাকে ইংরেজীতে Sodormy বলা হয়। এইরূপ জঘন্যতম কাজ আমেরিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশী রেকর্ড স্থাপন করেছে। প্রাচীনকালে লূত (আঃ)-এর আমলে প্রচলিত পুংমৈথন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আ'রাফ, হূদ ও হিজরে (৫৯-৭৫) আলোকপাত করা হয়েছে।

লূত (আঃ) পুংমৈথুনে লিপ্ত সামূদ নামক স্থানের অধিবাসীদেরকে তা হ'তে নিবৃত্ত থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তো কামবশতঃ নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের নিকট গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। তাঁর সম্প্রদায় এছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব দেখ, গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে' *(আ'রাফ ৮১-৮৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'ল। তখন তাঁদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'লেন এবং তিনি বলতে লাগলেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন, হে আমার কওম! ঐ যে আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই! তারা বলল, তুমি তো জানই, তোমাদের কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। লূত (আঃ) বললেন, হায়। তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হ'তাম। মেহমানগণ বললেন, হে লূত! আমরা আপনাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো আপনার দিকে পৌঁছতে পারবে না। আপনি কিছুটা রাত থাকতেই নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যান। এমতাবস্থায় আপনাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীর উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়? অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম' *(হূদ ৭৭-৮২)*।

ব্যক্তিগত, কওমগত, সমাজগত বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার পর এক্ষণে আমরা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে ও তাদের মতবাদের ভিতরেও যে বিকৃত মনোভাব কাজ করে তার উদাহরণ পেশ করব।-

আমেরিকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে "The Government of the people, by the people and for the people". অর্থাৎ 'গণতন্ত্র হ'ল জনগণের দ্বারা, জনগণ কর্তৃক জনগণের সরকার'। আমেরিকার গণতন্ত্রে একটি অপ্রিয় কথা চালু আছে যে, "Voice of people is the voice of God". অর্থাৎ 'জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর'। অথচ আধুনিক বিশ্বের সেরা এবং গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে পরিচিত যে সব দেশ রয়েছে, সেসব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণই গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করছে না।

অতি সম্প্রতি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে পরিচিত বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী আমেরিকা ও বৃটেন বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ও নিন্দা উপেক্ষা করে এমনকি খোদ আমেরিকা ও বৃটেনের অধিবাসীদের প্রতিবাদ ও ধিক্কার উপেক্ষা করে 'জাতিসংঘ'কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিথ্যা অভিযোগ এনে দুর্বল, অসহায় ও নিরপরাধ ইরাকের উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম কলংকিত অধ্যায়টি রচনা করেছে। টন টন বোমা নিক্ষেপ করে পুরো ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ধ্বংস করা হয়েছে সকল ঐতিহাসিক স্থাপনা। ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। বুভুক্ষু মানবতার আর্তচিৎকারে আজ ইরাকের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠেছে। এটাই কি মানবাধিকার? এটাই কি গণতন্ত্র? না, বরং এটিই গণতন্ত্রের বিকৃতি।

* এম,এ, (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), সাধুরমোড়, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

আমেরিকান কংগ্রেসও এর জন্য দায়ী। তারাই সর্বপ্রথম ইরাক যুদ্ধের অনুমোদন দেয়। আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাডিসন প্রমুখ যে গণতন্ত্রের কথা বলে গেছেন, যা নিয়ে আমেরিকানরা গর্ব করে এবং নিজেদেরকে স্বাধীনতার ধ্বজাধারী বলে দাবী করে, সে গণতন্ত্র আজ বিকৃত গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। উড্রো উইলসন কংগ্রেসে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা কোন আগ্রাসন বা আধিপত্যে বিশ্বাসী নই। আমাদের নিজস্ব কোন চাওয়া-পাওয়ার স্বার্থ নেই। আমরা হ'তে চাই শুধুমাত্র মানবিক অধিকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম দেশ।'

"We have no selfish ends to serve we desive no conquest, no dominion we seek no indeminities for our selves. No material compensation for the sacrifices. We shall freely wake. We are but one of the champions of the rights of mankind".

কত বড় কথা বলে গেছেন তাদের নেতারা। তারা বলে গেছেন, আমরা গণতন্ত্রের জন্য জাগ্রত, বিনিদ্র প্রহরারত। আর সে দেশের প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ কি করলেন? ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সে যতই খারাপ হৌক তাকে অপসারণ করার ক্ষমতা ইরাকী জনগণের। সে দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট বুশকে কে দিয়েছে? তাই সে বাঁকা পথে বাগদাদ দখলের ভার নিয়েছিল। তার বিকৃত গণতন্ত্রের শ্লোগান ছিল- "Shock and Awe" 'আকস্মিক আঘাত কর আর ত্রাস সৃষ্টি করে এগিয়ে যাও'।

আমেরিকার গণতন্ত্র যে পুরাপুরি Perverted form তথা বিকৃত, তা আপনি বুঝতে পারবেন না। বরং আমেরিকাকে 'ল্যাণ্ড অফ হিপোক্র্যাসি' বা 'ভণ্ডামীর দেশ' বলাই শ্রেয়। তারা বাইরে যা বলে, প্রচার করে তার বিপরীত। আমেরিকা তার জনগণকে একটি গণ্ডির মধ্যে থাকার জন্য তা বেঁধে দিয়েছে। বাইরে যা বলে বা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ভিতরে অত্যন্ত কঠোর নিয়মনীতি। কোথায় বাক স্বাধীনতা (Freedom of speach)? কোথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of press and publication)?

সেখানে নিয়মনীতি মেনে না চললে কঠোর ব্যবস্থা। ভাতে মারা হ'তে জীবন মারা পর্যন্ত হ'তে পারে। আমেরিকাতে কথা বলার স্বাধীনতা আছে বলে যা প্রচার করা হয়, আসলে সেটা মিথ্যা। যে জিনিষটা আছে সেটা হ'ল নিয়ন্ত্রিতভাবে কথা বলা বা মত প্রকাশ করা। দেশটি চালিত হয় গুটি কতক লোক বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা, যার নাম হ'ল 'কর্পোরেট আমেরিকা'।

এই বিকৃত গণতন্ত্রকে সবল রাখার জন্য সেদেশে মিডিয়া নামক যে জিনিষটা আছে তা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছয়কে নয়, নয়কে ছয় করতে পারে। আগামীতে কে প্রেসিডেন্ট হবে? কাকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করা হবে? সবই ঐ 'কর্পোরেটে'র উপর নির্ভরশীল।

বিবিসি, সিএনএন, এ,বি,সি সংবাদ মিডিয়াগুলির নিরপেক্ষভাবে সংবাদ প্রচারের সাহস নেই। যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিই সে দেশে থাকুক না কেন তার পিছনে সূতা বাঁধা। একটা কথা এদিক সেদিক হ'লে পরদিন তার চাকরি নেই।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের মানুষ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল শান্তির জন্য। কোন রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ চায় না। না চাইলেই কি হবে? কোন শাসকের রক্তে যদি রণোন্মত্ত ফ্যাসিবাদের রক্ত থাকে, সে শাসক নিজ রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে পররাজ্য গ্রাসের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠে এবং বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত করে। বিনা উসকানিতে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। ঠিক যেমনটি বিকৃত গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টদ্বয় বুশ-ব্লেয়ার করল। বিশ্ব জনমত, জাতিসংঘ সব কিছুকে উপেক্ষা করে মিথ্যা অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে তা দখল করে নিল।

বুশ-ব্লেয়ারের গণতন্ত্র ও মুসোলিনী-হিটলারের ফ্যাসিবাদের মধ্যে কত সাদৃশ্য। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

ফ্যাসিবাদ যেখানে যেনতেন প্রকারে পররাজ্য আক্রমণ ও দখলের পক্ষপাতী। অন্যদিকে বুশ-ব্লেয়ারের বিকৃত গণতন্ত্রের শ্লোগানই ছিল "Shock and Awe." আমেরিকার মুখে এখন রক্তের স্বাদ। আফগানের পর ইরাক। এরপর হয়ত ইরান। এভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বিকৃত গণতন্ত্রের দিকে এবং তারা পৃথিবীকে আমেরিকার আদলে ঢেলে সাজাবে এবং সে দেশকে আমেরিকাকরণ করবে। ফ্যাসিবাদ যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হেনেছে, তেমনি আমেরিকাও আঘাত হেনেছে গণতন্ত্রের উপর।

জনমত, গণমতকে তোয়াক্কা না করে জাপান, ভিয়েতনামসহ পৃথিবীর বহু দেশের গণতন্ত্রকে হরণ করেছে। অনেক দেশে সে সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে গণতান্ত্রিক দেশের সরকার হটানোর জন্য অন্য পক্ষকে লেলিয়ে দিয়েছে এবং পরোক্ষভাবে ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদের নেতাদ্বয়ের মত আচরণ করেছে। যেন বলতে চায়- "War is to man what maternity is to woman" 'মাতৃত্ব যেমন মেয়েদের জন্য, পুরুষের জন্য তেমনি যুদ্ধ'।

ফ্যাসিবাদ তত্ত্বে মুসোলিনী হিটলার যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গাঁটছড়া বেঁধে গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে ইরাক যুদ্ধে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বুশ-ব্লেয়ার একাত্মা হয়ে বিশ্ববাসীকে একহাত দেখিয়ে দিয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতি বল প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিকামী মানুষকে দাসত্বের নিগূঢ়ে আবদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে জাতিই ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদী হিটলার-মুসোলিনী আজ কোথায়?

বুশ-ব্লেয়ারের বিকৃত গণতন্ত্র (Perverted form of democracy) যৌন বিকৃতির (Perversion of Sexuality) চেয়ে মারাত্মক জঘন্য। বিকৃত গণতন্ত্র এমন, যা গোটা বিশ্বে তার প্রভাব পড়ে এবং তা একটা দেশ, জাতি ও তার কৃষ্টি-কালচারকে ধ্বংস করে দেয়। অন্যদিকে যৌন বিকৃতি একটা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজের লোকদের

অধঃপতন হয়। সমাজকে কলুষিত করে। এই কারণে তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল গণতন্ত্রকে সবচেয়ে মন্দ সরকার (Democracy is the bad form of govt.) বলে অভিহিত করেছেন। আর যুক্তরাষ্ট্র হ'ল আমেরিকান সাম্রাজ্য, যেখানে সত্যের কোন মূল্য নেই'। 'বুকার' পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায় 'আউটলুক' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, 'ইরাকে আগ্রাসন চালানো হয়েছে এবং দেশটি দখল করা হয়েছে। কিন্তু কোন ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এগুলি খুঁজে পেতে হ'লে তা সেখানে রেখে আসতে হবে'।

তিনি বলেন, 'আধুনিক বিশ্বের দেবতা 'গণতন্ত্র' এখন সংকটের মুখে। গণতন্ত্রের নামে সব ধরনের অপরাধ করা হচ্ছে'। তিনি আরো বলেন, 'গণতন্ত্র হ'ল মুক্ত বিশ্বের বেশ্যা। ইচ্ছামত একে পোষাক পরানো হয় আবার উলঙ্গ করা হয়- যা সব ধরনের চাহিদা মেটায়। ইচ্ছামত যা ব্যবহার বা অপব্যবহার করা যায়'।

উপসংহারঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন মতবাদের কথা উল্লেখ আছে। তবে নির্দিষ্ট কোন একটা মতবাদ বাস্তব ক্ষেত্রে আধুনিক কোন রাষ্ট্রের কার্যকলাপে হুবহু আরোপিত হ'তে দেখা যায় না। সকল মতবাদ কি নিজ রাষ্ট্রের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ? গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র নিজ গণ্ডি ছাড়িয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি চেষ্টা চালায় না? এক ইসলামের ভিত্তিমূলে নিহিত রয়েছে মানবতামুখী আন্তর্জাতিকতা। ইসলাম চায় জাতি ও রাষ্ট্রের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত অন্যায়-অবিচারী মানবগোষ্ঠীকে এক আদর্শভিত্তিক আন্তর্জাতিক কল্যাণমুখী করতে। আল্লাহ সকল মতবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে সকলকে এক ইসলামী গণ্ডিতে আসার তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

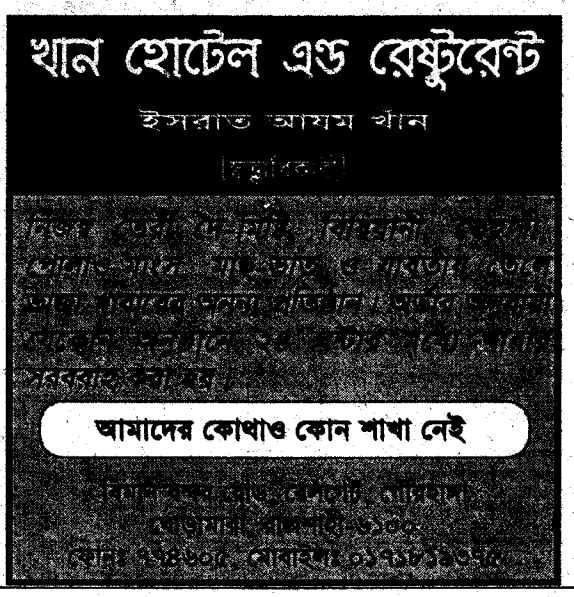

ভারতীয় জবরদখল ও 'শান্তিবাহিনী'র অশুভ তৎপরতা বৃদ্ধি

উমর ফারুক আল-হাদী

দেশের এক-দশমাংশ পার্বত্য অঞ্চল ক্রমাগত অশান্ত হয়ে উঠছে। ভারতীয় সীমান্ত সেনাদের জবরদখল, শান্তিবাহিনীর ভারী অস্ত্রধারীদের অশুভ তৎপরতা এবং শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসী গ্রুপগুলির তাণ্ডবে সমগ্র এলাকার নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি বলছে, আওয়ামী লীগ শাসনামলে সম্পাদিত তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির সুবাদে ভারতীয় সীমান্ত সেনারা শান্তিবাহিনীর যোগসাজশে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। শান্তিবাহিনীর ভয়ংকর সন্ত্রাসীরা ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের মজুদ ভাণ্ডার সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে পাহাড়ী জনপদের গহীন অরণ্যে তৎপর রয়েছে। শান্তিবাহিনীর তাণ্ডবে পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত ঘটছে।

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় দুই বছর সময় অতিবাহিত হ'লেও সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তার সাথে জড়িত পার্বত্য অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। বরং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া-এর বিএনপি সহ দেশপ্রেমিক সকল জনতার প্রাণের দাবী তথাকথিত শান্তি চুক্তি এখনও বাতিল করা হয়নি। আর এই সুবাদে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের এবং দেশী-বিদেশী চক্রান্তের বিস্তার ঘটছে এবং এদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রে পার্বত্য এলাকার নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ছে। প্রায় ১২ লাখ মানুষের বসবাসের আবাসভূমি বিশাল পার্বত্য এলাকায় বর্তমানে ভারতীয় সেনাদের জবরদখল চলছে। গত ক'বছর ধরেই ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য অঞ্চলে অবৈধভাবে নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা এবং শান্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র সরবরাহ করা অব্যাহত রেখেছে। নতুন স্থাপিত ক্যাম্পে বর্তমানে ভারতীয় প্রচুর সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ক্যাম্প, বাংকার স্থাপন করে ভারতীয় সেনাদের শক্তি বৃদ্ধি করার একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে শান্তি চুক্তির অজুহাতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা থেকে ৫০০ বিডিআর ও সেনা ক্যাম্পের মধ্যে ১শ'টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করার পর বর্তমান সরকার আমলে সেগুলি পুনরায় চালু করে সেনা মোতায়েন করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অন্যদিকে সেনা প্রত্যাহারের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের এইসব এলাকাগুলির স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সীমান্ত এলাকায় যে ২০টি হেলিকপ্টার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল সেগুলিও নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে

বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭শ' কিলোমিটার। তন্মধ্যে বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬৪ দশমিক ৮০ মিলোমিটার। অন্যদিকে, এই ৭শ' কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ১শ' ১ কিলোমিটার। বর্তমানে পার্বত্য এলাকার এই ৭শ' কিলোমিটার সীমান্তের প্রায় ৩৬৫ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকাই ভারতীয় সেনাদের দখলে। রাঙ্গামাটি যেলার আন্দারমানিক থেকে মদক পর্যন্ত প্রায় ১৩১ দশমিক ২৫ কিলোমিটার সীমান্ত, খাগড়াছড়ি যেলার নাড়াইছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি যেলার সাজেক পর্যন্ত প্রায় ১৩৩ কিলোমিটার এলাকাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিডিআর বা আনসার বাহিনীর কোন ক্যাম্প বা চেকপোস্ট নেই। ফলে শান্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনারা এই সীমান্তে অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ পেয়েছে। বান্দরবান যেলার লেমুছড়ি থেকে মদক পর্যন্ত প্রায় ১শ' ১ কিলোমিটার সীমান্তে কোন বাংলাদেশী সেনা ক্যাম্প নেই। ফলে দীর্ঘদিন থেকেই এসব সীমান্তের প্রায় ৩৬৫ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা অরক্ষিত অবস্থায় রয়ে গেছে। আর এ সুযোগেই এই বিশাল এলাকা জুড়ে ভারতীয় বিএসএফ নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে জবরদখল অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলের এই গভীর অরণ্যের এলাকাটিতে ভারতীয় সেনাদের অবাধ বিচরণ অব্যাহত থাকায় দেশের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি শান্তিবাহিনীর জঙ্গী সদস্যরা পাহাড়ের গহীন অরণ্যে তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ দেশের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিএসএফ সেনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সীমানা পিলার তুলে বাংলাদেশ সীমানার অভ্যন্তরে অস্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপন করার অভিযোগও পাওয়া গেছে। এছাড়া নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করার পরে সেখানে ভারতীয় সেনারা অবস্থান নিয়েছে। এমনকি পাহাড়ী টিলা, মূল্যবান বনজসম্পদ ও ফসলী জমি পর্যন্ত ভারতীয় দখলে নিয়েছে। এসব এলাকার বিশাল ভূখণ্ড বাংলাদেশ আদৌ উদ্ধার করতে পারবে কি-না তা নিয়েও জনমনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের সমস্যা সমাধানসহ বেদখলকৃত বাংলাদেশী ভূমি উদ্ধারের যে স্বপ্ন ছিল, তা সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অন্ধকারে নিমজ্জিত।

শান্তি চুক্তির শর্ত মোতাবেক আওয়ামী লীগ সরকার ১০০টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করেছে। সেই সাথে ৩টি ব্যাটালিয়ন দু'হাযার পাঁচশ' আনসার সদস্যকে প্রত্যাহার করে নেয়। একই সাথে সাবেক সরকার পার্বত্য এলাকায় ৬ সহস্রাধিক গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) অস্ত্রও জমা নেয়। ফলে এসব এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তখন থেকেই হুমকির মুখে রয়েছে। এদিকে, পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত পার্বত্য বাঙ্গালী সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী দেশ ও জাতির স্বার্থে ঐসব অঞ্চলের ক্যাম্পগুলিতে পুনরায় সেনা মোতায়েন করা এবং বাংলাদেশী জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কেন এবং কার স্বার্থে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। সেনাবাহিনী থাকলে কি সন্তু লারমা, জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং ইউনিডিএফ সদস্যদের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে? দেশের বিভিন্ন এলাকাতে হাযার হাযার সেনাবাহিনী সদস্যের মধ্যে সারাদেশের মানুষ যদি বসবাস করতে পারেন তবে সন্তু লারমারা কেন সেনাবাহিনীকে নিরাপদ মনে করে না? শান্তিবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তারা যদি এদেশের সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন এবং এমপি হয়ে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের সাথে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে কেন পাহাড়ী শান্তিবাহিনীর নেতা-কর্মীরা সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সহ্য করবেন না। বিষয়টি বর্তমান সরকারের বিবেচনায় নিয়ে যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এদিকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অবৈধ ভারী অস্ত্র-দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী গ্রুপগুলির কাছে বেচাকেনা করার সাথেও জড়িত রয়েছে। আমেরিকায় তৈরী এম-১৬ এর মত ভারী অস্ত্র, একে-৪৭, একে-৫৬, জি-থ্রী, জি-ফোরসহ বিভিন্ন নামের ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র শান্তিবাহিনীর মজুদ ভাণ্ডার জোরদার করে চলেছে। এসব ভারী অস্ত্র এখন সহজলভ্য ও সস্তায় কেনাবেচা হচ্ছে। এছাড়া শান্তিবাহিনী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে ভারতীয় সেনাবাহিনীদের। অথচ ভারতীয় সেনাবাহিনী ত্রিপুরা রাজ্যের গেরিলা সংগঠনের সদস্যদের খোঁজাখুঁজির অজুহাতে অবাধে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে চলাফেরা করছে। শুধু তাই নয় বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে বিএসএফ সদস্যরা নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে গোলাবারুদ মজুদ বৃদ্ধি করার সংবাদে পাহাড়ী অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্থায়ী বাংকার ও সড়ক নির্মাণও করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লংঘন করে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের ফেনীছড়া ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের ভূখণ্ডে দুদুকছড়া সীমান্ত সংলগ্ন কাউলিংছড়া এবং চেপেলিংছড়াতেও জবরদখল করে ২টি সেনা ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এসব স্থানে সড়ক নির্মাণ ও বাংকার নির্মাণও অব্যাহত রয়েছে বলে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। স্থানীয় সূত্র জানায়, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি যেলায় এবং মাটিরাঙ্গা, তাইন্দং ইউনিয়নের ১৮৩ নং অচালং সীমান্তে প্রায় ১৭শ' একর ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। এই বিশাল এলাকাতে ভারতীয় সেনারা প্রায় ১০টি সেনাক্যাম্পও স্থাপন করেছে। এ বিষয়ে বিডিআর ও বিএসএফ-এর উচ্চ পর্যায়ে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'লেও ভারতীয় পক্ষ এসব বিষয় মীমাংসা করতে আগ্রহী নয়। ফলে নতুন করে সীমান্ত বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে এই ১৭শ' একর ভূমিতে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এলাকাতে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভারতীয় সেনারা একতরফাভাবে নতুন ক্যাম্প স্থাপনের পাশাপাশি শক্তিশালী স্যাটেলাইট ক্যামেরা ও শক্তিশালী দূরবীনও স্থাপন করেছে বলে জানা যায়। *॥ সংকলিত ॥*

অর্থনীতির পাতা

দরিদ্রতাঃ প্রতিকারে ইসলাম

সুমন শামস

দারিদ্র্যময় একটি জীবন অভিশাপ স্বরূপ। বাংলাদেশ বা সারা বিশ্ব আজ হুমকির সম্মুখীন এই সংক্রামক দারিদ্র্যের অনভিপ্রেত ছোবলে। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য, এর রোধকল্পে জনমনে কোনই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই, নেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টাটুকুও। অথচ একমাত্র ইসলামী আইনের সফল প্রয়োগই পারে এই দারিদ্র্যের আগ্রাসন থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দিতে।

দারিদ্র্য কাকে বলে?

টাস্কফোর্স রিপোর্টের প্রথমেই দারিদ্র্যের পরিচিতি প্রদানে বলা হয়েছে, 'মানুষের সুস্থ-সক্রিয় জীবন যাপনের জন্য নির্দিষ্ট মৌলিক ক্ষমতার অভাব, আশ্রয় ও বস্ত্রসহ সসম্মানে জীবন যাপনের ক্ষমতার অভাবকে দারিদ্র্য বলে'।[১]

দারিদ্র্যের কারণঃ

দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হিসাবে আমরা একটি দেশের বা রাষ্ট্রের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকেই দোষারোপ করতে পারি। কেননা সুষ্ঠু অর্থনীতি পরিকল্পনাই পারে রাষ্ট্রের দারিদ্র্য নামক আবর্জনাকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতে। যার প্রতিচ্ছবি আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অর্থব্যবস্থায় দেখতে পাই। অর্থনীতিবিদগণও একটি সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থাকেই দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র উপায় হিসাবে মনে করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক L. Robins বলেন, "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends scarce means which have alternative uses."

অর্থাৎ 'অর্থনীতি হ'ল এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের দারিদ্র্য এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলীর আলোচনা করে'।[২]

দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী অর্থনীতির পদক্ষেপঃ

The systamatic way and the salvation of mans life also code of Islam. 'পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ ইসলামেই রয়েছে সর্বাঙ্গীন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান'। যাকে নেপথ্যে রেখেই কিংবদন্তির শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূচনা করেছিলেন অর্থনীতির এক নব অধ্যায়। যার সুশীতল আশ্রয়ে দরিদ্র জনতা খুঁজে পেয়েছিল তাদের পূর্ণ অধিকার; ঘুচেছিল আর্তমানবতার করুণ নিনাদের মর্মন্তুদ আহজারী। যাকাত বাধ্যতামূলক করণ, ফিৎরা আবশ্যকীয় করণ, সূদ প্রথার মূলোৎপাটন, ধন কুক্ষীগত নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ছিল যার মৌলিক প্রতিপাদ্য। এলাহী নীতির সফল প্রতিফলন আজও আমাদের উপহার দিতে পারে দারিদ্র্যমুক্ত একটি সুশীল সমাজ। যার আকাশে বাতাসে অনুরণিত হবে না অনাহারী পীড়িতের কান্নার ধ্বনি। সেই আশায় বুক বেঁধেই বর্ণনার ধারা প্রসারিত হ'ল।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতঃ

زكوة (যাকাত) শব্দটি আরবী। এটি زكى মূলধাতু হ'তে নিঃসৃত। আভিধানিক অর্থঃ পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া, প্রশংসা, প্রাচুর্যতা ইত্যাদি *(লিসানুল আরাব)*। যাকাতের পারিভাষিক পরিচয় প্রদানে 'নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে' বলা হয়েছে,

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِّنَ النِّصَابِ أَوْ نَحْوِهِ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِي مِنَ الصَّرْفِ-

যাকাত হচ্ছে- 'নিছাব কিংবা নিছাব পরিমাণ এমন কিছু দান করা যে বিষয়ে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই'।[৩]

ডঃ আহমাদ এ গালওয়াশ বলেন, The word zakat means purification. Whence it is also used to express a portion of the properly bestowed in alms.[৪]

আলোচ্য ধারাঃ

যাকাত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা জানলাম, সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট খাতসমূহে দান করার নাম যাকাত। এটি পুঁজিবাদের উপর ইসলামের এক প্রচণ্ড আঘাত। দারিদ্র্য বিমোচনে ও অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ণয়ে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে যাকাত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবে সাম্য ও সমতা রক্ষার একটি প্রয়াস। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, আমাদের দেশের বিত্তবানদের নিকট থেকে প্রতি বছর দু'হাযার কোটি টাকারও বেশী যাকাত আদায় করা যাবে। যদ্বারা পৌনে দু'কোটি মানুষের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থা উন্নত করা সম্ভব, সম্ভব রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ও শেয়ার বাজারের ক্রমঅবনতিকে শক্তিশালী করা।[৫] কিন্তু বেদনাদায়ক হ'লেও সত্য, বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আত চালু না থাকায়

১. আবু মুহাম্মদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি সম্ভব? (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৫), পৃঃ ৩৫।*
২. আবেদীন-বাকী-আখতার, *উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি (ঢাকাঃ কাজী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৯), পৃঃ ২।*
৩. আল্লামা শাওকানী, *নায়লুল আওত্বার (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ৪/১১৪ পৃঃ।*
৪. আ.ন.ম. মাসউদুর রহমান, *প্রবন্ধঃ যাকাতঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, মাসিক মদীনা (ঢাকাঃ ফেব্রুয়ারী ২০০০), পৃঃ ৩৩।*
৫. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।*

সরকারীভাবে বাধ্যতামূলক যাকাত আদায়ের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে বিত্তবানদের অনেকেই সুযোগ সন্ধানী হয়ে যাকাত প্রদান থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়। কিন্তু এর ফলাফল কখনো শুভ হ'তে পারে না। বরং পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার এ সম্পদকে বিষধর সাপে পরিণত করা হবে। তার উভয় চোখের উপরিভাগে কাল দাগ থাকবে। সে সাপটিকে তার গলায় হারের ন্যায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার উভয় চোয়ালকে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, 'যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ধন-সম্পদ পেয়ে কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এ কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। শীঘ্রই তা তাদের ক্বিয়ামতের দিন গলায় পরিয়ে দেয়া হবে' *(আলে ইমরান ১৮০)*।[৬]

অতএব বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় যাকাতকে বাধ্যতামূলক করলেই বিচার দিবসের ভয়াল এই আক্রমণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একে বাধ্যতামূলক করণের পরিবর্তে ১৯৮২ সালের ৭ জুন যাকাত তহবিল অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় যাকাত তহবিল গঠন করেন। সেই ফান্ডে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কেউ তার যাকাতের টাকা জমা দিতে পারে। বাধ্যবাধকতার লেশমাত্র নেই।[৭]

যাকাত ব্যবস্থার সফল ব্যবহার না থাকায় স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতাত্তর সময়েও বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হয়নি। টাস্কফোর্স রিপোর্টের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, গত আড়াই দশকে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের তেমন কোনই উন্নতি হয়নি। ১৯৮৮-৮৯ সালে মাথা গণনা অনুপাতে দারিদ্র্য ছিল শতকরা ৪৩ ভাগ, ১৯৬৩-৬৪ সালে এই হার ছিল ৪৪। স্বাধীনতার পর এই হার বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ এটি শতকরা প্রায় ৮০তে পৌঁছে। এরপর পরিস্থিতির উন্নতি হয় বলে দেখা যায় এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ তা স্বাধীনতার পূর্বস্তরে পৌঁছে। এরপর আবার পরিস্থিতির অবনতি হয়।[৮] অবনতির এই ধারা বহাল তবিয়তে আজও অব্যাহত রয়েছে। লক্ষ্য করলে দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে, আমাদের মত বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই চলছে দারিদ্র্যের উঠা-নামার এই সুনিপুণ খেলা; টানতে হচ্ছে অভাবী জীবনের ঘানি। সুতরাং বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থাকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হ'লে যাকাত ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে 'The daily Guardian' পত্রিকায় প্রকাশিত দু'জন অমুসলিম অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, "The Muslim system seems to us to have a great merit. The western world should study it and perhaps adopt it in whole or in part".[৯]

দারিদ্র্য দূরীকরণে ফিৎরাঃ

ফিৎরা শব্দটি 'ছাদাকাতুল ফিতর' (صدقة الفطر)-এর সমন্বয়ে গঠিত একটি রূপ। صَدَقَةٌ শব্দের অর্থ- দান করা, কৃপা করা। আর فِطْرٌ অর্থ- ইফতার করা, ভঙ্গ করা ইত্যাদি। তাহ'লে صدقة الفطر এর অর্থ হবে, রোযা থেকে বিরতি লাভের দান।

পরিভাষায় বলা হয়, ধনী-গরীব সকল মুসলমান রামাযানের সমাপ্তিতে ঈদের ছালাতের পূর্বে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দান করে থাকে তাকেই 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর' বলে।

আলোচ্য ধারাঃ

'ছাদাক্বাতুল ফিতর' ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দারিদ্র্য বিমোচনের আরও একটি প্রয়াস। দরিদ্র, বঞ্চিত, অসহায় মুসলমানদেরও ঈদের আনন্দ ভাগাভাগী করে বছরে অন্তত একটি দিন কোর্মা-পোলাও মুখে তুলে আহত প্রাণের চিৎকার থামাতে ইসলাম সম্পদশালীদের উপর ফিৎরা ফরয করেছে। হাদীছ এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ

৬. *বুখারী, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৭. *মাওলানা মোঃ আলাউদ্দিন, দাখিল ভূগোল ও অর্থনীতি (ঢাকাঃ মাদানী পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৮), পৃঃ ১৫৭।*
৮. *বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভবঃ পৃঃ ৩৫।*
৯. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৬), পৃঃ ১৭।*

شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيْرِ وَ الْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ-

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর এক ছা 'পরিমাণ ফিতরা আদায় করা ফরয করেছেন। যা লোকদের ছালাতে (ঈদাহে) বের হওয়ার আগেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১০]

ফিৎরা একটি কদাচিৎ অর্থনৈতিক হস্তান্তর বটে। তথাপি এর ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্যতা সামান্য হ'লেও লাঘব হয়; দরিদ্র সজল চোখে খুশির নদী বাঁধভাঙ্গা ঢেউয়ে উপচে পড়ে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইসলামের চিরশাশ্বত কল্যাণকর এই অর্থব্যবস্থা ধূলামলিন করার হীন মানসে তারা বদ্ধপরিকর। ইসলামী আইনের বিপরীতে তারা প্রণয়ন করেছে কিছু ব্যর্থ নীতিমালা এবং নীতিমালার অক্ষর বিন্যস্ত পাণ্ডুলিপি; যার শেষ পরিণাম কেবলই ব্যর্থতার কৌনিক কোপানল। এরূপ একটি মনগড়া নীতির দৃষ্টান্ত হ'ল- ১৯৫১ সালে 'সমষ্টি কল্যাণ' কেন্দ্রগুলির পর্যালোচনার জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ একটি প্রস্তাব পাশ করে, যা পরে 'সমষ্টি সংগঠন' ও 'সমষ্টি উন্নয়ন' রূপে আখ্যায়িত হয়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের 'ব্যুরো অব সোস্যাল এ্যাফেয়ার'-এ 'সমষ্টি উন্নয়ন' নামে একটি দল গঠন করা হয়। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘ 'সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি' [Social progress through Community Development] নামে উন্নয়ন নীতি সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।[১১] কিন্তু কোথায় সেই উন্নয়নের বর্ণচ্ছটা, দারিদ্র্য বিমোচনের ঘনঘটা? এখনো তো রাস্তার পাশে, ফুটপাতে, ঐ বস্তিগুলির অনাহারী দরিদ্র শিশুরা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে; কুকুর-বিড়ালের মত নর্দোমায় ছুঁড়ে ফেলা পঁচা-বাসি খাবার অমৃত কদরে মুখে তুলে নেয়; আর অবশেষে! অনাদর অবহেলায় একে একে চলে যায় দিন-রাতের সীমানা ডিঙ্গিয়ে অনন্তর অন্তিম পথে। সুতরাং একমাত্র ইসলামী নীতিমালাই পারে এই ট্র্যাজেডী রুখতে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা অনাহারী মুখগুলিতে দু'মুঠো আহার তুলে দিতে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ গুরুকার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সমষ্টি তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে এর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। অর্থাৎ ফিৎরা প্রদানকে প্রশাসনিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এর অনাদায়ে কার্যকরী আইন প্রয়োগ এবং তা বাস্তবায়ণ করতে হবে। তবেই দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠন সম্ভব।

দারিদ্র্য উৎখাতে সূদ প্রথার মূলোৎপাটনঃ

সূদ (سود) ফারসী শব্দ। আরবীতে বলা হয় (رِبًا) 'রিবা'। আর ইংরেজীতে বলা হয় Interest, Usury. আভিধানিক অর্থ- বৃদ্ধি, বাড়তি। আবার যারা সূদ গ্রহণ করে তাদেরকে ফারসীতে বলা হয় (سود خوار) 'সূদখোর'।

'উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি' গ্রন্থ প্রণেতা আনিসুর রহমান সূদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, সূদ হ'ল ঋণ ব্যবহারের দাম। ঋণদাতার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে ঋণের পারিতোষিক হিসাবে ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতাকে ঋণের আসল ছাড়াও যে অতিরিক্ত টাকা প্রদান করে তাকে সূদ বলে'।[১২]

লর্ড কেইন্‌স বলেছেন, "Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period of time". 'কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাতছাড়া করার পারিতোষিক (বখশীশ) হ'ল সূদ'।[১৩]

আলোচ্য ধারাঃ

দারিদ্র্য সৃষ্টিতে সূদ একটি মোক্ষম হাতিয়ার। এর আগুনপ্রবাহী নিঃশ্বাসে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হ'তে পারে সুখী-সমৃদ্ধ একটি পরিবার, একটি সমাজ, একটি দেশ, একটি রাষ্ট্র। দার্শনিক এ্যারিষ্টটল এর বিরোধিতা করেছেন, হিন্দুশাস্ত্রও তাকে স্থান দেয়নি। আর ইসলাম তো একে সরাসরি হারাম ঘোষণা করে এর গ্রহীতাকে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ، فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২৭৮-৭৯)*।

---

১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫ 'ছাদাক্বাতুল ফিত্‌র' অনুচ্ছেদ।*

১১. *মোহাম্মদ সাদেক, বাংলাদেশের সমষ্টি উন্নয়ন ও পল্লী-পুনর্গঠন (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭৬), পৃঃ ৪।*

১২. *আনিসুর রহমান, উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি ২য় পত্র (ঢাকাঃ প্রগতি ট্রেডার্স, প্রথম প্রকাশঃ ২০০০), পৃঃ ৫০।*

১৩. *মাসুম আলী- নূরুল ইসলাম, উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৮), পৃঃ ৫৬।*

হাদীছের বাণী, لَعَنَ اَكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَه وَ شَاهِدَيْه وَ كَاتِبَيْه– 'নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ) সূদখোর, সূদ গ্রহণকারী, সূদ লেন-দেনের সাক্ষী এবং সূদ চুক্তি লেখকের উপর অভিশাপ দিয়েছেন' *(মুসলিম)*।[১৪]

সূদকে বাজুবন্ধ করেই কুসীদজীবীরা লুফে নিচ্ছে দরিদ্র্যের সর্বস্ব। যার কুপ্রভাব পৃথিবীর প্রায় সব স্থানেই লক্ষণীয়। বাংলাদেশেও এর প্রভাব সর্বত্র বিদ্যমান। বিভিন্ন বিদেশী এনজিও যেমন- ব্র্যাক, কারিতাস, আশা ইত্যাদি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অনুপ্রবেশ করে ঋণদানের মহৎ উদ্দেশ্যকে প্ল্যাকার্ড বানিয়ে সূদের আঘাতে বাংলাদেশকে পঙ্গু করে দেয়ার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা চালাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এনজিওগুলির প্রদত্ত মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২৩৮/=। এই ঋণ সবটাই পরিশোধ করতে হয়েছে সূদ সমেত যার হার খুবই চড়া। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এর হার ১২% হ'তে ১৭.৩%, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ২১.৯% পর্যন্ত।[১৫]

দেশে অবস্থিত বিদেশী সংস্থাগুলি বাদেও বাংলাদেশকে সরাসরি বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। আর এ ঋণ দানের পূর্ব শর্তই হ'ল সূদ। সুতরাং ঋণ করলেই আসলের সঙ্গে দিতে হয় সূদ। প্রতি বছর ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসল ও সূদ পরিশোধের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি সমীক্ষা থেকে প্রকাশ পায়, ১৯৭১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিদেশ থেকে সূদ সমেত যে ঋণ গ্রহণ করেছে তার পরিমাণ ১ লাখ ১৪ হাযার ৪২২ কোটি টাকা।[১৬] অর্থাৎ ইতিমধ্যেই শুধু আমাদের না, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাথায়ও ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যা পরিশোধ করা বাংলাদেশের মত 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' দেশের পক্ষে অসম্ভব। ফলে সুযোগের সুবর্ণতায় বাংলাদেশকে নিলামে চড়িয়ে সাদা মানুষগুলি তাদের প্রত্যাশা পূরণের জয়গান গেয়ে উঠবে। অতএব চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এ পর্যায়ে প্রশ্ন- আজও কি বাংলাদেশ সূদের আঘাতে তার পঙ্গুত্বকে বরণ করে নেয়নি?

কাজেই অর্থনৈতিক শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার সূদের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে এর মূলোৎপাটনে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বকে সোচ্চার হ'তে হবে। তারই ফলশ্রুতিতে পাব আমরা দুর্গত জনতার বেহালা কান্নামুক্ত সমৃদ্ধ সমাজ।

১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ।*
১৫. *শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, প্রবন্ধঃ বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন মাসিক নির্ঝর, জানুঃ ২০০৩, পৃঃ ১৬।*
১৬. *হারুনুর রশীদ, প্রবন্ধঃ স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ মাথাপিছু ২৮ হাযার টাকার ঋণ ও অনুদান!, মাসিক আত-তাহরীকঃ আগষ্ট ২০০৩, পৃঃ ২১।*

দারিদ্র্য মোচনে সম্পদ কুক্ষীগত নিষিদ্ধ করণঃ

দরিদ্রের অধিকার হনন করে অর্থের থলি বুকে চেপে সুখের পাল পার্বনে মুখরিত হওয়াকেই আমরা সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং এর সম্পাদককে এক জঘণ্য কৃপণ আখ্যা দিতে পারি।

আলোচ্য ধারাঃ

মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত যেসব ব্যবস্থা দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত হেনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ইনছাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা। তাই কোনরূপ বেইনছাফের স্থান সেখানে নেই। সম্পদ কুক্ষীগতকরণ বেইনছাফেরই একটি জীবন্ত নযীর। কেননা এর দ্বারা কেউ গরীবের অধিকার কেড়ে নিয়ে সুখের স্বর্গ রচনা করে; আবার কেউ পেটে পাথর বেঁধে অচেতন নিদ্রা যায়। এর দ্বারা সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিই রচিত হয়। কুরআন-হাদীছে এর প্রতি চরম নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّ عَدَّدَه–

'ধ্বংস প্রত্যেকের জন্য যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও বার বার উহা গণনা করে' *(হুমাযাহ ১-২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

'যে ব্যক্তি খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল গুদামজাত করবে, সে গুনাহগার হবে'।[১৭]

ইসলামে সম্পদ সঞ্চয় অবৈধ নয়; যদি তার সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। আর এ কথাও সত্য যে, বিধান মত খরচ করা হ'লে কারো হাতে অর্থের পাহাড় জমতে পারে না। কিন্তু মুসলমান আজ নাফরমান জাতিতে পরিণত হয়ে ইহুদী-নাছারার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই মানবতা বিধ্বংসী পুঁজিবাদকে সমাধি করার মাধ্যমে দারিদ্র্যের প্রতিকারে সকলকে একযোগে তৎপর হ'তে হবে।

পরিশেষে তাই বলতে হয়, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। মানবতার ইতিহাসে একমাত্র ইসলামই প্রথম ফেলেছে দরিদ্রের জন্য চোখের পানি। তার যুগান্তকারী নীতিতেই প্রথম ভেসেছিল সাম্যের তরী। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের সর্বতোমুখী কল্যাণকর নীতিমালার বাস্তব অনুশীলনই এতে সাফল্য এনে দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

১৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২ 'সম্পদ' কুক্ষিগত করণ' অনুচ্ছেদ।*

চিকিৎসা জগৎ

বাতাবী লেবু

বাংলাদেশে লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে বাতাবী লেবু পুষ্টিসমৃদ্ধ একটি উপকারী ফল। দেশের প্রায় সব এলাকাতেই কম-বেশী এ ফলের চাষ হ'তে দেখা যায়। বাতাবী লেবু দেশের কোন কোন অঞ্চলে 'জাম্বুরা', 'ছোলম' ইত্যাদি নামে পরিচিত। কমলা ও বাতাবী লেবুর ১০০ গ্রাম খাদ্যোপাদানে যথাক্রমে ৪০ মিলিগ্রাম ও ১০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' থাকে। ভিটামিন 'সি' মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি পুষ্টি উপাদান। এর রাসায়নিক নাম 'এসকরবিক এসিড'। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের জন্য প্রতিদিন ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' প্রয়োজন হয়। শিশুদের খাদ্যে দৈনিক ২০ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের জন্য দৈনিক ৫০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' দরকার। ভিটামিন 'সি' স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে এবং দাঁত, মাড়ি ও পেশি মযবূত করে। এছাড়া ভিটামিন 'সি' সর্দি-কাশি ও ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ভিটামিন 'সি' দেহের ক্ষত নিরাময়ে সহায়তা করে ভিটামিন 'সি' পাকস্থলির সুস্থতা রক্ষা করে। এটি এমন এক ভিটামিন যা মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে কোন ক্ষতি হয় না। অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' প্রস্রাব ও ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ পরিবার ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। এই ভিটামিনের অভাব হ'লে স্কার্ভি রোগ হয়। এ রোগে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত ও পুঁজ পড়ে। মাড়িতে ব্যথা হয় এবং অকালে দাঁত পড়ে যায়। তাছাড়া ভিটামিন 'সি'র অভাবে ক্ষতস্থান সহজে শুকায় না এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে ঘন ঘন সর্দি-কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেয়। কাজেই সুস্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন 'সি' অত্যন্ত যরূরী। ভিটামিন 'সি'-এর চাহিদা পূরণে বিদেশ থেকে কমলালেবু আমদানী না করে বেশী পরিমাণ ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ দেশীয় ফল যেমন- বাতাবী লেবু, আমলকী, পাতিলেবু, কাগজীলেবু, পেয়ারা, আমড়া, কামরাঙ্গা ইত্যাদি আমাদের বেশী খাওয়া উচিত। একটি বাতাবী লেবু একটি ছোট পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম। আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম বাতাবী লেবুতে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান রয়েছে তা হচ্ছেঃ প্রোটিন ০.৫ গ্রাম, শ্বেতসার ৮.৫ গ্রাম, চর্বি ০.৩ গ্রাম, ০.০৬ মিঃ গ্রাম ভিটামিন বি-১, ০.০৪ মিঃ গ্রাম ভিটামিন বি-২, ভিটামিন 'সি' ১০৫ মিঃ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৭ মিঃ গ্রাম, লৌহ ০.২ মিঃ গ্রাম, ক্যারোটিন ১২০ মাইক্রোগ্রাম। এছাড়া ৩৮ কিঃ ক্যালরী খাদ্যশক্তি থাকে। বাতাবী লেবু শুধু পুষ্টিকর নয়, হযমীকারক ও রোগ নিরাময়ক। বাতাবী লেবুতে এন্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এই এন্টি-অক্সিডেন্ট জরায়ুর মুখে, পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর ক্যান্সার প্রতিরোধ করে এবং রক্তের কোলেস্টেরল নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০টি গবেষণায় এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তাই সুস্থ ও অসুস্থ প্রত্যেকের এটি উপকারী ফল। এ ফলে শর্করার পরিমাণ কম ও সাইট্রিক এসিড বেশী থাকায় ফল টক হয়। এর রস ডায়াবেটিক রোগীর জন্য খুবই উত্তম। বাতাবী লেবুর রস প্লীহা ও যকৃতের জন্য অত্যন্ত উপকারী। তাছাড়া সর্দি-কাশি, জণ্ডিস ও আমাশয় প্রভৃতি রোগের জন্য এর রস খুবই কার্যকরী।

স্বাদে ও পুষ্টিগুণে উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাতাবী লেবুর কদর খুব কম। দেশে এ ফলের গাছ রোপণের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। অথচ বাংলাদেশের জন্য বাতাবী লেবু একটি আদর্শ ফল এবং কৃষকেরা অল্প আয়াসে এর চাষ করতে পারে। বাংলাদেশে বাতাবী লেবুর অসংখ্য জাত রয়েছে। তাই বাছাই প্রক্রিয়ায় উৎকৃষ্ট জাতসমূহ শনাক্ত করে জাতের উন্নয়ন সাধনপূর্বক সুপরিকল্পিতভাবে বাতাবী লেবুর গাছ রোপণ করে এর চাষাবাদ সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

॥ সংকলিত ॥

লিভার বা যকৃতের দেশীয় চিকিৎসা

আগে যখন এখনকার মত ডাক্তার ছিল না, তখন কি রোগ বালাই ভালো হ'ত না? হ'ত ঠিকই। এ জন্য গৃহের বৃদ্ধা দাদী-নানীদের কথা অবহেলা করা যায় না। যেমন ধরুন লিভার বা যকৃতের কথা। কত সহজেই না সুস্থ হ'ত এ দূরারোগ্য ব্যাধি। যেমন-

১. **নিমপাতার রসঃ** খালিপেটে ১ কাপ কাঁচা নিমপাতার রস প্রতিদিন খেলে উপকার হবে নির্ঘাত। ১ মাস খেলে লিভার কেন, অন্য আরো কত রোগ পালাবে।

২. **করল্লার রসঃ** সকাল বেলা আধা কাপ করল্লার রসের সাথে বড় চামচের এক চামচ খাঁটি মধু মিশিয়ে খেলে লিভারের ব্যারাম সেরে যাবে। ১ মাস সেব্য।

৩. **আনারসঃ** সকালবেলা নাস্তার সাথে মাঝারি একটি আনারস টুকরো করে নিয়ে মধু মাখিয়ে খেয়ে দেখুন তো। রোগ বালাই দূরে চলে যাবে।

জণ্ডিসের পরীক্ষিত ঔষধ

আখের রস, অড়হরের পাতার রস সেব্য। এতদ্ব্যতীত নিম্ন লিখিত ঔষধ সমূহ পর্যায়ক্রমে সেব্যঃ

১. চেলিডোনিয়াম (হোমিও) 200 শক্তি

২. কেলি মিউর (বায়ো) 6 X অথবা 12 X

৩. নেট্রাম সালফ (বায়ো) 6 X অথবা 12 X

প্রতিরাতে ১নং ঔষধ দু'ফোটা অথবা ৫টি গ্লোবিউল্‌স দানা। সকালে ২নং ঔষধ ২টি বড়ি হালকা গরম পানির সাথে। বিকালে ৩নং ঔষধ ২টি বড়ি হালকা গরম পানির সাথে। ১২ বছর বয়সের নীচে হ'লে ২ ও ৩নং ঔষধ 6 X খাওয়াবেন। তিনটি ঔষধই B&T অথবা জার্মানীর তৈরী হ'তে হবে।

গুরু পাক খাওয়া নিষিদ্ধ। দুধ, মাছ, ডিম, গোশত থেকে বিরত থাকবেন। কলা, পেঁপে, পটল ইত্যাদি সাধারণ তরকারী ও বিশুদ্ধ পানি বেশী করে খাবেন।

[বিঃ দ্রঃ ব্যবস্থাপত্রটি মাননীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি কর্তৃক অনেকের উপরে সফলভাবে পরীক্ষিত। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। -সম্পাদক]

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

প্রতারণা

আব্দুছ ছামাদ সালাফী

এক মসজিদে তিনজন মুছল্লী যোহরের ছালাত আদায় করছিল। একজন ইমাম, অপর দু'জন মুক্তাদী। তারা ছিয়াম অবস্থায় ছিল। তাদের পাশেই কয়েকজন লোক গল্প করছিল। ঐ গল্প শুনে (১) উক্ত মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব হয়ে গেল (২) ইমাম ছাহেবের স্ত্রী হারাম হয়ে গেল (৩) মুক্তাদীদ্বয়ের উপর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে গেল এবং (৪) তাদের ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! ঐ ক'জনের গল্প এমন সর্বনাশ ডেকে আনল কি করে? তাহ'লে জানা যাক, আসল ঘটনা-

এক গ্রামের তিন ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে। কিছুদিন পরে দু'জন ফিরে আসে। কিন্তু অপরজন সেখানেই রয়ে যায়। ফিরে আসা দুই ব্যবসায়ী সংবাদ দেয় যে, তাদের অপর সঙ্গী ইন্তেকাল করেছে এবং তারা তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করে এসেছে। তারা এও বলে যে, মরণকালে সে এ মর্মে অছিয়ত করে গেছে যে, তার নিজস্ব বাসভবনটি যেন মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।

অতঃপর বাসভবনটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হ'ল। ঐ মসজিদেই ছালাত আদায় করা হচ্ছিল। যেহেতু ঐ ব্যবসায়ীর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেহেতু উক্ত ব্যবসায়ীর স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। মজার ব্যাপার হ'ল, ঐ মহিলার দ্বিতীয় স্বামী হচ্ছে উক্ত ইমাম, সাক্ষীদ্বয় হচ্ছে মুক্তাদীদ্বয় এবং মসজিদটি হচ্ছে ঘোষিত মৃত ব্যক্তির বাসভবন। উল্লেখ্য যে, যারা গল্প করছিল, তাদের মধ্যে ঘোষিত ঐ মৃত ব্যক্তিও ছিল। ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে তারা এ গল্প করছিল।

এক্ষণে ফল দাঁড়াল এই যে, যেহেতু স্বামী মৃত্যুবরণ করেনি, সেহেতু ঐ মহিলার দ্বিতীয় বিয়ে শুদ্ধ হয়নি। অতএব, ইমাম ছাহেবের স্ত্রী হারাম হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করায় ঘোষিত অছিয়ত মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। ফলে তার ঘরকে মসজিদ বানানো জায়েয না হওয়ার দরুন তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব হয়ে গেল। মুক্তাদীদ্বয় যেহেতু মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে ঐ অপকর্মগুলি ঘটিয়েছিল, সেহেতু তাদের উপর হদ ওয়াজিব হয়ে গেল। বাকী থাকে ছিয়াম ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি। তারা গল্প করছিল যে, ঈদের চাঁদ দেখা গেছে এবং নানা স্থানে ঈদের ছালাতও আদায় হয়ে গেছে। অতএব এই সংবাদের কারণে তাদের ছিয়ামও ভঙ্গ হয়ে গেল।

চৌকিদার

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

তিন পুরুষের চৌকিদার বংশের একমাত্র সন্তান আব্দুন নূর। পিতা চৌকিদার হ'লেও সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসে তাকে শহরে রেখে লেখাপাড়া শিখাতে থাকে। পিতার বিশ্বাস, তার ছেলে উচ্চশিক্ষা লাভ করে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠছে। ছেলে কতদূর লেখাপড়া শিখেছে, পিতা তা সঠিক না জানলেও তার ধারণা ছেলে দীর্ঘদিন ধরে শহরে থেকে উপযুক্ত শিক্ষাই সে পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ছেলে অসৎ সঙ্গে পড়ে সু-শিক্ষার বদলে কু-শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন পর পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে ছেলে বাড়ী এলে মাতা-পিতা তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। গ্রামের এক সুন্দরী মেয়ের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক। মেয়েটি একদিন ছেলের বাড়ীতে এলে ছেলেটি আগের পরিচয় সূত্রে তার সাথে প্রেমালাপ করতে গেলে মেয়েটি পল্লীবালার লাজুকতায় তার সাথে বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রীর মত কথাবার্তা বোলচাল করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরে ফেললে মেয়েটি তার মত এমন কুরুচিসম্পন্ন যুবককে বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে। ছেলেটি প্রত্যুত্তরে বলে, আমি এমন বেরসিক ও অনাধুনিক মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করব না। ছেলের মাতাপিতা এই বাক-বিতণ্ডার বিষয় আদৌও জানত না। তাই তারা যখন ঐ মেয়ের সাথে তার বিয়ের কথা বলে, ছেলে ঐ অনাধুনিক ও অসভ্য মেয়েকে বিয়ে করবে না বলে মত প্রকাশ করে। ফলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

একদিন ছেলে শহরের এক অফিস থেকে দশ হাযার টাকা চুরি করে পালিয়ে আসে। পুলিশ তাকে ধরার জন্য খুঁজছে। খবরের কাগজে তার ছবি প্রকাশ হয়েছে। তার ছবিসম্বলিত কাগজসহ চৌকিদারের এক হিতৈষী ছেলের পিতা চৌকিদারকে সতর্ক করতে এসে যে-ই বলেছে, তোমার ছেলের ছবি খবরের কাগজে ছেপেছে, তখনই পিতা মনে করেছে যে, তার ছেলে পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। তাই তার ছবি কাগজে ছাপা হয়েছে। সে বাদবাকী কথা না শুনেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। তার উল্লাস কমে এলে হিতৈষী ব্যক্তি আসল কথা শুনিয়ে দেয় এবং বলে, দশ হাযার টাকা ফেরত দিয়ে এর একটি মীমাংসা কর এবং তাকে আপাতত বাড়ী থেকে সরিয়ে রাখ।

চৌকিদার তার ছেলের চরিত্র সম্বন্ধে অবগত হয়ে একেবারে বিস্মিত হয়ে পড়ে। সে মন্তব্য করে, প্রয়োজনে সে ছেলেকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিবে। এমন ছেলের জন্য তার কিছু করার নেই। তিন পুরুষ ধরে যে বংশ পরের ধন-সম্পদ হেফাযতের দায়-দায়িত্ব পালন করে এসেছে, সেই বংশে এমন কুলাংগার অসচ্চরিত্র ছেলের কিভাবে জন্ম হ'ল, ভেবে সে অস্থির হয়ে যায়। হিতৈষী বলে যে, তোমার বাড়ী তল্লাশী হবে। কাজেই পূর্বেই বিষয়টা মীমাংসা করা ভাল। কিন্তু চৌকিদারের একই উক্তি, এমন ছেলের জন্য সে কিছুই করবে না; বরং এ ব্যাপারে সে পুলিশকে সাহায্য করবে। এমন ছেলের মুখ সে দেখতে চায় না।

একদিন থানার বড় দারোগা কয়েকজন পুলিশসহ চৌকিদারের বাড়ী তল্লাশী করতে আসে। দারোগা চৌকিদারকে ধমক দিলে চৌকিদার বলে, তার ছেলের এই অপকর্মের বিষয়ে সে কিছুই জানে না এবং ছেলে তাকে কোন টাকা-পয়সাও দেয়নি। বাড়ী তল্লাশী করে কিছুই পাওয়া গেল না। দারোগা যাওয়ার সময় চৌকিদারের সরকারী পোষাক ফেরত চায় এবং বলে, তোমার ছেলের অপকর্মের জন্য তোমার চাকরী চলে গেছে। একথা শুনে চৌকিদার হাউমাউ করে কেঁদে উঠে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পোষাক ফেরত দেয়।

রাতের বেলা চৌকিদার আগের অভ্যাস মোতাবেক পাহারার কাজে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'লে স্ত্রী তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, তার চাকরি চলে গেছে। একদিন গভীর রাতে গ্রামের এক বাড়িতে ডাকাতির চিৎকার শুনে চৌকিদার সেখানে যেতে বের হ'লে স্ত্রী তাকে নিষেধ করে। চৌকিদার বলে, 'গ্রামে ডাকাতি হচ্ছে আর আমি নীরবে বসে থাকব, এ হ'তে পারে না'। তাই বলে সে সেখানে ছুটল। অতঃপর সুযোগ বুঝে ডাকাত সরদারকে সে নিজ অস্ত্র দিয়ে সজোড়ে আঘাত করে। ডাকাত সরদার আব্বা বলে চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। অন্যান্য ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

ডাকাত সরদার চৌকিদারেরই একমাত্র পুত্র আব্দুন নূর। ডাকাতির খবর থানায় পৌঁছলে দারোগা ছাহেব তদন্তে আসেন। চৌকিদারের হাতেই ডাকাত সরদার তারই ছেলে আব্দুন নূরের মৃত্যু সংবাদও থানায় পৌঁছে। দারোগা চৌকিদারকে কিছু পুরস্কারসহ তার পোষাক ফেরত দেন। চৌকিদার স্বীয় চাকরি ফেরত পেয়ে আনন্দে শুধু নীরবে কেঁদে চলে।

কবিতা

হও তৎপর

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বর পাশা তহশীল ক্যাম্প
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।

জাগো মুসলিম মর্দে মুজাহিদ
জাগো হে সকল ভাই
ছুবহে ছাদিকের আযান ঘোষিছে
ঘুমের সময় নাই।
গণ আদালতী সন্ত্রাসী যত
ঘষেটি-মীর জাফর
হাঙ্গামা দ্বারা দেশ বিকাইতে
হইয়াছে তৎপর।
মানে না তাহারা দেশের আইন
মানে না সংবিধান
দেশ প্রেমহীন বেদিল তাহারা
পরজীবী অজ্ঞান।
হও তৎপর অতি সত্বর
সন্ত্রাস ঠেকাইতে
মেতেছে যাহারা এই হীন কাজে
প্রভূদের ইঙ্গিতে!

***

বিস্ফোরণ

-আব্দুস সুবহান
বি,এ, (সম্মান), বাংলা (শেষ বর্ষ)
পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রাজবাড়ী।

আত্মঘাতী!
নিন্দাবাদের যিন্দাঝড়ে আত্মঘাতী সংঘ
খুন করেছে বিশ্ব বিবেক মানবতার ভঙ্গ!
মানবতার সঙ্গে এ কী জঘন্যতর জঙ্গ?
নিষ্কর্মা নিরর্থক হায়-হায়রে জাতিসংঘ।
কফি আনান!
বুশ-টনিদের হারেম বধূ জাতিসংঘের বর নবাব!
ইরাকে কেন জ্বলছে আগুন, জবাবটা দাও আনান সাব
নবাব তুমি জবাব দিবে মানুষ মারা কোন্ স্বভাব?
তেল খনি আর স্বাধীন ভূমি দখল করা কোন্ প্রভাব?
বুশ-ব্লেয়ার!
বুশ-ব্লেয়ার তেল চাইছে, তাই এ ভীষণ যুদ্ধ!
গণহত্যা, ধ্বংসলীলায় ইরাক অবরুদ্ধ!
অত্যাচারীর অত্যাচারে ইরাকবাসী ক্ষুব্ধ,
মরুর বুকে গাড়বে এবার দস্যু-দালাল সুদ্ধ।
বি,বি,সি!
বিশ্বে এখন ব্রিটিশ বেতার মিথ্যা প্রচার তরঙ্গ,
মানবতার চশমাধারী প্রতারণার কু-রঙ্গ।
বুশ-ব্লেয়ার ভক্তদের আর মূর্খ শ্রোতার আড়ঙ্গ
বিশ্ববিবেক তাই বি,বি,সি'কে কয় বেয়াদব তরঙ্গ।

***

শবে বরাত

শেখ মাহদী হাসান
কারবালা রোড, ওয়াপদা, যশোর।

আঁধারের সমুদ্র কেঁড়ে জগতবাসী ছুটিছে,
আলোকের অন্বেষায় দেখ কত লোক জুটিছে।
সারারাত জেগে জেগে সরল-গরল বিশ্বাসে,
অশ্রুর নদী বয়ে যায় গম্ভীর নিঃশ্বাসে।
ছালাত-যিক্‌র গুঞ্জনে মসজিদ মুখরিত,
কবর যিয়ারতে আত্মীয়-মৃত পীর স্মরিত।
সারাবছর কখনও ছালাতের খাতা খুলেনি,
তারাও এ রাতে মসজিদে গমনে ভুলেনি।
পেটুক আলেমেরা জলসায় বয়ানে নিরত,
বানোয়াট কাহিনীর ঝড় বয়ে যায় তার স্বরে;
মিথ্যা হাদীছ রটনায় বুক কি কাঁপেনা ডরে?
একদল মুসলিম এসব থেকে সদা বিরত,
তাঁরা বলে, 'কোথা পেলে এসব আচার ইবাদত?
ফায়ছালা হ'ত যদি এ রাতে মানুষের বারাত,
দিনে ছিয়াম আর ছালাত যদি থাকত এ রাতে,
প্রিয় নবী (ছাঃ) বলতেন সেটা ছাহাবীদের সভাতে'।
সুমহান ইসলামে সকল বিদ'আত ঘৃণিত,
যাবতীয় ইবাদত কুরআন-হাদীছে বর্ণিত।
এ রাতে পীরের মাযারগুলো টাকায় ডুবে থাকে,
আবেদেরা (?) ফজর অন্তে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকে!
দিনের বেলায় হরদম হালুয়ার ভোজবাজি,
নবীর দাঁত শহীদ হয়েছিল ওহোদ সমরে
নরম রুটি হালুয়া খেয়েছিলেন রাসূল আজি (?)
দু'মাস আগে তাই পেট ভরি রুটি, সুজি, খামরে!
পনেরো শা'বানে নানান বিদ'আতের ছড়াছড়ি,
দলীলহীন আমল ইসলামে দারুন কড়াকড়ি।
ইসলামে সকল বিদ'আত ঘৃণিত
যাবতীয় ইবাদত কুরআন-হাদীছে বর্ণিত।

***

আত-তাহরীক

-মুহাম্মাদ শু'আইব আলী
সাং- দুবইল, (পূর্বপাড়া)
নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

আত-তাহরীক আমার গোলাপ-বেলী
হাসনাহেনা-জুঁই-চামেলী॥
আত-তাহরীক আমার প্রভাত বেলার অবাক সূর্যোদয়,
আত-তাহরীক আমার পাগল করা
ঝর ঝর ঝরণাধারা
আত-তাহরীক আমার প্রাণের পরশ
একান্ত আশ্রয়॥
আত-তাহরীক আমার পুষ্পমালা
দেয় জুড়িয়ে মনের জ্বালা
আত-তাহরীক আমার দুঃখ-সুখে বড়ই আপনজন,
আত-তাহরীক আমার সুখের দোলা, কভু তারে যায় না ভুলা
আত-তাহরীক আমার সকল সুখের মধুর অনুরনন।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১. ৩ (৩×২=৬ ÷৩=২)। ২. ৯৯।
৩. রাত ৮-টা ২০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড।
৪.২টি বৃত্ত। ৫. ১ বিয়োগ করলে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ) -এর সঠিক উত্তর

১. পেয়ারা।
২. গাঁদা, শাপলা, সূর্যমুখী, গোলাপ, কমল।
৩. ডাব ও কলা।
৪. কলা গাছ।
৫. তাল, খেজুর, নারিকেল ও সুপারী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণ সাজ)

শব্দ সংকেত অনুযায়ী বর্ণমিশেল থেকে প্রয়োজনীয় বর্ণ নিয়ে সঠিক শব্দ তৈরি করুন। বর্ণমিশেলের প্রতিটি সারির অবশিষ্ট বর্ণগুলি সঠিকভাবে সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক উত্তর। তাছাড়া প্রশ্নসংকেত তো আছেই।

শব্দ সংকেত	বর্ণ মিশেল	সঠিক শব্দ
অন্ধকার	রহমিতি	
ভাগ্য	আলদীটলা	
স্বভাব	হারিত্রচ	
অন্তরাল	আলবছেডা	
অগ্নিপূজক	বেলেআস্তা	
কথা	বৃতিরবি	

প্রশ্ন সংকেতঃ
বর্তমান বাংলাদেশে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক অন্যূন দু'কোটি ... বসবাস।

❒ রচনায়ঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
৭ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামের ইতিহাস)ঃ

১. দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম কোন্ নবী বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
২. এই পৃথিবীতে প্রথম شارع الشريعة (শরী'আত প্রবর্তক) কাকে বলে?
৩. নবীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়নি? তার পিতার নাম কি?
৪. হযরত নূহ (আঃ) কত বছর দা'ওয়াত দিয়েছিলেন?
৫. কতজন নূহ (আঃ)-এর দা'ওয়াত কবুল করেছিল।

❒ সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

মজপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ॥ ১ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ১০-টায় সোনামণি এনামুল হকের কুরআন তেলাওয়াত এবং আশরাফুল ইসলামের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সেনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র, প্রতিযোগিতার গুরুত্ব এবং সালামের উপকারিতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক হাশেম আলী। তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের নামকরণ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৩-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন।

মণিগ্রাম গংগ্রামপুর, বাঘা, রাজশাহী, ১ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭.৩০ মিনিট হ'তে ১১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত মণিগ্রাম ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় প্রায় ৮০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি বাঘা থানার প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা আবুল হোসাইন। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

অনুষ্ঠানে জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি পারুলা খাতুন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিরা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন ২০০৩-এ যোগদানের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি জ্ঞাপন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ও স্থানীয় উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ আবু তালেব।

হাবাসপুর, বাঘা, রাজশাহী, ১ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য বাঘা সোনামণি সাংগঠনিক থানার পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাবাসপুর শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন। প্রশিক্ষণে প্রায় ৬৫ জন সোনামণি যোগদান করে। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ইলইয়াস।

চারঘাট, রাজশাহী, ২ আগষ্ট, শনিবারঃ অদ্য যোথরঘু ফুরক্বানিয়া মাদরাসায় সকাল ৭.৩০ মিঃ হ'তে সোনামণি সাবিনা ইয়াসমিনের কুরআন তেলাওয়াত এবং শিলা খাতুনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব মুস্তাফ আলী।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেনামণি

Contents

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

একইদিন বাদ যোহর ভায়া লক্ষীপুর দারুস সালাম সালাফিয়াহ মাদরাসায় মাহবুবুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত ও ওমর ফারুকের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

মাওলানা মুত্তাকীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন ভায়া লক্ষীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আবুল কালাম।

উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন হাফেয ছানাউল্লাহ।

একই দিন বাদ আছর চক শিমুলিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নিলুফা ইয়াসমীনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে 'সোনামণি' বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

জনাব আলাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন জয়নাল আবেদীন। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সহ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা২০০৩ -এর ফলাফল

গত ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৩ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিষয় ভিত্তিক বিজয়ীরা হ'লঃ

আক্বীদা (বালক)ঃ ১ম- মুযাফফর হোসাইন (রাজশাহী), ২য়- মুহাম্মাদ মুকাযযল হোসাইন (বগুড়া) ও ৩য়- মুহাম্মাদ আলী (রাজশাহী)।

আক্বীদা (বালিকা)ঃ ১ম- মুসাম্মাৎ শিলা পারভীন (রাজশাহী), ২য়- উমাইরাহ খাতুন (ঐ) ও ৩য়- পারুলা খাতুন (ঐ)।

জাগরণী (বালক)ঃ ১ম- মুনীরুযযামান (নওগাঁ), ২য়- আবু রায়হান (সাতক্ষীরা) ও ৩য়- মুযাফফর হোসাইন (রাজশাহী)।

জাগরণী (বালিকা)ঃ ১ম- তাসলীমা জাহান তামান্না (রাজশাহী), ২য়- জিন্নাতুন নিসা (ঐ) ও ৩য়- পারুলা খাতুন (ঐ)।

বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত (বালক)ঃ ১ম- আবু রায়হান (সাতক্ষীরা), মিল্লুর রহমান (রাজশাহী) ও ৩য়- মুনীরুযযামান (নওগাঁ)।

বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত (বালিকা)ঃ ১ম- পারুলা খাতুন (রাজশাহী), ২য়- শারমিন আখতার (ঐ) ও ৩য়- যাকিয়া খাতুন (পাবনা)।

প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন (বালক)ঃ ১ম- রাবীব আমীন (রাজশাহী), ২য়- তারেক রহমান (ঐ) ও ৩য়- হাবীবুর রহমান (ঐ)।

প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন (বালিকা)ঃ ১ম- মুসাম্মাৎ তাওহীদা তাসনীন (রাজশাহী), ২য়- মিম আফরোযা (ঐ) ও ৩য়- মাফরূহা সুলতানা (ঐ)।

[বিস্তারিত রিপোর্ট সংগঠন সংবাদ কলামে দ্রষ্টব্য]

সোনামণি সংলাপ

রাজশাহী, ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী যেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'সোনামণি ৫ম বার্ষিক সম্মেলনে' সোনামণি সদস্যরা 'যৌতুকের মরণ কৌতুক' শিরোনামে একটি মনোজ্ঞ সংলাপ পরিবেশন করে, যা উপস্থিত সুধীজন কর্তৃক বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। সংলাপ পরিচালনা করেন সোনামণি সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও ত্বোহা খান (রাজশাহী)। আগন্তুকের চরিত্রে অভিনয় করেন (১) দাদাঃ আবদুল আলীম (যশোর), (২) বরঃ আবদুর রহমান (রাজশাহী), (৩) ছেলের বাবাঃ আবদুল মুত্বীত (ঐ), (৪) মেয়ের বাবাঃ ফযলে রাব্বী (গাইবান্ধা), (৫) ঘটকঃ জাহাঙ্গীর আলম (নাটোর), (৬) ছেলের বাবার চাকরঃ সাইফুল ইসলাম (রাজশাহী) ও (৭) মেয়ের বাবার চাকরঃ জাহিদুল ইসলাম (পাবনা)।

সোনামণির চরিত্রে অভিনয় করে যথাক্রমে হাবীবুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মিল্লুর রহমান (রাজশাহী), আকবর আলী (ঝিনাইদহ), মুযাফফর হোসাইন (রাজশাহী), মুকাযযল হোসাইন (বগুড়া), মুনীরুযযামান (নওগাঁ), হাবীবুর রহমান (বগুড়া), আবদুল্লাহ মুবীন (নওগাঁ), ছাব্বির আহমাদ (দিনাজপুর), রুহুল আমীন (বগুড়া) ও আব্বীবুল হাসান (বগুড়া)।

খোকা

-মুহাম্মাদ আশফাকুর রহমান

মাগো তোমার খোকন দেখো
যুদ্ধে যাবার সাজ পরেছে
বখতিয়ারের ঘোড়ায় চড়ে
মাথায় সোনার তাজ পরেছে।
মুক্তি সেনার বেশ ধরে মা
যাচ্ছে খোকা দূর অজানায়
যেমন করে যুদ্ধ যুবক
যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে না।
তেমনি যদি তোমার ছেলে
জীবন বিলায় দ্বীনের তরে
দেখবে ও মা তোমার খোকা
জন্ম নিবে ঘরে ঘরে।
কাঁদবে নাতো সেদিন মাগো
বুক ভাসিয়ে চোখের জলে
ভেবো না মা তোমার খোকার
জীবনটা যায়নি বিফলে।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

নিজস্ব উদ্যোগে গ্যাসকূপ খননের সিদ্ধান্ত

সরকার গ্যাস সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে গ্যাসকূপ খননসহ গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ২২৪ কোটি টাকা দেয়া হবে পেট্রোবাংলাকে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে গত ৩১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত সরকারের নীতিনির্ধারকদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে গ্যাস রফতানি ইস্যু উত্থাপনেরই সুযোগ দেননি। প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব অর্থায়নে নতুন নতুন গ্যাসকূপ খননের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিদ্যুত কেন্দ্র, শিল্প কারখানা, সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও আবাসিক গ্রাহকদের যেকোন মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে।

প্রধানমন্ত্রীর আড়াই ঘন্টার দীর্ঘ বৈঠকে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্য নীতি অনুমোদন করেন। একই সময় প্রধানমন্ত্রী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও সমন্বয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ বিভাগের দুই প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের ভোটে জনগণের খেদমত করার জন্য আমরা ক্ষমতায় এসেছি। জনসাধারণের ভোগান্তি বা কষ্ট হয় এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

৫শ' কোটি টাকা ব্যয়ে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ৭ কিঃ মিঃ ফ্লাইওভার হচ্ছে

রাজধানী শহর ঢাকার যানজট নিরসন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার নির্মাণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী এই ফ্লাইওভারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তিন বছরের মধ্যে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ৫শ' কোটি টাকার সরকারী অর্থায়নে এই ফ্লাইওভার নির্মাণ সম্পন্ন হ'লে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন হবে। প্রায় ৩০টি যেলা থেকে আগত যানবাহনকে কাচপুর-যাত্রাবাড়ী এলাকায় আর আটকে পড়ে থাকতে হবে না। একই সাথে ঢাকার পার্শ্ববর্তী ৫০ কিলোমিটার এলাকার মানুষ ও প্রতিদিন ঢাকায় কাজ শেষে আবার নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারবে।

বিশ্বায়নের নামে অর্থনীতিকে ভারতীয়করণ করা হচ্ছে

-গোলটেবিলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে গত ৩০ আগষ্ট ঢাকার হোটেল সোনারগাঁয়ে 'ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট' আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও সাংবাদিকরা বলেছেন, বিশ্বায়নের নামে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে ভারতীয়করণ করা হচ্ছে, সেটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ও ভয়াবহ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এখন দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। তারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন আমাদের জন্য যতটুকু না ক্ষতিকর, তার চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশী ক্ষতিকর এই অর্থনীতির ভারতীয়করণ। বিশ্বায়নের অজুহাতে অত্যন্ত সুকৌশলে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে এই তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং দিন দিনই ভারতীয় পণ্য আগ্রাসনের থাবা বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্বায়নের কারণে বাংলাদেশের মত দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি আরো দরিদ্র হবে এবং নিজস্ব স্বকীয়তা হারাবে। বিশ্বায়ন থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই মন্তব্য করে তারা বলেন, বিশ্বায়নের ফলে ২০০৫ সালেই প্রথম ধাক্কায় বাংলাদেশের প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে। এরপর ধ্বংস হবে এদেশের কৃষি। বাংলাদেশকে তখন একটি আমদানীনির্ভর দাসরাষ্ট্র হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমলা ও রাজনীতিকদের নির্বুদ্ধিতা এবং লোভ আর বিশ্বব্যাংক আইএমএফের স্বার্থে আমরা নিজেদের শিল্পায়নের ভিত্তি মযবুত না করেই শিল্পায়নকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে বিশ্বায়নের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি। তারা আরো বলেন, বিশ্বায়ন কারো জন্য পৌষ মাস আবার কারো জন্য সর্বনাশ।

মানুষ বেচাকেনার হাট বসে ফটিকছড়ির গহীন জঙ্গলে

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, কুরবানীর গরুর বাজারের ন্যায় ফটিকছড়ির গভীর অরণ্যে মানুষ বেচাকেনার হাট বসে। তবে সে মানুষ কোন ক্ষেতমজুর নয়, নয় কোন নির্মাণ শ্রমিক কিংবা পাহাড়ে গাছ কাটার করাত কলের কোন ক্ষীণকায় শ্রমিক। এ মানুষগুলি হচ্ছে সমাজের বিত্তবান, ধনাঢ্য কোটিপতি বা কোন কোটিপতির আদরের দুলাল, নতুবা কোন সরকারী-বেসরকারী বড় কর্মকর্তা কিংবা বিদেশী কোন এনজিও কর্মকর্তা। মানুষ বেচাকেনার এ সওদাগররা হ'ল অপহরণকারী মাফিয়া চক্রের পাণ্ডা। এভাবে বেচাকেনার মানুষগুলিকে মাফিয়া পরিভাষায় 'গরু' বলা হয়। এসব অপহরণকারী মাফিয়া পাণ্ডাদের গডফাদার কোন না কোন বড় রাজনৈতিক দলের নেতা কিংবা তাদের সশস্ত্র ক্যাডার শাখার হেড কমানডেন্ট বলে চট্টগ্রামের লোকজন জানে। এভাবে গত ১৫ বছরে জঙ্গলে 'মানুষ গরু' বাজারে বেচাকেনা হয়েছে ৩ শতাধিক 'গরু'। কোনটা বিক্রি হয় ৫০ লাখে, কোনটা ২০ আবার কোনটা ১০ লাখে। ভিন্ন ভিন্ন সূত্র জানায়, এ সময়ের মধ্যে আবার দরদাম ঠিক না হওয়ায় ২০টি 'গরু'র গলায় 'ফুলের মালা'ও (হত্যা করা) পরানো হয়েছে। ফটিকছড়িতে 'মানুষ গরু' বেচাকেনার প্রধান হাট এখানকার কাঞ্চন নগর, রাঙ্গামাটি এবং মন্দাকিনীসহ গভীর অরণ্যের নির্জন স্থানে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মাফিয়া সিন্ডিকেটের সদস্যরা চট্টগ্রাম শহর কিংবা পার্শ্ববর্তী যেলা-উপযেলার গ্রামগঞ্জ হ'তে 'মানুষ গরু' ধরে ফটিকছড়ির নির্দিষ্ট 'গরু' বাজারে নিয়ে যায়। সেখানে গরুটির স্বাস্থ্য দেখে কিনে নেয় নির্দিষ্ট সওদাগর। তারপর গরুটিকে রাখা হয় জঙ্গলের গভীরে কোন কুঁড়েঘরে নতুবা কোন সুড়ঙ্গের আবাসস্থলে। এরপর শুরু হয় মুক্তিপণ নামের দরদাম হাঁকানোর কাজ।

তাল গাছ দেশের অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে

তাল গাছ দেশের অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে রস উৎপাদনক্ষম তাল গাছের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। পরিকল্পিতভাবে রস সংগ্রহ করা হ'লে তাল রস থেকেই ১২ লাখ মেট্রিকটন চিনি উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে দেশে চিনির

চাহিদা ৬ লাখ মেট্রিকটন। আঁখ থেকে উৎপাদিত হয় মাত্র ২ লাখ মেট্রিকটন। যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হ'লে তাল গাছই চিনি শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হবে। গবেষক এস,এম, আর, বুলবুল প্রায় একযুগ গবেষণা করে সম্প্রতি এক সেমিনারে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৩ কোটি তালগাছ আছে। রস উৎপাদনে সক্ষম ১ কোটি তালগাছ হ'লে বছরখানেক পরেই এই সংখ্যা ২ কোটিতে দাঁড়াবে। তিনি জানান যে, দেশে বিদ্যমান সড়ক, মহাসড়ক, রেলপথ ও ভেড়িবাঁধের দু'পাশে ১৪ কোটি তালের চারা রোপন করা সম্ভব। তার মতে, ২০০৩ সালে তালগাছ বনায়নের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হ'লে ১৫ বছর পরে বর্তমান ৩ কোটি এবং নতুন রোপিত ১৪ কোটি তালগাছ থেকে প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন সম্ভব।

'এনজিও'র অর্থে গঠন হচ্ছে সর্বহারা পার্টি

'এনজিও'র নামে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা এনে সেই টাকা দিয়েই সর্বহারা পার্টি গঠন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এনজিও'র অর্থে গঠিত এ ধরনের সর্বহারা পার্টির প্রধান কাজই হচ্ছে খুন-খারাপী, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণসহ নানা ধরনের যুলমবাজি। এ ধরনের একটি এনজিও হচ্ছে 'বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট ফ্রু ভলান্টারী এন্টারপ্রাইজ' ('ব্রেভ')। যার নেতৃত্বে রয়েছে জনৈক আনওয়ারুল্লাহ। অভিযোগ রয়েছে, ব্রেভকে ব্যবহার করে সে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সূত্র থেকে বিপুল অংকের টাকা সংগ্রহ করে এবং ঐ অর্থ আত্মসাৎ করে তা দিয়ে সর্বহারা পার্টি গঠন করে। বিষয়টি বিভিন্নভাবে সরকারের নযরে আনার চেষ্টা করা হ'লেও আনওয়ারুল্লাহর এনজিও থেকে অবৈধভাবে প্রাপ্ত লাখ লাখ টাকার অর্থ সকল সুবিচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এনজিও ফাণ্ড দিয়ে এভাবে অস্ত্রধারী সংগঠন করতে দেওয়ার ফলে বরিশাল যেলার আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর এলাকার জনজীবনে নেমে এসেছে চরম পাশবিক নির্যাতন। খুন-ডাকাতি সবই সংঘটিত হচ্ছে। গ্রেফতার হচ্ছে, এনজিও'র টাকার জোরে আবার বেরিয়েও আসছে।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসর ভাতা পাবেন ৭৫ মাসের বেতনের সমপরিমাণ

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মত দেশের বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরাও এককালীন মোটা অংকের অবসর ভাতা পাবেন। ২৫ বছর চাকরি শেষে অবসর নেওয়া প্রত্যেক বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী তাদের চাকরিকালীন সময়ে সর্বশেষ মূল বেতনের ৭৫ মাসের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পাবেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবসর ভাতা প্রবিধান কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। গত ১ জুলাই ২০০০ সাল থেকে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন, তারা পুরোপুরিভাবে এই সুবিধা পাবেন। আর চাকরির কার্যকাল ধরা হবে যেদিন থেকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন স্কেল শুরু হয়েছে সেদিন থেকে। বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার যেসব শিক্ষক-কর্মচারী ১ জুলাইয়ের পরে চাকরি থাকাকালে মৃত্যুবরণ করেছেন তারাও অবসর সুবিধা পাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিকভাবে এ অবসর সুবিধার আওতায় আসছেন প্রায় আড়াই লাখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী।

বিদেশ

ধূমপানে বছরে সাড়ে চার লাখ মার্কিনীর মৃত্যু

৮৬ লাখ আমেরিকান ধূমপানজনিত বিভিন্ন ধরনের পীড়ায় আক্রান্ত। সরকারী সূত্রে গত ৪ সেপ্টেম্বর এ খবর দেয়া হয়। আটলান্টাস্থ কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধক কেন্দ্র জানিয়েছে, আগে ধূমপান করেছে এবং এখনো রীতিমত করছে এমন আমেরিকানরা ১০% জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ২০০০ সালে টেলিফো পরিচালিত এক জরিপে আরো উদঘাটিত হয় যে, রোগে আক্রান্তর অর্ধেকই ব্রঙ্কাইটিস এ আক্রান্ত হয়েছিল। এরূপ ধূমপানজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর গড়ে ৪ লাখ ৪০ হাযার আমেরিকানের প্রাণহানি ঘটছে।

ফ্রান্সে প্রথম মুসলিম স্কুল চালু

ক্যাথলিক খৃষ্টান অনুসারী অধ্যুষিত রাষ্ট্র ফ্রান্সের উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে সাধারণত মুসলিম রীতি অনুযায়ী স্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় সেখানে গত ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে একটি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় চালু হয়েছে। মাথায় স্কার্ফ পরা কিছু শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের নিয়ে এ বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় শহর নিনে পাঁচ রুমের একটি ভবনে ৬ জন বালক আর ৬ জন বালিকা নিয়ে ১২শ' শতাব্দীতে স্পেনের বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক 'লিসি এভারোজ'-এর নামে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে সবাইকে স্বাগত জানানো হয়। স্কুলের ডেপুটি প্রিন্সিপাল থাক্‌নাও মামিচি বলেন, আমাদের শিক্ষাদান হবে ফ্রেঞ্চ ভাষাতে, এর শিক্ষকরা সকলে নিবেদিতপ্রাণ। তিনি আরো বলেন, পরবর্তী বছরগুলিতে এর সম্প্রসারণ করা হবে এবং তা অমুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম অনুসারী ৫০ লাখ মুসলমান এ বছরের শুরুতে একটি কাউন্সিল গঠন করে, যাতে করে তারা মুসলিম কমিউনিটিতে নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারে। মামিচি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ধর্মীয় রক্ষণশীল নই, কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতিকে অন্যতম একটি অবলম্বন হিসাবে ধরে রাখতে চাই।

ভারতীয় মুসলিম নেতা নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত

উত্তর আমেরিকার ইসলামী সোসাইটি জানিয়েছে, মানবতার সেবা এবং উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ২০০৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ভারতীয় মুসলিম নেতা সৈয়দ হাসানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। সৈয়দ হাসান তাঁর জীবনের ৬০ বছর উৎসর্গ করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। তিনি ভারত ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মানব সেবামূলক সংগঠন 'ইনসান' (মানুষ)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো, বয়স্কদের স্বাক্ষরতা, বাল্য বিবাহ রোধ, পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের লোকজনদের কর্মসংস্থান এবং মানবিক সহায়তা প্রদানে এই প্রতিষ্ঠান বরাবরই এগিয়ে আছে।

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, সৈয়দ হাসান যক্ষা রোগীদের রক্ত ও শয্যা নিজের হাতে পরিষ্কার করেন এবং মেথরদের সাথে একত্রে বসে আহার গ্রহণে তার কোন দ্বিধা-সংকোচ নেই। সৈয়দ হাসান

যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয়িস ইউনিভার্সিটি থেকে মাষ্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং ইসলামের প্রতি তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয় সর্বদাই তার কার্যক্রম ও মিশনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ৫০ টাকা ভাড়ার একটি কুঁড়ে ঘরে তার 'ইনসান' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ২শ' একর জমির উপর ২শ' বাড়ীর কমপ্লেক্স হচ্ছে এই 'ইনসান' স্কুল এণ্ড কলেজ।

ঋণে জর্জরিত ভারতীয় কৃষকরা বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ

ভারতীয় কৃষকরা পাওনাদারের নাজেহাল থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কর্নাটকে কেবল গত আগষ্ট মাসেই ৯০ জনের বেশী কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আর এই আত্মঘাতী কৃষকদের ২১ জনই মান্দিয়া যেলার। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও খরা নিয়ন্ত্রণ কমিটির প্রধান মল্লিকা রঞ্জন বলেন, গত সাত বছরের আত্মহত্যার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কর্নাটকে প্রতি বছর ৬০০ থেকে ৬৮০ জন কৃষক আত্মহত্যা করে থাকে। যেমন মান্দিয়ার মাদ্দুর এলাকার কেএন রমেশ নামের ২৪ বছর বয়সী এক কৃষক ৮০ হাযার রূপী ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে। গ্রামের অপর এক কৃষক কীটনাশক খেয়ে প্রাণনাশ করে। উল্লেখ্য যে, এখানকার কৃষকেরা আঁখ, লাল বজরা, ধান ও তুঁত চাষে ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, সমবায় কিংবা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে থাকে।

এডওয়ার্ড টেলর রেখে গেলেন হাইড্রোজেন বোমা

হাইড্রোজেন বোমার জনক এডওয়ার্ড টেলার গত ১০ সেপ্টেম্বর ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। পৃথিবীর মানুষ সৌভাগ্যবশত এখনো হাইড্রোজেন বোমার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। তবে বিজ্ঞানীদের মতে, হাইড্রোজেন বোমা পারমাণবিক বোমার চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক ও ভয়াবহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমার যে বিয়োগান্তক অভিজ্ঞতা পৃথিবীবাসী অর্জন করেছে তা ভুলে যাওয়ার মত নয়। সুতরাং হাইড্রোজেন বোমার অভিজ্ঞতা যদি বিশ্ববাসীকে কোনদিন অর্জন করতে হয়, তাহ'লে সেই অভিজ্ঞতা যে কত ভয়াল ও সর্বনাশা হবে তা কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে।

সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছুরিকাঘাতে নিহত

সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্না লিণ্ড গত ১১ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে মারা গেছেন। তিনি ১০ সেপ্টেম্বর রাজধানী স্টকহোমে একটি শপিং সেন্টারে কেনাকাটা করার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে উপর্যুপরি ছুরিকাহত হন। লিণ্ড বুকে, পেটে ও হাতে আঘাত পান এবং অস্ত্রোপচারের ১০ ঘন্টা পরও তার জ্ঞান ফেরেনি বলে জানা যায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সুইডেনের জনপ্রিয় এই রাজনীতিক ছুরিকাঘাতের স্থানে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে মারা যান। উল্লেখ্য যে, সুইডেনে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য মন্ত্রী ও রাজনীতিকরা দেহরক্ষী ছাড়াই চলাফেরা করেন।

প্রতি ১০ জন মার্কিনীর মধ্যে ৬ জনই বুশের ইরাক নীতিতে অসন্তুষ্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রতি জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে। তার ইরাক নীতিতে মার্কিনীরা অসন্তুষ্ট। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন পোষ্ট ও এবিসি নিউজ পরিচালিত এক নয়া জনমত জরিপে একথা জানা যায়। জনমত জরিপে বলা হয়, বহু আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বুশের কার্যকলাপে মার্কিন জনগণের সমর্থন সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। ইরাক যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে বুশ ৮ হাযার ৭শ' কোটি ডলার বরাদ্দ চেয়েছেন। এতে প্রতি ১০ জন মার্কিনীর মধ্যে ৬ জনই তার প্রতি অসন্তুষ্ট। ৫৫ শতাংশ আমেরিকান ইরাকে মার্কিন সৈন্য হতাহত হওয়ার ঘটনাকে অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উত্তর কোরিয়ায় ৪০০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন

উত্তর কোরিয়া দূরপাল্লার শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র গোটা জাপান এবং দূরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের গুয়াম এলাকায় আঘাত হানতে সক্ষম।

দক্ষিণ কোরিয়ার বহুল প্রচারিত পত্রিকা কোসান ইলবোর খবরে বলা হয়, উত্তর কোরিয়ার নবোদ্ভাবিত ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা হবে ৪ হাযার কিলোমিটার। গত বছর এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করা হ'লেও এতদিন তা মোতায়েন করা হয়নি। এর আগে উত্তর কোরিয়া আড়াই হাযার কিলোমিটার পাল্লার যে তায়েপোদং-১ ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করে তা জাপানের অধিকাংশ এলাকায় আঘাত হানতে সক্ষম। ১৯৯৮ সালে পিয়ংইয়ং এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ ঘটায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে উড়ে যাওয়ার সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি জাপানের মূল ভূখণ্ড অতিক্রম করে। ধারণা করা হয়, উত্তর কোরিয়ার কাছে ১৩শ' কিলোমিটার পাল্লার অন্তত ৭শ' ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী উত্তর কোরিয়ার নিয়মিত সেনাসংখ্যা হচ্ছে ১২ লাখ। এছাড়াও রয়েছে বিপুল সংখ্যক রিজার্ভ সৈন্য।

ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ হ'ল কানকুন সম্মেলন

মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ৫ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন ধনী ও গরীব দেশগুলির মধ্যে তিক্ত বিরোধের ফলে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবে ধনী দেশের সাথে স্বার্থের বোঝাপড়ায় গরীব দেশগুলি কোমর শক্ত করে দাঁড়ানোর ফলে বিশ্ববাণিজ্যে তারা নতুন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে তাদের জন্য সম্ভাবনার নতুন দরজা খুলবে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। এ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় অর্থনীতির বিশ্বায়ন হুমকির মধ্যে পড়েছে। অন্যদিকে কানকুন সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্বায়ন বিরোধী বিশেষ করে কানকুনে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা অত্যন্ত খুশি। সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় ধনী দেশগুলি হতাশা প্রকাশ করেছে। অপরদিকে সম্মেলন ভণ্ডুল হওয়ার জন্য গরীব দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ধনী দেশগুলির স্বার্থপরতা ও একগুঁয়েমিকে দায়ী করেছে। কানকুন সম্মেলনের পুরো পাঁচদিনই গরীব দেশগুলি ধনীদেশে কৃষি ভর্তুকি বন্ধের দাবী নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনার এক পর্যায়ে গরীব দেশের আমলাতন্ত্র সংস্কার ও দুর্নীতির অবসান সম্পর্কিত ধনী দেশগুলির শর্ত মানতে গরীবরা রাযী না হওয়ায় আলোচনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গোলমেলে সম্মেলনের পর বিশ্ববাণিজ্য উদারীকরণ এবারের মত আর কখনও এত বিপর্যয়ের মুখে পড়েনি।

মুসলিম জাহান

আমি দিনের বেলা মাছ শিকার করি আর রাতে নামি মার্কিন সৈন্য শিকারে

ইরাকে মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে ইরাকের গেরিলা বাহিনীতে যোদ্ধাদের সংখ্যাও বাড়ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংগ্রাম উত্তর ও পশ্চিম ইরাকে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে শী'আ অধ্যুষিত দক্ষিণ ও মধ্য ইরাকের বিস্তৃত এলাকায়। ইরাকী গেরিলাদের উপর্যুপরি বোমা ও রকেটচালিত গ্রেনেড হামলায় ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত ৬৭ জন মার্কিন এবং ১৪ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে দখলদার কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছে। নিরপেক্ষ সূত্র বলেছে, নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশী।

সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপ পর্যায়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠার পাশাপাশি অনেক দেশপ্রেমিক ইরাকী ব্যক্তিগত উদ্যোগেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুযোগ পেলেই হামলা চালাচ্ছে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই রকম একজন স্বতঃস্ফূর্ত গেরিলা ইরাকীর নাম ছালাহুদ্দীন। পেশায় জেলে। নদীতে মাছ ধরার পাশাপাশি এই অসম সাহসী ব্যক্তি পরপর কয়েক দফা সফল হামলা চালান মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে। ছালাহুদ্দীন তার প্রকৃত নাম নয়। কৌতূহলী সাংবাদিকরা সাক্ষাৎকারে তার নাম জানতে চাইলে তিনি এই নামেই তার নিজের পরিচয় দেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকায় মার্কিনীদের বিরুদ্ধে ছদ্মনামে গেরিলা হামলা চালাতে হচ্ছে। অবশ্য তার ছালাহুদ্দীন নাম ধারণ করার পিছনে অন্য একটি গৌরবজনক কারণও রয়েছে। ঐতিহাসিক ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেড) মুসলিম পক্ষের বীর নায়ক ছালাহুদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি একজন জিহাদী ব্যক্তি হিসাবে নিজের নাম রেখেছেন ছালাহুদ্দীন। তিনি মার্কিন-বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন, আমি দিনের বেলায় মাছ শিকার করি এবং রাতে শিকার করি মার্কিন সৈন্য। তার মতে মার্কিন সৈন্য শিকার করা মাছ শিকার করার চেয়ে অনেক সহজ।

রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থেকে ছাত্ররা দেশের অর্থ অপচয় করে

-মাহাথির

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ গত ৬ সেপ্টেম্বর বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র পড়াশোনায় মনোযোগী না হয়ে নিজেদেরকে রাজনীতিতে ব্যস্ত রেখেছে, তারা কেবল দেশের অর্থের অপচয় করছে। এই অর্থ এদের পেছনে ব্যয় না করে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কতিপয় ছাত্র ক্যাম্পাস বহির্ভূত রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়। তারা পড়াশোনা করে না।

ফিলিস্তীনী প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

ফিলিস্তীনের প্রধানমন্ত্রী মাহমূদ আব্বাস গত ৬ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেছেন। চার মাস আগে তিনি এই পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে তার আগে থেকেই মতপার্থক্য ছিল। তারপরও প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত তাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখেই তিনি তাকে প্রধানমন্ত্রী করেন। গত চার মাসে তাদের মধ্যকার মতপার্থক্য হ্রাস তো দূরের কথা, আরো বৃদ্ধি পায়। প্রধানমন্ত্রী মাহমূদ আব্বাস আরো ক্ষমতার প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি ফিলিস্তীনী নিরাপত্তাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের নিরংকুশ ক্ষমতা দাবী করেন, যা প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের হাতে ন্যস্ত। প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত জনরোষ বৃদ্ধির আশংকায় এই ক্ষমতা হস্তান্তরে রাযী হ'তে পারেননি।

দ্বিতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রী মাহমূদ আব্বাস রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দাবী করেন। এই ক্ষমতাও নানা কারণে প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত দিতে রাযী হননি। বস্তুতঃ এই দু'টি ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তরিত হ'লে প্রেসিডেন্টের হাতে আসলে কোন ক্ষমতাই থাকে না। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তীনী পার্লামেন্টের কাছে তাকে উল্লেখিত ক্ষমতা প্রদান অথবা অপসারণের আহ্বান জানান।

বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে সেতু বন্ধনের উদ্যোগ নিচ্ছে মালয়েশিয়ার একটি কোম্পানী

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মালয়েশিয়াভিত্তিক একটি আইসিটি নেটওয়ার্কিং কোম্পানী বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে সেতু বন্ধনের উদ্যোগ নিচ্ছে। কোম্পানীটি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সদস্য দেশগুলিকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সহায়তা করবে। বিশেষ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে ব্যবসা, অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তথ্য বিনিময় করবে। কোম্পানীটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি ডঃ ইস্কান্দার বাহারিন বলেন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট বিশ্ব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মুসলমানদের লিংকেজ ও নেটওয়ার্কের সুবিধা দিতে পারে। কোম্পানীটি দশম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য অফিসিয়াল ওয়েব সাইট সৃষ্টি করবে।

যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নেয়ার জন্য যৌনতা ও সন্ত্রাসে পূর্ণ বিদেশী ছায়াছবিই দায়ী

-মাহাথির

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ সেদেশের যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নেয়ার দায়ে যৌনতা ও সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ বিদেশী ছায়াছবিকে দায়ী করেছেন।

'দি নিউ সানডে টাইমস' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব ছাড়া কি আর কোন ছবি নেই? সমস্ত কিছু জুড়ে শুধু যৌনতা আর সন্ত্রাস। তিনি হলিউডের জনপ্রিয় তারকা আরনল্ড শোয়ার্জনিগারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'থামাও এসব, বদলাও এসব গোলাগুলি আর হত্যা'।

ইরাক যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১১২৪ সৈন্য আহত

ইরাকী নেতা সাদ্দাম হুসাইনের প্রতি অনুগত সৈন্যদের অব্যাহত হামলায় রণাঙ্গণে নাটকীয়ভাবে মার্কিন সৈন্যদের হতাহত হওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিদিন গড়ে অন্তত ১০ জন সৈন্য লড়াইয়ে আহত হচ্ছে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মার্চে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এক হাযার ১শ' ২৪ জন মার্কিন সৈন্য আহত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ১ মে ইরাকে বড় ধরনের লড়াই শেষ হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর অপ্রত্যাশিতভাবে যে সমস্ত মার্কিন সৈন্য আহত হচ্ছে তাদের কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে। ইরাকে বর্তমানে আহতের সংখ্যা ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দ্বিগুণের চেয়ে বেশী। গত আগষ্টে মার্কিন সৈন্যদের উপর গেরিলা হামলার সংখ্যা ৩৫ শতাংশের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ সপ্তাহে ৫৫ জন আহত হয়। ১৯ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ৫৫০ জন সৈন্য আহত হয়। পরবর্তীকালে ১ মে থেকে এ পর্যন্ত আরও ৫৭৪ জন সৈন্য আহত হয়েছে।

অধিকৃত ইরাককে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে দেওয়া হবে না

-মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া জোর দিয়ে বলেছে, অক্টোবরে তার দেশে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) দশম শীর্ষ সম্মেলনে ইরাককে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ হামীদ আলবার গত ৭ সেপ্টেম্বর এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, যতদিন ইরাক ইরাকীদের হাতে না আসবে এবং ইরাকীদের দ্বারা ইরাকের নেতা নির্বাচিত না হবে, ততদিন ওআইসিতে ইরাকের আসন শূন্য থাকবে। আলবার বলেন, ইরাক পরিস্থিতি এবং সেদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। মুসলমানরা চায়, যুক্তরাষ্ট্র যেন ইরাক ছেড়ে চলে যায় এবং তারা আরো কামনা করে, ইরাকীদেরই তাদের নেতা নির্বাচন করতে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, জার্মানী ও ফ্রান্সের মতই মালয়েশিয়া ইরাকে জাতিসংঘকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করতে চায়।

লিবিয়ার উপর থেকে জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

লকারবিতে প্যানএস বিমান বিস্ফোরণ ঘটনার ১৫ বছর পর লিবিয়ার উপর আরোপিত জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে ১৩-০ ভোটে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব পাস হয়। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। এর আগে গত আগষ্ট মাসে দুর্ঘটনার দায়িত্ব মেনে নিয়ে নিহত ২৭০ জন আরোহীর জন্য লিবিয়া ২শ' ৭০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাযি হয়।

ইরাকের মাটিতে মার্কিন সৈন্যদের কবর রচনা করুন!

-ওসামা বিন লাদেন

যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকী পালনের প্রাক্কালে গত ১০ সেপ্টেম্বর কাতার ভিত্তিক আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভিডিও টেপে ওসামা বিন লাদেন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, আমেরিকানদের উপর আরো আঘাত হানা হবে। তিনি ইরাকে মার্কিন সৈন্যদের কবর রচনা করার জন্য ইরাকী গেরিলাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রায় দু'বছরের মধ্যে ওসামা বিন লাদেনের এটি প্রথম ভিডিও চিত্র। ৮ মিনিটের এই টেপে দেখানো হয়েছে, বিন লাদেন তার প্রধান সহচর আয়মন আল-জাওয়াহিরির সঙ্গে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হাঁটছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিন লাদেন সুস্থ আছেন এবং সক্রিয় রয়েছেন। এটা বুঝানোর জন্য এবং আল-কায়েদা সদস্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্যই দৃশ্যত এই টেপ প্রচার করা হয়েছে। টেপে আরো বলা হয়েছে, আল-কায়েদা এ পর্যন্ত যে হামলা চালিয়েছে তা ছিটেফোঁটা মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই পুরোদমে এখনো শুরু হয়নি।

জাতিসংঘ গল্লগুজবের আসর

-মাহাথির

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ জাতিসংঘকে একটি গল্লগুজবের আসর হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, সদস্যদের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে পরিবর্তন আনার কোন রাজনৈতিক ইচ্ছা এ বিশ্বসংস্থার নেই। গত ১০ সেপ্টেম্বর পুত্রজোয়া সম্মেলন কেন্দ্রে আসন্ন ১০ম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, যেখানে বাদবাকী বিশ্বকে আরো গণতান্ত্রিক হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে সেখানে বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ উন্নত দেশ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে গণতান্ত্রিক নয়। মাহাথির বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্বসংস্থার সেকেলে বিশ্বশক্তির কাঠামোই প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। আমার মনে হচ্ছে, বিশ্বশক্তি আবার জাতিসংঘকে অবজ্ঞা করবে। কারণ আমরা তাদের হাতে ভেটো ক্ষমতা তুলে দিয়েছি। কিন্তু তারা নিজেদের ভেটো ক্ষমতাকে সম্মান দিচ্ছেন না। সুতরাং জাতিসংঘের আর কোন গুরুত্ব নেই। তিনি আরো বলেন, ভেটো ক্ষমতার অধিকারী যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়া এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মতামত উপেক্ষা করে ইরাকে হামলা চালিয়েছে।

ইরাকে হযরত আলী (রাঃ)-এর মাযারে বোমা বিস্ফোরণ

বাগদাদের ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ইরাকের মধ্যাঞ্চলীয় শহর নাজাফে গত ২৯ আগষ্ট শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রিয় জামাতা হযরত আলী (রাঃ)-এর মাযারের প্রবেশপথের বাইরে এক শক্তিশালী গাড়ীবোমা বিস্ফোরণে সর্বোচ্চ শী'আ নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকের আল-হাকীম সহ কমপক্ষে ৮০ জন মুছল্লী নিহত এবং প্রায় ২০০ জন আহত হন। এ ভয়াবহ গগণবিদারী বিস্ফোরণে সেখানে থাকা পাঁচটি গাড়ী এবং আশপাশের বেশ কয়েকটি দোকান ভস্মীভূত ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিছু দোকান ও স্থাপনা মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

নিহত আল-হাকীমের পরিবার ও সংখ্যাগুরু শী'আ গোষ্ঠীগুলি এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সাদ্দাম হুসাইনের অনুগত বাহিনীকে দায়ী করেন। তবে কোন গোষ্ঠী এ বর্বরোচিত হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেনি।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বোবাদের জন্য ভাব প্রকাশের যন্ত্র

বোবাদের জন্য সহজে ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রে মেরিল্যাণ্ডে ইনস্টিটিউট অব ডিজএবলিটিজ রিসার্স এণ্ড ট্রেনিং ইনকর্পোরেটর গবেষক জোসে হার্নেন্দেজ রেবোলার। এই যন্ত্রের নাম একসিলি গ্লোব। এতে রয়েছে বিশেষ ধরনের দস্তানা যা হাতে পরতে হয়। হাতের ভঙ্গির সাথে সাথে যন্ত্রের মনিটরে ফুটে উঠবে ভাষা। ফলে মুখে কথা না বলেও বোবারা হাত নেড়ে যেকোন ব্যক্তিকে মনের ভাব বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

নিরাপত্তার নতুন যন্ত্র

নিরাপত্তার চিন্তায় ব্যস্ত সবাই। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও নিশ্ছিদ্র করতে পৃথিবীতে বহু গবেষণা হয়েছে, উদ্ভাবিত হয়েছে অনেক যন্ত্র। গবেষণা বা যন্ত্র উদ্ভাবন এখনো থেমে থাকেনি। এরই ধারাবাহিকতায় জাপানের প্রখ্যাত ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র নির্মাতা 'হিটাচি' উদ্ভাবন করেছে নতুন ধরনের বায়োমেট্রিক সিকিউরিটি সিস্টেম। এখানে পাসওয়ার্ডের বদলে যন্ত্রের নির্দিষ্ট অংশে বুড়ো আঙ্গুল রাখতে হবে। আঙ্গুলের ছাপ থেকে যন্ত্র ব্যক্তিকে চেনে নেবে, তিনি বৈধ না অবৈধ। যন্ত্রটির নাম দেয়া হয়েছে 'সেফুয়া বেইন অটেসটর'।

হাত ও পায়ের তালুর ঘাম বন্ধে মেশিন আবিষ্কার

যশোরের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ এস.এম. আবদুল্লাহ হাত ও পায়ের তালুর ঘাম বন্ধে 'সোয়েটিং রিমোভাল মেশিন সোয়েরিমা' নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তিনি যশোর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তার উদ্ভাবিত যন্ত্র দেখিয়ে দাবী করেন যে, যাদের হাত ও পায়ের তালু ঘামার দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে তাদের ঐ যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ীভাবে সমাধান করা সম্ভব। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর-এর অধীনে গবেষণার মাধ্যমে ডাঃ এস.এম. আবদুল্লাহ দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর নতুন এই রোগ নিরাময় যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বলেন, মস্তিষ্ক এ রোগের জন্য দায়ী বলা যেতে পারে। শরীরের ঘর্ম গ্রন্থিগুলি মূলতঃ শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত থাকে। বিশেষ কোন কারণে মস্তিষ্ক এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তখনি এ রোগের উদ্ভব ঘটে।

সবজি বীজ শোধন যন্ত্র

দেশে এই প্রথম সবজি বীজ শোধন যন্ত্রের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বীজ বাহিত রোগ দমনে কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার যাত্রা শুরু হ'ল। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের আইপি এম ল্যাবরেটরিতে বীজ শোধন যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। আইপি এম ল্যাব-এর প্রধান গবেষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ বাহাদুর মিঞার প্রত্যক্ষ গবেষণায় এটি উদ্ভাবিত হয়েছে। স্বল্প খরচে এবং প্রযুক্তিতে সবজি চাষীরা উক্ত যন্তটি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইপিএম ল্যাবঃ উদ্ভাবিত বীজ শোধন যন্ত্রটির ব্যবহার ও কার্যকরিতা বিষয়ে ইতিমধ্যেই সবজি চাষীদের মধ্যে ব্যাপক আশা ও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জেগেছে। প্রথমে বীজগুলিকে ঠাণ্ডা পানিতে ৩-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ভিজানোর পর যন্ত্রটির ভিতর দু'লিটার পরিষ্কার পানি দিতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার পর যন্ত্রের সামনের বাতিটি জ্বলে উঠবে। ১০ মিনিট এ অবস্থায় রাখলে যন্ত্রের পানির তাপমাত্রা ৫৩-৫৬০ সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছবে। এ সময় যন্ত্রটি নাড়াচাড়া করতে হবে, যাতে সকল অংশে সমান তাপমাত্রা বজায় থাকে। এরপর ভিজানো বীজ সরবরাহকৃত কাপড়ের নলের মধ্যে ভরে থলেসহ গরম পানিতে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এ সময় বীজভর্তি থলেটি বারবার নাড়াচাড়া করতে হবে যেন থলের সমস্ত বীজ পানির সংস্পর্শে আসে।

পৃথিবীর প্রতিবেশী মঙ্গলগ্রহ স্বচক্ষে দেখল পৃথিবীবাসী

সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী মঙ্গলগ্রহ। গত ২৭ আগষ্ট (বুধবার) দুপুর ১২-টার কিছু পরে নিকটবর্তী হয়েছিল যমজ খ্যাত সৌরজগতের দুই বাসিন্দা গ্রহ পৃথিবী ও মঙ্গল তখন পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ছিল মাত্র ৫ কোটি ৬০ লাখ কিলোমিটার। মহাকাশ বিজ্ঞান জগতের বিস্ময়কর এ ঘটনা ইতিপূর্বে ৬০ হাযার বছর আগেও একবার ঘটেছিল। তখন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা সভ্যতার উন্মেষ ঘটেনি। পৃথিবীর নিকটে আসা মঙ্গল গ্রহটিকে দেখার দুর্লভ এই সুযোগটি তাই কাজে লাগাতে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ পূর্ব থেকেই ব্যাপক আগ্রহী হয়ে উঠে। সুউচ্চ ভবনের ছাদ, খোলা মাঠ, সাতার তীর প্রভৃতি স্থানে আগ্রহীরা টেলিস্কোপ ও বাইনোকুলার নিয়ে প্রস্তুতি নেয় মঙ্গল গ্রহ দেখার। বাংলাদেশী মঙ্গল প্রেমীরাও পিছিয়ে থাকেনি। জ্যোতির্বিদ এমারখানকে সভাপতি করে বাংলাদেশে গঠিত হয় মঙ্গল উৎসব কমিটি। দেশের বিভিন্ন স্থানে টেলিস্কোপ দিয়ে সাধারণ মানুষকে মঙ্গল গ্রহ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞান চেতনায় মানুষের এই উৎসুক্য আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কাজে লাগুক এটাই সবার প্রত্যাশা।

তরুণ সিরাজুল ইসলামের উদ্ভাবন মাছের খাবার তৈরীর পিলেট মেশিন

আমাদের দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ব্যাপক ঘাটতি পূরণে মাছ চাষে কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করা আবশ্যক। প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী খৈল, কুঁড়া, শুঁটকির গুঁড়া ইত্যাদি পানিতে ছিটিয়ে দিলে যেমন অর্ধেক খাবার গলে নষ্ট হয়ে যায় এবং আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতি হয় তেমনি পুকুরের পানি নষ্ট হয়। এসব সমস্যার কথা চিন্তা করে সিরাজুল ইসলাম মিরন নামের এক তরুণ এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটি মৎস্য চাষী ভাইদের জন্য বিভিন্নভাবে উপকারী। যেমনঃ এই মেশিনে প্রতিদিন ৫০০-১০০০ কেজি দানাদার খাবার উৎপাদন করা যায়। এতে যেকোন সাধারণ লোক খাবার তৈরী করতে পারবেন। মেশিনের সাথে খাবার তৈরীর পদ্ধতি ও ফর্মূলা শেখানো হয়। নিজস্ব মেশিনে তৈরী খাবার বাজারে প্রাপ্ত খাবারের চেয়ে ৩০% কম মূল্যে তৈরী করা যায়। সুষম পিলেট খাবারে মাছের বৃদ্ধির হার ২ঃ১ অর্থাৎ প্রতি ২ কেটি খাবারে ১ কেটি মাছ উৎপাদিত হবে।

পাঠকের মতামত

দরসে কুরআনের মাননীয় লেখককে জানাই অশেষ ধন্যবাদ

মাসিক 'আত-তাহরীক' জুলাই ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত দরসে কুরআন 'দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি' শীর্ষক সুন্দর ও সার্থক দরস পেশ করার জন্য মাননীয় লেখককে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। দরসের আলোচনাটি তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর এবং সময়োপযোগী ও মনোমুগ্ধকর। চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য রয়েছে এতে চিন্তার খোরাক। মতবাদ বিক্ষুব্ধ বর্তমান বিশ্বের অনৈইসলামী সংগঠন সমূহের কথা বাদ রেখেও ইসলামের নামে দেশ-বিদেশে যে সকল সংগঠনের উৎপত্তি হচ্ছে, তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসৃত পন্থা ও পদ্ধতি অনুপস্থিত।

সম্প্রতি দেশে জিহাদ ও ক্বিতালের নামে কিছু চরমপন্থী সংগঠনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যারা কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে বিপথগামী করছে। এমনকি তাদের প্রচারিত বই-পুস্তকে কোন কোন আহলেহাদীছ নেতা ও সংগঠন এবং তাঁদের লিখিত বই-পত্রের নাম উল্লেখ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। আমার মতে, দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি ও পন্থা না জানা এবং জ্ঞানের অপরিপক্কতাই ঐ সকল চরমপন্থী ভাইদের ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করছে।

দেশের সকল ইসলামী সংগঠন দ্বীন কায়েম করতে চায়। কিন্তু দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি কি হবে, তা পরিষ্কারভাবে কেউ বলতে সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে আসছে না। সত্য ও সঠিক কথা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-ই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর সুন্নাতী জীবনাদর্শই বিশ্ব মুসলিমের নিকট চিরকালের তরে আঁধার সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ। আজও সেখান থেকেই আমাদের আলো গ্রহণ করতে হবে, পেতে হবে পথ-নির্দেশ। রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি ছিল 'দা'ওয়াত ও বায়'আত'। যার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠবে 'ইমারত ও বায়'আত'।

দরসের মাননীয় লেখক কুরআন ও সুন্নাহ্র অতল গহ্বরে প্রবেশ করে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন পদ্ধতি অবলম্বনে 'দা'ওয়াত ও বায়'আতে'র নিখুঁত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত আলোচনায় চরমপন্থী ও দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ভাইদের স্বরূপ উন্মোচন করতঃ তাদের গলদ আক্বীদা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে, দলীল-দালায়েলের ভিত্তিতে।

অত্র দরসটি কেবলমাত্র 'আত-তাহরীকে'র পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের সর্বমহলে অগণিত পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে পুস্তিকা আকারে অবিলম্বে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পরিশেষে লেখকের নিকট হতে আরও বেশী বেশী গবেষণামূলক দরস প্রত্যাশা করে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। ওয়াসসালাম।

** আব্দুল হামীদ বিন শাসসুদ্দীন*
সহকারী অধ্যাপক, ফজিলা রহমান মহিলা কলেজ নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম, ২৫শে জুলাই, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে সকাল ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত লিখিত মান উন্নয়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ছালাত ও খাওয়ার সময়টুকু বাদে অবিরতভাবে প্রশিক্ষণ চালু থাকে। যেলা সভাপতি জনাব ছদরুল আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

মাযহাবী গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে চলুন

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা, ২৭শে জুলাই, রবিবারঃ অদ্য সকাল ৮-৩০ মিনিটে কাঁটাবন জামে মসজিদে আল-হিকমা দাওয়াত ও কল্যাণ সংস্থা আয়োজিত ইমাম প্রশিক্ষণে সংস্থার সহ-সভাপতি জনাব ডঃ মুছলেহুদ্দীনের পরিচালনায় 'ইজতিহাদ যুগে যুগে' শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মুসলিম জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম মানবজাতির চিরন্তন কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানবজীবনের সম্ভাব্য সকল সমস্যার মৌলিক সমাধান নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন ইসলামের বাস্তব রূপকার। তাঁদের রেখে যাওয়া দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন পরিচালনা করাই হ'ল ইসলামের মূল দাবী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে সংকলিত ইসলামের বিধান সমূহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নিঃসন্দেহে সর্বযুগীয় সমাধান। কুরআন ও সুন্নাহে অভিজ্ঞ ও তাক্বওয়াশীল বিদ্বানগণের দায়িত্ব হ'ল সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয় সমূহে সমাধান খুঁজে বের করা। সমস্যার মৌলিক প্রকৃতি সকল যুগে এক হ'লেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে ধরণ ভিন্ন হ'তে পারে। শরী'আত গবেষণা তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে সে সব সমস্যার সমাধান দিয়ে যেতে হবে। নইলে ইসলামকে মানুষ মধ্যযুগীয় বলে প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন আজকাল অনেকের মধ্যে উক্তরূপ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই মাযহাবী গোঁড়ামী পরিত্যাগ করতে হবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে। সর্বদা উক্ত দুই উৎস থেকে আলো নিতে হবে ও যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দানে ইজতিহাদে মনোনিবেশ করতে হবে।

কেননা আল্লাহ পাক ইজতিহাদের এই নে'মতকে ক্বিয়ামত অবধি তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের জন্য অবারিত রেখেছেন। এটি কখনোই বিগত কোন একটি যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় বক্তব্যে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, ইজমায়ে ছাহাবা ও বিগত বিদ্বানগণের বহু উদ্ধৃতি প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন। যাতে উপস্থিত ইমাম ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

মসজিদ উদ্বোধন

দিনাজপুর, ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য চিরিরবন্দর উপযেলাধীন ভাবকী-চণ্ডীপাড়া নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্বোধনী খুৎবা প্রদানকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'মানবজাতির শত্রু' বলে ধিকৃত ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭৪-১৭৮৫)-এর স্বৈর শাসনামলে এবং 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ভূমিহীন করে হিন্দু জমিদারদের চিরস্থায়ী দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধকারী হিংস্র খলনায়ক লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)-এর অবর্ণনীয় যুলুমের মধ্যেও দিনাজপুরের এই অজ পাড়াগাঁয়ে মযলূম আহলেহাদীছগণের পক্ষে ১৭৮০ সালে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক ব্যাপার ছিল বৈ-কি! তিনি বলেন, বিগত দিনে আহলেহাদীছগণের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবর্ষ ব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের রক্তরাঙা পথ বেয়েই আজ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো আমরা লাভ করেছি। দখলদার বিদেশী বেনিয়া ইংরেজ দস্যুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের সূচনাকারী আমাদের সেই বীর পূর্ব-পুরুষদের সোনালী ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে আজ যারা আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বসবাস করছি, আমাদেরকে সবসময় স্বদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সর্বোপরি ইসলামী ঐতিহ্যের নিরংকুশ ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। ইসলামের নামে যেসব শিরক ও বিদ'আত এবং হিন্দুয়ানী ও পাশ্চাত্য রসম-রেওয়াজ আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে, সেসব থেকে সমাজকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। নইলে আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই বিদেশীরা আমাদের উপরে শাসন ও শোষণ চালাবে, যা তারা এখনো কমবেশী চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব ফিরে চলুন মদীনার সেই ফেলে আসা নির্ভেজাল ইসলামের দিকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে, আমাদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির দিকে।

তিনি স্থানীয় মুছল্লীদের নিকট থেকে এই মসজিদকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত রাখার ব্যাপারে এবং সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী মসজিদ পরিচালনা ও ইবাদত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ওয়াদা গ্রহণ করেন।

বক্তব্যের শুরুতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উক্ত মসজিদের কুয়েতী দাতা ও দাতাসংস্থা 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী' বাংলাদেশ অফিসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ পাকের নিকটে তাদের জন্য খাছ দো'আ করেন।

উল্লেখ্য যে, মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে প্রোগ্রাম পাওয়ার পরে স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সংগঠনের মাধ্যমে সর্বত্র যে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। চিরিরবন্দরের ঘুঘরাতলী বাজার থেকে বৃষ্টিঝরা আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' মুক্তির একই পথ, দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখর করে ১৮ কিঃ মিঃ রাস্তা হোণ্ডা ও মাইক্রোর বহর যখন ভাবকী মসজিদের অনতিদূরে পৌঁছে, তখন সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত হাযারো মুছল্লীর আবেগভরা শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

জুম'আর পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্থানীয় ও যেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘরোয়া আলোচনায় বসেন ও তাদেরকে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি ডাঃ এনামুল হক, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। দাতা সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকুন!

-আমীরে জামা'আত

ঢাকা, ২৮ ও ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ নাজিরা বাজার মাদরাসাতুল হাদীছ কিণ্ডার গার্টেনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ২ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর আলোকে সমাজকে ঢেলে সাজাতে চায়। মানব রচিত কোন ধর্মীয় বা বৈষয়িক বিধান নয়, বরং আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের যথাযথ অনুসরণই মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনকে' এগিয়ে নেয়ার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের স্বার্থে জান-মাল সময় ও শ্রমের কুরবানী দিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জঙ্গী তৎপরতার সাথে আহলেহাদীছদের জড়িয়ে যে বিকৃত রিপোর্ট প্রচার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীগণ কোনরূপ সহিংস ও চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়। তারা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। জিহাদের নামে কোনরূপ সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িত না হওয়ার জন্য তিনি কর্মীদেরকে নির্দেশ দেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের সুসংগঠিত অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করার জন্য মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র

ও অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকার জন্য তিনি কর্মীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদ প্রমুখ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যেলা পর্যায়ের নেতা-কর্মীগণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন।

সোনামণি

৫ম বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী ২০০৩ সমাপ্ত

রাজশাহী, ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি' -এর ৫ম বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান রাজশাহী শহরের ঐতিহ্যবাহী যেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, 'সোনামণি' সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও পবা-বোয়ালিয়া আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মীযানুর রহমান মিনু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব মীযানুর রহমান মিনু বলেন, সোনামণিরাই দেশ ও জাতীর সম্পদ। আজকের সোনামণিদের মধ্যেই ভবিষ্যত বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও আবিষ্কারক লুকিয়ে আছে। তিনি বলেন, এ জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। সোনামণিদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমেই এই সম্পদ সংরক্ষণ সম্ভব। তিনি জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'র উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা কনের।

বিশেষ অতিথির ভাষণে 'ফুলকুঁড়ি' রাজশাহী যেলা উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর শাহ হাবীবুর রহমান বলেন, ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য ছোট্ট মণিদেরকে ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলা অপরিহার্য শর্ত। সেকারণ 'সোনামণি'দের এ সুন্দর প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'সোনামণি' একটি জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক শিশু-কিশোর সংগঠন। এ সংগঠন কচিপ্রাণ সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর আদর্শে জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবল যখন সোনামণিদের মগজ ধোলাই করে ক্রমশঃ অন্যায়-অশ্লীলতার উস্কানী দেয়, তখন অত্র সংগঠন শিশু-কিশোরদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানায়। সাথে সাথে এদেশে প্রচলিত বস্তুবাদী সাহিত্য ও শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত ইসলামী সাহিত্যের বিপরীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল সাহিত্য উপহার দেওয়ার মাধ্যমে 'সোনামণি' এ দেশের শিশু সাহিত্যে একটি নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে। তিনি বলেন, আজকের সোনামণিদের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব লুকিয়ে আছে। একজন আদর্শ সোনামণিই পারে বড় হয়ে একজন আদর্শ নেতা হ'তে। আর আদর্শ নেতা ও আদর্শ কর্মী বাহিনী ব্যতীত কখনো আদর্শ সমাজ গড়া সম্ভব নয় এবং সুস্থ ধারার রাজনীতি পরিচালনাও সম্ভব নয়। তিনি উপস্থিত সুধীগণকে তাদের সন্তানদের সোনামণি সংগঠনের সদস্য করার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে ধন্যবাদ বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিশেষ অতিথি ২০০৩ সালে জাতীয় ভাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় 'সোনামণি' সংগঠনের আয়োজনে 'যৌতুকের মরণ কৌতুক' শিরোনামে একটি মনোজ্ঞ সংলাপ পরিবেশিত হয়। যা উপস্থিত সুধীজন কর্তৃক বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়।

রিজ হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট
প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতিন
এখানে যাবতীয় খাবার ও নাস্তা পাওয়া যায় এবং রামাযান মাসে ইফতারী ও সাহরীর সু-ব্যবস্থা আছে ও অর্ডার মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।
লক্ষীপুর, গ্রেটার রোড, রাজশাহী

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ আমি ফজর ও এশার সময় যখন আযান দিতে আরম্ভ করি, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। যতক্ষণ আযান দিতে থাকি কুকুরও ততক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে। এর কারণ কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুছ ছামাদ
খলসী জামে মসজিদ
হেলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযানের সময় শয়তান পালাতে থাকে এবং কুকুর তা দেখতে পায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান আযান শুনে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালাতে থাকে। আযান শেষ হ'লে ফিরে আসে। আবার এক্বামতের সময় পালিয়ে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫ 'আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের জবাব দান' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা রাতে কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাবে, তখন আল্লাহ্র নিকটে শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাইবে। কারণ তারা এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৩০২ 'খাদ্য' অধ্যায়, 'পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই কুকুরের চিৎকারের সময় 'আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলা ভাল।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সম্পন্ন করতে নাকি ২৭ বছর সময় লেগেছিল? এর সত্যতা কতটুকু?

-এম, এ, রহমান
সিলেট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজের সময়সীমা সম্পর্কিত উল্লেখিত বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ হয়েছিল রাতের প্রথমাংশে অল্প সময়ের জন্য। সূরা বনু ইসরাঈলের ১নং আয়াতে বর্ণিত أَسْرَى ক্রিয়াপদ দ্বারা রাত্রিকালীন ভ্রমনকে বুঝানো হয়েছে। তারপরও 'রাত' (لَيْلًا) শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক (نكرة) ভাবে ব্যবহার করে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনাটি সম্পূর্ণ রাত্রিতে নয়; বরং রাত্রির কিছু অংশে ঘটেছে *(তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/২০৬ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ জিনেরা কি সত্যিই মানুষের উপর আছর করে এবং মানুষের মাধ্যমে কথা বলে? জিন তাড়ানোর জন্য কোন মৌলভী ছাহেবের শরণাপন্ন হওয়া এবং জিনের আছর থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-আসিফ আহমাদ
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জিন মাঝে মধ্যে মানুষের উপর আছর করে এবং মানুষের মাধ্যমে কথা বলে। জিনেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৬/৮৯ পৃঃ)*। তাদের মধ্যে মুমিন ও কাফির উভয়ই রয়েছে *(জিন ১১ ও ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) জিনদের ক্ষতি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন। যেমন- পেশাব-পায়খানায় গেলে জিন থেকে পরিত্রাণ চেয়ে দো'আ পড়তে বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৫৭ 'পায়খানা-পেশাবের আদব' অনুচ্ছেদ)*। জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সূরা নাস ও ফালাক্ব পাঠ করা। যদি কোন মৌলভী ছাহেব কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে জিনের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তার নিকটে যাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহ'লে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা নেওয়া যাবে কি?

-আবু মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে এবং অনুরূপ দরিদ্রের মাঝে ফিৎরা বন্টনও করা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফিৎরা ফরয করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা হচ্ছে ফক্বীর-মিসকীনদের খাদ্য' *(আবুদাঊদ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/১৮১৮)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে, তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা গ্রহণ এবং তাদের মধ্যে ফিৎরা বন্টন দু'টিই করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ ছহীহ হাদীছ মতে তারাবীহ্র ছালাত কত রাক'আত? দলীল সহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
মহিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে বিতর সহ ১১ রাক'আতের বেশী রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি *(বুখারী ১/১৫৪, পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযান মাসে লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত (তারাবীহ্র) ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(মুওয়াত্ত্বা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত*

Contents

হা/১৩০২ হাদীছ ছহীহ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১২২৮ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৯-১০৩)।

বঙ্গানুবাদ মিশকাতে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী মুওয়াত্ত্বা মালেক বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় দু'কূল বাঁচিয়ে লিখেছেনঃ 'সম্ভবতঃ হজরত ওমর (রাঃ) প্রথমে বিতর সহ এগার রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আমলেই তারাবীহ্ বিশ রাকাত স্থির হয়, অথবা স্থায়ীভাবে ২০ রাকাতই স্থির হয়, কিন্তু কখনও আট রাকাত পড়া হইত' *(ঐ, ৩/১৯৯)*। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক স্বীয় বঙ্গানুবাদ বুখারীতে ১১ রাক'আতের ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছেন *(ঐ, তারাবীর নামায অধ্যায় ২/১৯৬)* এবং তাঁর হিসাব মতে ২০ রাক'আতের সাত খানা যঈফ হাদীছ দিয়ে বুখারীর ছহীহ হাদীছকে রদ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে বলেন, 'দুর্বল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও একই মর্মে বর্ণিত হইলে তাহা গ্রহণীয় হইবে' (ঐ)।

মাওলানা মওদূদী একইভাবে কতগুলি জাল-যঈফ হাদীছ ও আছার একত্রিত করে যুক্তিবাদের সাহায্যে ছহীহ হাদীছ সমূহকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন *(দ্রঃ বঙ্গানুবাদ রাসায়েল ও মাসায়েল পৃঃ২৮২-২৮৬; বঙ্গানুবাদ বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ২/২৭৯-৮২ হা/১৮৭০ -এর টীকা নং ২৮)*। অথচ এটাই সর্বসম্মত মূলনীতি যে, إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ 'যখনই হাদীছ উপস্থিত হবে, তখনই যুক্তি বাতিল হবে'। এখানে ছহীহ হাদীছের বিধান সেটাই, যা উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা। তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। কেননা সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় বর্ণিত ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমরের যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২)*। অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা বাজারে চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। হাদীছের বর্ণনাকারী ইমাম মালেক নিজে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন, যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত *(হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩ -এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২)*।

বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ)*। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, বিশ রাক'আত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(আরফুশ শাযী, 'তারাবীহ' অধ্যায়, পৃঃ ৩০৯)*। হেদায়া কিতাবের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(নাছবুর রা'য়াহ ২/১৫৩ পৃঃ)*। আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়, যা বাজারে প্রচলিত আছে। এছাড়া ইবনু আবী শায়বাহ বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(মাছবাতা বিসসুন্নাহ পৃঃ ২১৭)*। দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বাসিম নানুতুবী বলেন, বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, যা বিশ রাক'আতের চাইতে জোরদার *(ফুয়ূযে ক্বাসিমিয়াহ, পৃঃ ১৮)*। হানাফী ফিক্বহ 'কানযুদ দাক্বায়েক্ব'-এর টীকাকার আহসান নানুতুবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি; বরং আট রাক'আত পড়েছেন *(হাশিয়া কানযুদ দাক্বায়েক্ব, পৃঃ ৩৬; এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত 'ছালাতুত তারাবীহ' নামক তথ্যবহুল কিতাবখানি)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ রুনাউল তাসলীমা
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ যেসব টিকা বা ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি ছিয়াম অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগ মুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন' *(বুখারী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩২; মির'আত ৬/৪০৬ পৃঃ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ ইদানিং অনেক লোক হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম বাঁধার পর জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মদীনায় যান এবং মদীনা থেকে ফিরে এসে মক্কায় হজ্জের কাজ সমাধা করেন। এতে হজ্জের কোন ত্রুটি হয় কি?

-হাজী আব্দুল আযীয
বলিহারী, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ হজ্জ ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মদীনায় যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ব স্ব মীক্বাত থেকে হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র দিকে যেতে বলেছেন, মদীনার দিকে নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৬ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যার সামর্থ্য আছে সে যেন আল্লাহ্র জন্য আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। তবে হজ্জের কাজ সমাধা করার পর মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ রামাযান মাসে কয়েকজন মাদরাসার ছাত্রকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে মৃত পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা হয়, এটা কি শরী'আত সম্মত?

-ডাঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
মহিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে হৌক বা রামাযানের বাইরে হৌক মৃত ব্যক্তির জন্য আলেম-ওলামা বা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো শরী'আত সম্মত নয়। মৃত ব্যক্তির নামে নিজে কুরআন তেলাওয়াত করুক অথবা অন্য লোক দ্বারা করা হৌক, তা বিদ'আত হবে। এরূপ নিয়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় চালু ছিল না *(যাদুল মা'আদ ১/৫২৭ পৃঃ; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪/৩৪২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২ পৃঃ)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয়। *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪/৩০০ পৃঃ)*।

এতদ্ব্যতীত দেশে প্রচলিত কুলখানি ও চেহলাম বা চল্লিশার খানা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। এমনিভাবে কেউ মারা যাওয়ার পর লাশের অনতিদূরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করার কোন প্রমাণ শরী'আতে নেই। মৃত ব্যক্তি এসবের কিছুই জানতে পারেন না। তার আমলনামায় এসবের কিছুই পৌঁছে না। এজন্য অপচয় ও 'রিয়া'-র গোনাহ হ'তে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁচতে পারেন না। রাসূল (ছাঃ) ও চার খলীফার জন্য কুলখানি ও চেহলামের ব্যবস্থা কখনোই ছিল না। অতএব অন্য ধর্মের অনুকরণে আমাদের মধ্যে চালু হওয়া এই সব বিদ'আত থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের তওবা করা উচিত। *(দ্রঃ আত-তাহরীক, মার্চ ১৯৯৮, প্রশ্নোত্তর ৪/৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ রামাযান মাসে জামা'আতের সাথে বিতর ছালাত পড়ার হুকুম কি?

-মুহাম্মাদ আল-আমীন (মাষ্টার)
গ্রাম ও পোঃ টেংগার চর
ভূঁইয়া বাড়ী,গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে জামা'আতের সাথে বিতর ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭ তিনরাত লোকজন নিয়ে জামা'আত সহকারে বিতর সহ যে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত আদায় করেছিলেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)* এবং ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী-কে যে ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*, সেখানেও শেষের রাক'আত বিতর ছিল। অতএব রামাযান মাসে বিতর ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যাবে।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখল যে, সূচী মোতাবেক আর মাত্র ১ মিনিট বাকি আছে। সে ব্যক্তি ছিয়াম পালনের নিয়তে এক গ্লাস পানি পান করে নিল। এক্ষণে সাহারী না খাওয়ার কারণে তার ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-নযরুল ইসলাম নিযামী
আতা নারায়ণপুর, ইসলামিয়া মাদরাসা
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারীর সময়সূচীর ১ মিনিট বাকী থাকলেও সে সময় এক লোকমা খাদ্য বা এক ঢোক পানি পান করলে সাহারী আদায় হয়ে যাবে এবং সাহারী খাওয়ার ফযীলত পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা 'সাহারী ওয়াজিব নয়' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। জীব বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহারিক খাতায়, পরীক্ষায় এবং ক্লাসে প্রতিনিয়ত ব্যাঙ, কেঁচো, মানুষ, মানুষের কঙ্কালসহ বিভিন্ন প্রাণীর ছবি বাধ্য হয়ে আঁকতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ রাকিব রায়হান
বড় কুঠিপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রাণীর ছবি তোলা ও ছবি অংকন করা শরী'আতে জায়েয নয়। কেননা দু'টির ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া একই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যারা এসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন আযাবপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

অবশ্য যদি সম্মান প্রদর্শন কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য না হয়, তবে বিভিন্ন হাদীছের আলোকে বলা চলে যে, বাধ্যগত কারণে জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা, অংকন করা ও প্রস্তুত করা চলে। যেমন- পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলা, শিক্ষার জন্য জীব বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় প্রাণীর ছবি অংকন ইত্যাদি। সুতরাং এজন্য ক্লাসে প্রাণীর ছবি অংকন করাতে ইনশাআল্লাহ কোন পাপ বা শাস্তি হবে না। *(বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে হাদীছ, 'ছবি ও মূর্তি' সেপ্টেম্বর ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের সর্বনিম্ন সময়সীমা কত? কোন মহিলা ১৮০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ গর্ভধারণের পূর্ণ ছয় মাসের মধ্যে প্রসব করলে স্বামীর পক্ষে বিনা প্রমাণে স্ত্রীর উপর সন্দেহ পোষণ করা কি ঠিক হবে?

-মাওলানা আবুল কাসেম
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের সর্বনিম্ন সময়সীমা ছয় মাস। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে এরশাদ করেন,

'সন্তানের গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল মোট ৩০ মাস' *(আহক্বাফ ১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সন্তানবতী নারীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে, যদি সে দুধপান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

আলী (রাঃ) ১ম ও ২য় আয়াত দ্বারা গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা পূর্ণ ছয় মাস নির্ধারণ করেছেন। এটিই হচ্ছে সর্বাধিক ছহীহ ও শক্তিশালী দলীল এবং অধিকাংশ ছাহাবী (রাঃ) এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহানী বলেন, এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রীয় জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেছিল। ঐ মহিলা পূর্ণ ছয় মাসে সন্তান প্রসব করলে তার স্বামী ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে ঘটনা বর্ণনা করে। ওছমান (রাঃ) উক্ত মহিলাকে 'রজম' বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার চিন্তা করেন। একথা আলী (রাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনি কি এই আয়াত পড়েননি? দু'বছর হ'ল দুধ পান করার সময়সীমা। বাকী ছয় মাস হ'ল গর্ভধারণ। এই মোট ত্রিশ মাস আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একথা শোনার পর ওছমান (রাঃ) 'রজম' করা হ'তে বিরত থাকেন *(ইবনু আবী হাতেম, সনদ ছহীহ, তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আল-আহক্বাফের ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা; ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৬৭৬ পৃঃ, 'গর্ভধারণের সময়সীমা' অধ্যায়)*।

অতএব ছয় মাস সময় পূর্ণ করে সন্তান প্রসব করলে স্বামীর সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় বিনা প্রমাণে স্ত্রীর উপর স্বামীর সন্দেহ পোষণ করা শরী'আত সম্মত হবে না।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ কয়েক জন বখাটে ছেলে একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে কতিপয় বন্ধু মিলে প্রতিহত করি। এতে আমাদের বদলা কি হবে?

-মাহমূদ
কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ অসহায় মানুষের ইযযত ও জান-মাল ইত্যাদি রক্ষা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। উক্ত কারণে নিহত হ'লে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩৫৪, ১৩৫৬)*। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে প্রতিবাদ করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে আগুনকে সরিয়ে নিবেন'। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ জনৈক খতীব ছাহেব খুৎবায় সালাফী ও আহলেহাদীছদের সম্পর্কে চরমভাবে সমালোচনা করে মাযহাব না মানার পরিণতি সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি পেশ করেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'। তিনি আরো বলেন যে, 'আহলেহাদীছের মৃত্যু কাদের ন্যায় হবে হাদীছ দ্বারা ভালভাবে বুঝে নিন'। উক্ত হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুস সাত্তার
হাট নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বর্ণনাটি জাল। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, এ রকম শব্দবিশিষ্ট হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। এটি শী'আ ও ক্বাদিয়ানীদের বই সমূহে পাওয়া যায় *(সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ হা/৩৫০, ১/৩৫৪ পৃঃ)*।

সুতরাং ইমাম ছাহেব শী'আ ও ক্বাদিয়ানীদের অনুসরণ করে জাল ও বানাওয়াট হাদীছ দ্বারা মাযহাব সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে মুছল্লীদের বিভ্রান্ত করেছেন মাত্র।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ সুপারী খেলে নাকি মাথায় চক্কর দেয়। একথা শুনে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, সুপারী খাওয়া হারাম। এটা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
গ্রামঃ মহিষা শহর, পোঃ পামুড়ীহাট
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মাথায় চক্কর দিলেই তা মাদক হয় না। তাছাড়া শুকনা সুপারি মাথায় চক্কর দেয় না। অতএব সুপারি খাওয়া হারাম নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮, 'মদের বর্ণনা ও মদ্যপায়ীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে বস্তুর বেশীর ভাগ মাদকতা আনে, তার অল্প পরিমাণও হারাম' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ কোন কোন মসজিদের ইমাম বালা মুছীবতের সময় লোকদেরকে তাবীয লিখে দিয়ে থাকেন। তাদেরকে নিষেধ করার পরও তারা মানছেন না। এরূপ শিরককারী ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় করা ঠিক হবে কি?

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'তাবীয' কুরআন দ্বারা লিখিত হোক বা মাসনূন দো'আ দ্বারা হোক অথবা অন্য কিছুর দ্বারাই হোক না কেন সবগুলিই শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধ; 'তাবীয' জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ১৭)*। অতএব এধরনের ইমামের পিছনে নিরুপায় না হ'লে সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় করা ঠিক হবে না। যদিও ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ইমামের পাপ ইমামের উপরেই বর্তাবে, মুক্তাদীর উপরে নয়। *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ 'বিদ'আতী ও ফিৎনাগ্রস্তের ইমামতি' অধ্যায় ২/২৩৯-৪১পৃঃ; হা/৬৯৫ ও ৬৯৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ প্রশ্নঃ আযানের পূর্বে ও সাহারীর পূর্বে মাইকে ক্বিরাআত ও গযল গাওয়া ইত্যাদি জায়েয কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
কিষাণগঞ্জ, বিহার
ভারত।

উত্তরঃ আযানের পূর্বে আউযুবিল্লা-হ বিসমিল্লা-হ পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সাহারীর পূর্বে লোক জাগানোর নামে মাইকে ক্বিরাআত ও গযল গাওয়া কিংবা বাদ্য-বাজনা করে দলবদ্ধভাবে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো সবই নাজায়েয। বুখারীর ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আজকাল সাহরীর সময় লোক জাগানোর নামে (আযান ব্যতীত) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত' *(ফাৎহুল বারী ২/১২৩ 'আযান' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ একটি সেনেটারী পায়খানা কেবলামুখী করে তৈরী করা হয়েছে। ইমাম ছাহেব এটি পরিবর্তন করে উত্তর-দক্ষিণে করতে বলছেন। এ বিষয়ে শরী'আতের নির্দেশ কি?

-এনামুল হক
পিরোজপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পায়খানা যেহেতু চারদিকে ঘেরা থাকে সেহেতু ক্বিবলামুখী হ'লে কোন অসুবিধা নেই। খোলা জায়গায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা ক্বিবলাকে পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ক্বিবলার দিকে উট বসিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে বসে পেশাব করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে কি নিষেধ নেই? তিনি বললেন, হাঁ। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ফাঁকা জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি ক্বিবলা ও হাজত পূরণকারীর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করা হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই *(আবুদাঊদ, হাকেম, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, ইরওয়া হা/৬১, ১/১০০ পৃঃ)*। তবে সাধারণ নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীছের *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)* আলোকে ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিছন করে টয়লেট তৈরী না করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ যোহরের ছালাত রত অবস্থায় প্রথম দু'রাক'আতের পর ঋতুস্রাব শুরু হ'লে বাকী দু'রাক'আত পূর্ণ করতে হবে, নাকি ছালাত ছেড়ে দিতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লিখিত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিতে হবে। ফাতেমা বিনতে আবী হোবায়েশ 'মুস্তাহাযা' মহিলা ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, এটি ঋতু নয় রগের অসুখ মাত্র। যখন ঋতু আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দাও। আর যখন ঋতু ভাল হয়ে যাবে, তখন গোসল কর ও ছালাত আদায় কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। সুতরাং ঋতু আসা মাত্রই ছালাত ছেড়ে দিতে হবে, বাকী ছালাত পড়তে হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার ৪ মাস পর আরো দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে যে, চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। এক্ষণে তার উক্ত বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? না হয়ে থাকলে করণীয় কি?

-হাফিযুল্লাহ
তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার পর চার মাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে সেই বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যারা মারা যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ অপেক্ষা করবে চার মাস দশ দিন' *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও সোলায়মান ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত যে, তুলাইহা আসাদিয়াহ নামক জনৈকা মহিলা রশীদ ছাক্বাফীর অধীনে ছিল। সে তাকে তালাক দেয়। তখন মহিলা ঐ ইদ্দতেই বিবাহ বসে। ফলে ওমর ফারূক (রাঃ) তাকে ও তার স্বামীকে শাস্তি দেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলেন, যদি কোন মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বসে এবং তার স্বামী তাকে সঙ্গম না করে, তাহ'লে তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামীর বাকী ইদ্দত পূরণ করবে...' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৩৬)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। যার ফলে তাকে আরও দশ দিন ইদ্দত পালন করে পুনরায় বিবাহ দিতে হবে। যদি মিলন হয়ে থাকে, তবে সেটা যেনা হবে এবং এজন্য তাকে তওবা করতে হবে *(দ্রঃ মে '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৪/১২৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ জনৈক খৃষ্টান ৩৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তার সুন্নাতে খাৎনা করতে হবে কি?

-মুসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস
খিরশিনটিকর, মিয়াঁপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যায় না কথাটি ঠিক নয়। তবে ইচ্ছা করলে খাৎনা করতে পারে। এতে স্বাস্থ্যগত অনেক উপকার রয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করেছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার 'খাৎনা' অনুচ্ছেদ ১/১১১ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২০/১২৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ জনৈক ইমাম ১ম কাতার হ'তে একটি বালককে বের করে দিয়ে বললেন, হাদীছে আছে, ওমর (রাঃ) বালকদেরকে কাতার থেকে বের করে দিতেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-শু'আইবুর রহমান
ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি 'যঈফ' *(দ্রঃ আবুদাঊদ শরহ 'আওনুল মা'বূদ ২/২৬৪ পৃঃ 'কাতারে বাচ্চাদের দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ হাদীছে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের সামনের কাতারে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮*

'ছালাত' অধ্যায়)। বাকীরা সবাই স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়াবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তার পর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে বর্ণিত আবুদাউদের হাদীছটিও 'যঈফ'। এ হাদীছে শহর ইবনে হাওশাব নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১১৫-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ একটি মাসিক পত্রিকায় দেখলাম, কেউ ঘুমালে শয়তান তার মাথার পিছনে তিনটি গিঁঠ লাগায়। দো'আ পড়ে উঠলে একটি গিঁঠ খুলে যায়। ওযূ করলে একটি খুলে যায় এবং ছালাত আদায় করলে আরেকটি খুলে যায়। আর দিনের শুরু থেকে মনে প্রফুল্লতা আসে। পক্ষান্তরে যে শয়তানের গিঁঠ তিনটি খুলতে পারে না, সে দিনের শুরু থেকে শয়তানের মত নিজেকে চালাতে শুরু করে। উক্ত বর্ণনা কি ছহীহ?

-মাহবূবুল হক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত বিবরণটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রিকালীন ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত জনৈক আলেম বললেন, ক্বিয়ামতের মাঠে মুহম্মদীদের দুই দলে ভাগ করা হবে এবং দুই দলের মাঝে পর্দা দেওয়া হবে। তন্মধ্যে একদল ফরয ছালাত পর দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত আর অপর দল দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে উভয় দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ দলটি ছালাতের পর দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত, আর এই দলটি দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত না। যারা দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত না তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলবেন, 'সুহ্ক্বান-সুহ্ক্বান' দূর হও, দূর হও। এ বক্তব্য কি ঠিক?

-আব্দুল হামীদ
বায়সা (নূরপুর)
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়, বরং বানাওয়াট। তবে বিদ'আতীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত শব্দ ব্যবহার করবেন বলে ছহীহ হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১, 'ফিতান' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ মেয়েরা অনেকেই কপালে টিপ দেয়, হাতে ও পায়ে নেইল পালিশ দেয় এবং বড় বড় নখ রাখে। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ কাওছার
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নখ বড় রাখা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নখ ছোট করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০)*। কপালে টিপ দেওয়া যাবে না। কারণ এটা হিন্দুদের সাদৃশ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আবুদাঊদ মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আচঁড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। মেয়েরা হাতে পায়ে নেইল পালিশ দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নারীদের সুগন্ধি হচ্ছে যা দেখা যায়, গন্ধ পাওয়া যায় না। আর পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে যা দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায় *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। তবে তা যেন পুরু না হয় এবং তাতে ওযূর পানি প্রবেশে বাধা না হয়।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ ইসলামে তিন সংখ্যাটির উৎপত্তি কিভাবে হ'ল? যেমন ছালাতের পর তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করা, ওযূতে তিনবার অঙ্গ ধৌত করা, মেহমানের তিনদিন যাবৎ সমাদর করা ইত্যাদি।

-হাকী হুসাইন
টি,এস,সি, কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ শুধুমাত্র যে তিন সংখ্যাটির বেশী ব্যবহার হয়েছে তা নয়; বরং অন্যান্য সংখ্যাও প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়েছে। যা কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে রয়েছে। উক্ত সংখ্যাগুলি ইসলাম আসার আগে থেকেই আরবী ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং সে অর্থেই ইসলামী শরী'আতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পৃথক কোন গুরুত্ব নেই।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ একদা ফজরের ছালাতে ইমাম ক্বিরাআত ভুল করলে আমি লোক্বমা দেই। তাতে তিনি ছালাতের মধ্যেই বলেন, এখানে তা হবে না। তিনি পরে কোন সহো সিজদা করলেন না। উক্ত ছালাত কবুল হবে কি?

-আব্দুল আলীম
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত ছালাত বাতিল হবে। কেননা ছালাতরত অবস্থায় ইমাম ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোক্ত প্রতিবাদ করেছেন। এটি সাধারণ কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি ছালাত; এর মধ্যে মানুষের সাধারণ কথাবার্তার অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই এটি হ'ল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াত মাত্র' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮ 'ছালাত' অধ্যায় 'ছালাতের মধ্যে কি কি জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৩; মির'আত ৩/৩৪০)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ একটি গাছ দীর্ঘ ১৮/২০ বছর যাবত আমার জমিতে ছিল। এখন জরিপে গাছটি প্রতিবেশীর জমিতে পড়েছে। তারা বলছে, গাছটির হকদার আমরা। অথচ গাছটি এতদিন আমি রক্ষণাবেক্ষণ করেছি। গাছটির প্রকৃত হকদার কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হাশেম
শোলমারী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বিবরণ অনুযায়ী গাছের হকদার হবেন প্রশ্নকারী নিজে। তিনি স্বীয় জমি মনে করে গাছ লাগিয়েছেন এবং রক্ষাণাবেক্ষণও করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায়

থাকে না, তখন তার আবাদকারী ঐ জমির অধিক হক্বদার হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১ 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, 'জমি আবাদকরণ' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে প্রশ্নকারী পূর্ণ গাছ বা গাছের মূল্য নিয়ে নিতে পারেন। তবে অন্যের মালিকানা প্রমাণিত হবার পর মালিকের অনুমতি ব্যতীত উক্ত জমিতে আর আবাদ করতে পারবেন না *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২০২ পৃঃ 'যে ব্যক্তি নিজের অজান্তে অন্যের জমি আবাদ করে, উক্ত আবাদের হকদার ঐ ব্যক্তি হবে' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ মীরপুর ঢাকা হ'তে জনৈকা আকিমুন্নেসা বিনতে মোস্তাক কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মাসিক মদীনায় নারী ও পুরুষের ছালাতের মধ্যে মোট ১৮টি পার্থক্য দেখানো হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কতটুকু সঠিক, তা ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হাসান
আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মাসিক মদীনায় যে ১৮টি পার্থক্য দেখানো হয়েছে তার ১৮ নম্বর পার্থক্যটি অর্থাৎ লোকমা দেওয়া ব্যতীত বাকী সবগুলিই প্রমাণহীন অথবা দুর্বল প্রমাণযুক্ত। নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*। একাকী ছালাত আদায়ের সময় বড় চাদরে তাদের আপাদমস্তক ঢাকতে হয়, যা পুরুষের জন্য শর্ত নয় *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬২ 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় তিনটি পার্থক্য রয়েছেঃ (১) নারীদের ইমাম ১ম কাতারের মধ্যে থাকবে, সামনে যাবে না *(দারাকুৎনী হা/১১৪৯২-৯৩ সনদ হাসান)* (২) নারীরা পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে পারবে না (মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮ 'জামা'আতে দাঁড়াবার স্থান' অনুচ্ছেদ) (৩) ইমামের ভুল হ'লে মহিলা মুক্তাদী নিজ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের উপর আঘাত করে লোক্বমা দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাতে কি কি কাজ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৭)*।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রচলিত অধিকাংশ ইসলামী পত্রিকাই দলীল বিহীন কল্পকাহিনী এবং যঈফ ও জাল হাদীছের বক্তব্যে ভরপুর। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ নাপাক অবস্থায় সালাম দেওয়া এবং পশু যবেহ করা যায় কি?

-মেজারুল হক
জগন্নাথপুর, মনাকষা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় সালাম দেওয়া ও পশু যবেহ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমার সাথে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাত হ'ল, এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে নিলেন এবং আমি তাঁর সাথে চলতে শুরু করলাম। তিনি এক স্থানে বসে পড়লেন। আমি তখন চুপে চুপে সেখান থেকে চলে গেলাম এবং বাড়ি এসে গোসল করলাম, অতঃপর সেখানে গিয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তখন আমি ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি বললেন 'সুবহানাল্লাহ'! নিশ্চয়ই মুমিন কখনো অপবিত্র হয় না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ বিতর সম্পর্কিত الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا আবুদাঊদে বর্ণিত এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-শেখ মহিউদ্দীন
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ বিতর সম্পর্কিত উক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। এর সনদে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল 'আতাকী নামে একজন দুর্বল রাবী আছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২৭৮ টীকা নং ২)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলের পোষ্টারে অনেক আলেমের নামের পূর্বে 'আল্লামা' লেখা দেখা যায়। আল্লামা অর্থ কি? আল্লামা লেখা যাবে কি?

-লুৎফর রহমান
মুন্সিরগাঁও, বিশ্বনাথ, সিলেট।

উত্তরঃ 'আল্লামা' শব্দটি আরবী। অর্থ- বড় জ্ঞানী। শব্দটি নামের পূর্বে ব্যবহার করা শিরক কিংবা বিদ'আত নয়। তবে ব্যবহার না করা ভাল। কারণ তাতে মানুষের মধ্যে 'রিয়া' বা অহংকার আসতে পারে, যার পরিণাম মর্মান্তিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ গত ১৪ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে দাওয়াত পত্রে লিখা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল'। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যদি কেউ এতে আনন্দ বোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তখন কেউই তাঁর সম্মানার্থে

দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূল (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৬৮)*।

সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার যে আদেশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিয়েছিলেন, তার কারণ ছিল সা'দ (রাঃ)-কে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করা। কেননা তখন তিনি আহত অবস্থায় ছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৬৫)*।

তবে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'তেন, তখন তিনি তার দিকে এগিয়ে যেয়ে তাঁর হাত ধরতেন, কপালে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকটে যেতেন ফাতিমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরতেন, হাতে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে বসাতেন' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৬৮৯)*।

উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো যাবে না; কিন্তু অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জামা'আতের সাথে যোহরের ছালাত আদায় শেষে সালাম ফিরানো হ'লে কিছু সংখ্যক মুছল্লী বলে উঠলেন যে, এক রাক'আত ছালাত কম হয়েছে। একথা শুনে ইমাম ছাহেব পুনরায় প্রথম থেকে চার রাক'আত ছালাত আদায় করলেন এবং কোন সহো সিজদা না দিয়ে ছালাত শেষ করলেন। এটা কি সঠিক হয়েছে?

-মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন
চাঁদপুর, বিরামপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমল করেছেন। এরূপ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতে ঘটেছিল, যা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বাকী দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরে সহো সিজদা করলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৬ 'সহো সিজদা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব ইমাম ছাহেবের উচিৎ ছিল বাকী এক রাক'আত ছালাত আদায় করে সহো সিজদা দেওয়া।

তিনি সম্ভবতঃ একটি যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে এটা করেছেন, যা ইমাম ত্বাহাবীর 'মা'আনিউল আছার' গ্রন্থে আত্বা তাবেঈ হ'তে বর্ণিত আছে। একদা ওমর (রাঃ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে চার রাক'আত ছালাতের পরিবর্তে দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি পুনরায় চার রাক'আত ছালাত আদায় করেন'। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'মুরসাল' হাদীছ সমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক যঈফ। এটি গ্রহণযোগ্য নয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৩৫২ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অনেকের ধারণা এই যে, সালাম ফিরানোর পর কথা বললে পুনরায় ছালাত পুরাপুরি আদায় করতে হবে। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, বুখারী, মুসলিম বর্ণিত ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, এরূপ কোন কথা বললে ছালাত বিনষ্ট হবে না *(মুবারকপুরী শরহ বুলূগুল মারাম পৃঃ ৯৮ 'সিজদায়ে সহো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, সূরা কাওছার একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথা কি সঠিক?

-ক্বাযী আব্দুর রহমান
বামনডাঙ্গা, খুলনা।

উত্তরঃ সূরা 'কাওছার' একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায় এর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে সূরা 'তাকাছুর' একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী হবে বলে হাদীছে এসেছে *(বায়হাক্বী, মিশকাত, 'ফাযায়েলে কুরআন' হা/২১৮৪; হাদীছ ছহীহ দ্রঃ তানক্বীহ ২/৫৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ অহংকার মনে না করে স্বাভাবিকভাবে পায়জামা, প্যান্ট ও লুঙ্গী টাখনুর নিচে রাখা যায় কি?

-আব্দুল বাকী
সিরচর, কাকমারী, জলংগী
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জেনে শুনে টাখনুর নীচে কাপড় পরা পুরুষের জন্য হারাম। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার গিফারী (রাঃ) বললেন, যারা খর্ব হ'ল, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তারা কারা হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, (১) টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী (২) অনুগ্রহ করে তা প্রকাশকারী এবং (৩) মিথ্যা কসম করে সম্পদ বিক্রয়কারী *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ একটি তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের সুন্নাতে এবং মাগরিবের পরের সুন্নাতে সূরা কাফিরূন ও এখলাছ বেশী বেশী পড়তেন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
বামনডাঙ্গা, খুলনা।

উত্তরঃ ফজরের সুন্নাতে এবং মাগরিবের পরের সুন্নাতে সূরা কাফিরূন এবং এখলাছ পড়া সুন্নাত *(মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৪২ ও ৮৫১; ৮৪৯ নং-টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ ছালাতুত তারাবীহকে কোন কোন বর্ণনায় সুন্নাত ও কোন কোন বর্ণনায় নফল বলা হয়েছে। কোন্‌টি সঠিক? বিতর ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত কি কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ

রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয বহির্ভূত সব ছালাতই 'নফল' অতিরিক্ত। তবে যে সব নফল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত করেছেন ও উম্মতের জন্য তাকীদ করেছেন, সেগুলিকে 'সুন্নাত' বা 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বলে। তারাবীহ্র ছালাত মূলতঃ নফল। তবে নিয়মিত তিনদিন জামা'আত সহকারে আদায়ের কারণে এবং উম্মতকে তা আদায়ে উৎসাহিত করার কারণে 'সুন্নাত' বলা হয়। খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) জামা'আত সহকারে নিয়মিত তারাবীহ পড়াকে সুন্নাতে রূপ দিয়ে গেছেন। অতএব ছালাতুত তারাবীহকে সুন্নাত ও নফল দু'টিই বলা যাবে।

'ছালাতুল বিতর'-এর সুন্নাতী ক্বিরাআত হচ্ছে- তিন রাক'আত হ'লে প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা এখলাছ, ফালাক্ব ও নাস *(হাকেম ১/৩০৫; হাদীছ ছহীহ)*। অথবা শুধু সূরা এখলাছ পড়বে (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ)। এবং এটাই অধিকাংশ বিদ্বান পসন্দ করেছেন' *(কির'আত ৪/২৮২-৮৩ হা/১২৭৭-৮০-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ আযানের মধ্যে যে তারজী দেয়া হয়, তা কি প্রত্যেক আযানেই দিতে হবে? তারজী কে দিয়েছিলেন? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
খলসী জামে মসজিদ
হেলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রত্যেক আযানেই তারজী দেয়া সুন্নাত *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৮৬ 'আযানে তারজী দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। আযানের মধ্যে দুই কালেমায়ে শাহাদাতকে প্রথম দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে অতঃপর দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে 'তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলা হয়। তারজী আযানের কালেমা সংখ্যা হবে মোট ১৫+৪=১৯টি। তারজী আযানের হাদীছটি আবু মাহযূরাহ (রাঃ) কর্তৃক আবুদাঊদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ আওনুল মা'বূদ সহ হা/৪৯৬; মিশকাত হা/৬৪৫; ছালাতুর রাসূল ৪১ পৃঃ দ্রঃ)*।

৮ম হিজরীতে হুনাইনের যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু মাহযূরাহ (রাঃ)-কে তারজী আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন *(মুসলিম, শরহে নববী সহ ১/১৬৫)*।

ইমাম নববী বলেন, আযানের জন্য 'তারজী' রোকন নয়। বরং সুন্নাত। তারজী ছাড়াই আযান শুদ্ধ হয়ে যাবে। মুহাদ্দেছীনের নিকটে তারজী দেওয়া ও না দেওয়া উভয়েরই এখতিয়ার রয়েছে *(মুসলিম ১/১৬৫ পৃঃ বাব 'ছিফাতিল আযান')*। তবে তারজী দেওয়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ জুম'আর খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় বয়ান দেওয়া জায়েয কি-না?

-নূরুল ইসলাম
নাহিদ এন্টারপ্রাইজ
চামড়াপট্টি, নাটোর।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা মুছল্লীদের মাতৃভাষায় বা তাদের জ্ঞাত ভাষায় হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের নিকটে ঐ সকল বিষয় বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ৪৪)*। অতএব নবীর ওয়ারিছ হিসাবে প্রত্যেক আলেম ও খত্বীবের দায়িত্ব হ'ল মুছল্লীদের নিজস্ব ভাষায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানসমূহ খুৎবায় ব্যাখ্যা করে শুনানো।

রাসূল (ছাঃ) আরবীভাষী ছিলেন বলেই তিনি আরবীতে খুৎবা দিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বনবী ও তাঁর দ্বীন ছিল বিশ্বজনীন। এতএব বিশ্বের সর্বত্র সবধরনের মুছল্লীর ভাষায় তাঁর দ্বীনের ব্যাখ্যা করা খত্বীবদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু এদেশের খত্বীবগণ আরবীতে খুৎবা দেন, যা একেবারেই অনর্থক ও খুৎবার উদ্দেশ্য বিরোধী। তাই মুছল্লীদের চাহিদা বুঝতে পেরে তারা খুৎবার পূর্বে বাংলায় বয়ানের নামে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করেছেন, যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

দেশী ও প্রবাসী দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি

রামাযান আসছে। আপনি নিশ্চয়ই যাকাত দিবেন ও সাধ্যমত নফল ছাদাক্বা করবেন। আপনি কি পারেন না এমন সিদ্ধান্ত নিতে যে, আপনার দানটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে ব্যয়িত হৌক। ছহীহ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার দানটি 'গাছের চারা রোপনের ন্যায় দিনে দিনে প্রবৃদ্ধি' লাভ করুক। ফুলে-ফলে পল্লবিত ও সুশোভিত হৌক! তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপনাকে সেই পথ খুলে দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ আপনার দান আমাদের ঘোষিত লক্ষ্যেই যথাস্থানে ব্যয়িত হবে।

সর্বাধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন অর্থের। আপনার ব্যাংকে রক্ষিত অলস টাকা উঠিয়ে এনে পরকালীন ব্যাংকে জমা করুন। নিম্নোক্ত একাউন্টগুলিতে আপনি অর্থ প্রেরণ করুন ও আমাদেরকে জানিয়ে দিন।-

এ বছরে আমাদের প্রকল্প সমূহঃ

(১) একটি সর্বাধুনিক APPLE কম্পিউটার (প্রিন্টার-ইউপিএস সহ) আড়াই লক্ষ টাকা।

(২) ইমাম প্রকল্প (১ বছরের জন্য) তিন লক্ষ টাকা।

(৩) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকল্প (কুরআন, মিশকাত ও কুতুবে সিত্তাহ)। প্রারম্ভিক ব্যয় প্রথম বছরে ১০ লক্ষ টাকা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড
সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী,
বাংলাদেশ।